বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা ম্যানুয়েল

বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা
ম্যানুয়েল

ভূমিকা

বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বর্তমানে যে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক রয়েছে তা বাংলাদেশ রেলওয়ে নামে পরিচিত। এই নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশ এককালে একাধিক বৃহত্তর রেলওয়ের নেটওয়ার্ক-এর অংশবিশেষ ছিল, যা তখনকার প্রয়োজনে সেদিনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ঔপনিবেশিক আমলে ১৮৬২ সালে শুরু হয়ে তারপর প্রায় ৮৫ বছর ধরে গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই বৃহত্তর নেটওয়ার্কগুলির যে খণ্ড অংশগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম সেটাই এখন একটি পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যদিও সামগ্রিকভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, নেটওয়ার্কটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে স্বল্পতম দূরত্বের ভিত্তিতে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মূলতঃ প্রণীত হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অসুবিধাগুলির মধ্যে আরও রয়েছে যমুনা নদীর উপর সেতু না থাকার কারণে যান্ত্রিক ফেরী ব্যবহারের প্রয়োজন এবং দুটি ভিন্ন-ধরণের ট্র্যাক গেজ-এর অবস্থান। পরবর্তী দুটি কারণে আমাদের নেটওয়ার্কটি বাস্তবে কিন্তু তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টি, যার ফলে যাত্রী ও মালামাল যানান্তরকরণ এই নেটওয়ার্ক পরিচালনায় প্রতিদিনের প্রয়োজন। যে কোন রেলওয়ের সুষ্ঠু ও দক্ষ পরিচালনা একটি আয়াসসাধ্য ব্যাপার। বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষেত্রে তার সহজাত সমস্যাগুলি পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক ভাবেই আরও জটিল করে তুলেছে।

উপরোক্ত কারণগুলিতো ছিলই, তার উপর দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ে হয়ে পড়েছিল নিম্নমুখী অবক্ষয়ের শিকার। ফলে জনসাধারণের কাছে রেলওয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন সিস্টেম, সার্ভিস ও ভাবধারাকে অটুট রেখে যাত্রীসাধারণের প্রত্যাশা মিটানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই বিনষ্ট ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এবং যাত্রীসাধারণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা মিটানোর প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়ে আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়। এ দেশে প্রথমবারের মত আন্তঃনগর ট্রেন চালু হয় ১৯৮৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে বিরতিহীনভাবে চলাচলকারী মহানগর এক্সপ্রেসের মাধ্যমে। গত তিন বছর সময়ে ধাপে ধাপে বেড়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কে আন্তঃনগর ট্রেনের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশটিতে।

যাত্রীসাধারণের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে অধিক সংখ্যক 'রেডিয়াল' সার্ভিসের প্রবর্তন রাজধানী ঢাকার সাথে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সময়ভিত্তিক দূরত্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে এনেছে,

...দকে দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে 'পেরিফিরাল' সার্ভিসের মাধ্য যোগাযোগ স্থাপন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণ-চলাচে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে। এই নতুন সার্ভিস জনগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সমাদৃত হয়ে এবং এরই ফলশ্রুতিতে রেলওয়ের পুরাতন যাত্রীসেবামূলক ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ সু হয়েছে।

আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিসের জন্মলগ্ন থেকে এ যাবৎ যে সেবার মান প্রতি হয়েছে তা অক্ষুন্ন রাখাই এবং সম্ভবক্ষেত্রে তাকে আরো উন্নীত করাটাই এখন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কাজটি যাতে সুনিশ্চিত করা যায় তার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সা ও সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এই আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন করা হয়ে ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন ও ...নায় যারা সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ম্যানুয়েলে বর্ণিত বিধিমালা সংক্রান্ত কোন ত্রুটি বিচ্যুতির উ এবং যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে। পরিশেষে, যাদের জ ম্যানুয়েলটি প্রণীত হল তারা এটি সর্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম ও ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃন ট্রেন পরিচালনায় আরো উজ্জলতার স্বাক্ষর রাখতে পারলেই এটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সত্যি অর্থে সার্থক হবে।

এস, হাসান আহমদ
সচিব, রেলপথ বিভাগ
ও
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে

১৭ই পৌষ, ১৩৯৫ বাং
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং।

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১

সাধারণ বিষয়াবলী

অধ্যায় ঃ ২

পরিবহন বিভাগ

অধ্যায় ঃ ৩

বাণিজ্য বিভাগ

অধ্যায় ঃ ৪

টিকেটের পরিবর্তে পাশ বা অনুমতিপত্রসহ ভ্রমণের নিয়ম

অধ্যায় ঃ ৫

যন্ত্র কৌশল বিভাগ

অধ্যায় ঃ ৬

তড়িৎ কৌশল বিভাগ

অধ্যায় ঃ ৭

টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ

পরিশিষ্ট সমূহ

১ ক ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দায়িত্বাবলী

অধ্যায় ঃ ১

সাধারণ বিষয়াবলী

১.১ শিরোনাম ও আওতা

১.১১ এই বইতে লিখিত বিধিমালা 'আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা ম্যানুয়েল' নামে অভিহিত হইবে।

১.১২ এই বিধিমালাতে কেবলমাত্র আন্তঃনগর ট্রেন সংক্রান্ত বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। তবে, ট্রেন পাসিং-এর সাধারণ নিয়ম এবং নিরাপত্তা সম্বলিত আইন ও বিধানাবলী যথা—জেনারেল এণ্ড সাবসিডিয়ারী রুলস্, ট্রাফিক ম্যানুয়েল, রানিং শেড ম্যানুয়েল, ক্যারেজ এণ্ড ওয়াগন ম্যানুয়েল, ইত্যাদিও আন্তঃনগর ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১.২ সংজ্ঞা সমূহ

১.২১ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর সহিত সংগতিহীন না হইলে অত্র বিধিমালার উল্লিখিত বিষয়াবলীর সংজ্ঞা নিম্নরূপ হইবে :

ক. **আন্তঃনগর ট্রেন ঃ** 'আন্তঃনগর ট্রেন' বলিতে সেই ট্রেনকে বুঝায় যাহাকে 'আন্তঃনগর ট্রেন' নামে আখ্যায়িত করা হয়

খ. **পরিচর্যক (অ্যাটেনডেন্ট) ঃ** 'পরিচর্যক' বলিতে আন্তঃনগর ট্রেনের সংশ্লিষ্ট ক্যারেজে যাত্রী সাধারণের পরিচর্যা, ক্যারেজ পরিচ্ছন্ন রাখা ও ক্যারেজ ফিটিংস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রেল কর্মচারীকে বুঝায়।

গ. **বৈদ্যুতিক সহযোগী ঃ** 'বৈদ্যুতিক সহযোগী' বলিতে আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যারেজ সমূহের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠুরূপে চালু রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রেল কর্মচারীকে বুঝায়।

ঘ. **টেলিকম সহযোগী ঃ** 'টেলিকম সহযোগী' বলিতে আন্তঃনগর ট্রেনের পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম রক্ষণাবেক্ষণ, চালু করন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত রেল কর্মচারীকে বুঝায়।

ঙ. **পাবলিক এড্রেস (পি এ) সিস্টেম ঃ** 'পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম' বলিতে আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যারেজ সমূহে সংযোজিত ক্যাসেট, এমপ্লিফায়ার ও মাইক্রোফোন

সম্বলিত বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বুঝায় যাহা যাত্রী সাধারণের বিনোদন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

চ. **বিরতি দিবস (অফ ডে) ঃ** 'বিরতি দিবস' বলিতে আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যারেজ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও খুঁটিনাটি মেরামতের জন্য নির্ধারিত সাপ্তাহিক বিরতির দিনটিকে বুঝায়।

ছ. **কন্ডাক্টর গার্ড ঃ** 'কণ্ডাক্টর গার্ড' বলিতে যাত্রী সাধারণের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োজিত প্রধান গার্ডের সহযোগী গার্ডকে বুঝায়।

জ. **আন্তঃনগর কোষ ঃ** 'আন্তঃনগর কোষ' বলিতে আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত কোষকে বুঝায়।

ঝ. **টেলিকম রুম ঃ** 'টেলিকম রুম' বলিতে ক্যারেজের যে নির্ধারিত কামরা হইতে পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম চালু ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহাকে বুঝায়।

ঞ. **আন্তঃনগর বুকিং কাউন্টার ঃ** 'আন্তঃনগর বুকিং কাউণ্টার' বলিতে আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণেচ্ছু যাত্রীদের নিকট টিকেট বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত বুকিং কাউন্টারকে বুঝায়।

ট. **আসন নির্দেশিকা বোর্ড ঃ** 'আসন নির্দেশিকা বোর্ড' বলিতে আন্তঃনগর বুকিং কাউণ্টারের সম্মুখে রক্ষিত আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের আসন সংখ্যার সর্বশেষ পজিশন সম্বলিত নির্দেশিকা বোর্ডকে বুঝায়।

ঠ. **ট্রেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঃ** 'ট্রেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' বলিতে কোন আন্তঃনগর ট্রেনের উপর কর্মরত সকল কর্মচারীর তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাকে বুঝায়।

ড. **বিরতিহীন ট্রেন ঃ** 'বিরতিহীন ট্রেন' বলিতে প্রারম্ভিক ষ্টেশন ও প্রান্তিক ষ্টেশনের মধ্যবর্তী কোন ষ্টেশনে বিরতি নাই এমন ট্রেনকে বুঝায়।

ঢ. **বিরতিযুক্ত ট্রেন ঃ** 'বিরতিযুক্ত ট্রেন' বলিতে প্রারম্ভিক ষ্টেশন ও প্রান্তিক ষ্টেশনের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক ষ্টেশনে বিরতি আছে এমন ট্রেনকে বুঝায়।

১.২২ যেই সকল শব্দ বা শব্দ সমষ্টির সংজ্ঞা এই বিধিমালায় দেওয়া হয় নাই সেইগুলির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা অন্যান্য বিধিতে যেই অর্থে দেওয়া আছে সেই অর্থে বুঝাইবে।

১.৩ **আন্তঃনগর ট্রেন**

১.৩১ 'আন্তঃনগর ট্রেন' স্বল্প সময়ে দূর গন্তব্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন বিশেষ শ্রেণীর ট্রেন। স্বাভাবিক কারণেই এই ট্রেনগুলির বিরতি

যথাসম্ভব সীমিত থাকিবে এবং স্পষ্টতঃই গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন বা জংশন ষ্টেশন ছাড়া অন্য কোন ষ্টেশনে এই শ্রেণীর ট্রেনের বিরতি থাকিবে না।

১.৩২ আন্তঃনগর ট্রেনের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব রং (কালার স্কীম) থাকিবে যাহার নমুনা পরিশিষ্ট ১খ-তে দেওয়া হইল।

১.৩৩ এই ট্রেনের প্রতিটি আসন সংরক্ষিত থাকিবে যাহা ৭ দিন আগে হইতে সংরক্ষণ করা যাইবে।

১.৩৪ এই ট্রেনে যাত্রী সাধারণের জন্য বুফে কার/রেষ্টুরেন্ট কার, পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও সংগীতের মাধ্যমে বিনোদনের ব্যবস্থা থাকিবে।

১.৩৫ এই ট্রেনের প্রতিটি যাত্রীবাহী ক্যারেজে যাত্রীসাধারণের দেখাশোনার জন্য একজন করিয়া পরিচর্যক থাকিবেন।

১.৩৬ এই ট্রেনে চলাচলের জন্য যাত্রী সাধারণকে অধিক হারে ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

১.৪ **আন্তঃনগর কোষ**

১.৪১ আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের দৈনন্দিন সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক প্রশাসন প্রাথমিক-ভাবে দায়ী থাকিবে। তবে বিশেষ ধরণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক মনিটরিং-এর জন্য কেন্দ্রে একটি এবং দুই অঞ্চলে একটি করিয়া দুইটি আন্তঃনগর কোষ থাকিবে।

১.৪২ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষের গঠন পরিশিষ্ট ১গ-তে দেওয়া হইল।

১.৪৩ আন্তঃনগর কোষের কার্যাবলী পরিশিষ্ট ১ঘ-তে দেওয়া হইল।

১.৫ **দায়িত্বাবলী**

১.৫১ আন্তঃনগর ট্রেনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

১.৫২ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দায়িত্বাবলী পরিশিষ্ট ১ক-তে দেওয়া হইল।

অধ্যায় ঃ ২

পরিবহণ (অপারেটিং) বিভাগ

২.১ আন্তঃনগর ট্রেনের শ্রেণী বিন্যাস

২.১১ গুরুত্ব অনুসারে আন্তঃনগর ট্রেনের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ হইবে :

ক. 'ক' শ্রেণী (অধিক গুরুত্বপূর্ণ) : এই শ্রেণীর ট্রেন অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বেশী দূরত্বের দুইটি স্থানের মধ্যে চলাচল করিবে এবং বিরতিহীন বা যথা সম্ভব কম সংখ্যক বিরতিযুক্ত হইবে। এই শ্রেণীর ট্রেন সর্বোচ্চ গতি সম্পন্ন হইবে এবং ইহাতে সুলভ শ্রেণী থাকিবে না। এই শ্রেণীর প্রতিটি ট্রেনে একজন ট্রেন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত থাকিবেন যিনি পরিশিষ্ট ১ক/২৮-এ বর্ণিত কর্তব্য পালন করিবেন।

খ. 'খ' শ্রেণী (মাঝারি গুরুত্বপূর্ণ) : 'ক' ও 'গ' শ্রেণীভূক্ত নহে, এইরূপ ট্রেনগুলি 'খ' শ্রেণীরূপে অভিহিত হইবে।

গ. 'গ' শ্রেণী (কম গুরুত্বপূর্ণ) : এই শ্রেণীর ট্রেন কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম দূরত্বের দুইটি স্থানের মধ্যে চলাচল করিবে।

২.১২ বর্তমানে যে সকল আন্তঃনগর ট্রেন 'ক' 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভূক্ত আছে তাহাদের তালিকা পরিশিষ্ট ২ক-তে দেওয়া হইল।

২.২ আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রী শ্রেণী

২.২১ আন্তঃনগর ট্রেনে মূলতঃ ২টি যাত্রীশ্রেণী থাকিবে যাহা তাপানুকূল (এয়ারকণ্ডিশনড) অথবা অতাপানুকূল (নন-এয়ারকণ্ডিশনড) হইতে পারিবে। এই যাত্রীশ্রেণীগুলি নিম্নরূপ :

ক. প্রথম শ্রেণী।

খ. অন্য শ্রেণী : বর্তমানে অন্য শ্রেণী 'শোভন' ও 'সুলভ' নামে অভিহিত।

২.২২ উপরোক্ত যে কোন এক বা একাধিক শ্রেণী/উপশ্রেণী সহকারে একটি আন্তঃনগর ট্রেন গঠিত হইতে পারিবে কিন্তু একই ট্রেনে শোভন ও সুলভ শ্রেণী একত্রে থাকিবে না।

২.২৩ বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর আন্তঃনগর ট্রেনে নিম্নরূপ যাত্রীশ্রেণী রহিয়াছে :

ক. 'ক' শ্রেণীর ট্রেন : তাপানুকূল প্রথম, প্রথম ও শোভন

খ. 'খ' শ্রেণীর ট্রেন : প্রথম ও সুলভ

গ. 'গ' শ্রেণীর ট্রেন : প্রথম ও সুলভ

২.৩ ট্রেন মার্শালিং

২.৩১ আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত ক্যারেজ ব্যতীত অন্য কোন ক্যারেজ কোন অবস্থাতেই আন্তঃনগর ট্রেনের রেকে সংযোজন করা যাইবে না।

২.৩২ আন্তঃনগর ট্রেনের প্রান্তিক ক্যারেজ ব্যতীত অন্য সকল ক্যারেজ ভেষ্টিবিউল সহ হইবে এবং ভেষ্টিবিউল সিষ্টেম অবশ্যই সর্বদা কার্যকর অবস্থায় থাকিতে হইবে।

২.৩৩ সকল আন্তঃনগর ট্রেনের উভয় প্রান্তে অবশ্যই একটি করিয়া মোট দুইটি গার্ড ভ্যান থাকিবে এবং মার্শালিং-এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম সাধারণতঃ পালিত হইবে :

ক. যদি কোন রেকে একটি মাত্র ডাইনিং কার থাকে তাহা হইলে ঐ ডাইনিং কারের এক পাশে প্রথম শ্রেণীর ক্যারেজগুলি এবং অন্যপাশে পাওয়ার কার ও তাহার পর অন্য শ্রেণীর ক্যারেজগুলি সংযোজিত হইবে।

খ. যদি কোন রেকে ডাইনিং কার জাতীয় দুইটি ক্যারেজ থাকে তাহা হইলে ঐ ক্যারেজ দুইটি, গার্ড ভ্যানের অংশ না হইলে গার্ড ভ্যানের পরে এবং গার্ড ভ্যানের অংশ হইলে রেকের দুই প্রান্তে স্থাপিত হইবে। তাহার পর, একদিক হইতে প্রথম শ্রেণীর ক্যারেজগুলি এবং অপরদিক হইতে অন্য শ্রেণীর ক্যারেজ-গুলি সংযোজিত হইয়া পাওয়ার কারটি উহাদের মধ্যে স্থাপিত হইবে।

২.৩৪ কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষ প্রয়োজনবোধে মার্শালিং-এর ক্রম পরিবর্তন করিতে পারিবে।

২.৩৫ প্রয়োজনবোধে আন্তঃনগর ট্রেনে স্পেয়ার ক্যারেজ লাগাইতে হইলে কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষের পূর্বানুমতি লইতে হইবে এবং লাগাইবার সময়, যে শ্রেণীর স্পেয়ার ক্যারেজ সংশ্লিষ্ট রেকের সেই শ্রেণীর সর্বশেষ ক্যারেজের পরে লাগাইতে হইবে।

২.৪ সেলুন সংযোজন

২.৪১ 'ক' শ্রেণীর আন্তঃনগর ট্রেনে কোন অবস্থাতেই কোন সেলুন সংযুক্ত করা যাইবে না।

২.৪২ 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর আন্তঃনগর ট্রেনে সাধারণতঃ কোন সেলুন সংযুক্ত হইবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এই শ্রেণীর ট্রেনে সেলুন লাগাইবার অনুমতি দেওয়া যাইবে :

ক. সেলুনটি আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত রংয়ের হইবে।

খ. এই সংযুক্তি প্রারম্ভিক ষ্টেশন হইতে প্রান্তিক ষ্টেশনের জন্য হইবে এবং কোন অবস্থাতেই পথিমধ্যে কোন ষ্টেশনে সেলুন সংযুক্ত বা বিযুক্ত করা যাইবে না।

গ. ট্রেন ছাড়িবার নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে যুগ্ম মহাপরিচালক (অপারেশন)–এর নিকট রিকুইজিশন দিতে হইবে।

২.৫ ট্রেন কন্ট্রোল

২.৫১ কোন অনির্ধারিত ষ্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেন থামিবে না। ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য ট্রেন কন্ট্রোলারগণ পরিকল্পিতভাবে সকল ট্রেনের ক্রসিং ও প্রিসিডেন্সের ব্যবস্থা করিবেন।

২.৫২ ক্রসিং ও প্রিসিডেন্সের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট স্পেশাল এবং উদ্ধার-কর্মের জন্য দুর্ঘটনাস্থলগামী রিলিফ ট্রেন ব্যতীত অন্যান্য ট্রেনের উপরে আন্তঃনগর ট্রেন অগ্রাধিকার পাইবে।

২.৫৩ আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের মধ্যে 'ক' শ্রেণী, 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর উপরে এবং 'খ' শ্রেণী. 'গ' শ্রেণীর উপরে অগ্রাধিকার পাইবে।

২.৫৪ আন্তঃনগর ট্রেনের রেক এবং ইঞ্জিন সময়মত প্ল্যাটফর্মে স্থাপনের ব্যাপারে ট্রেন কন্ট্রোলারগণ তদারকি করিবেন ও প্রয়োজনবোধে তাগিদ প্রদান করিবেন।

২.৫৫ ট্রেন ছাড়িবার নির্ধারিত সময়ের ত্রিশ মিনিট পূর্বে ইঞ্জিন সংশ্লিষ্ট রেকে লাগানো নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে পাওয়ার কন্ট্রোলার তদারকি করিবেন ও প্রয়োজনবোধে তাগিদ প্রদান করিবেন।

২.৫৬ কোন ট্রেন ছাড়িবার অন্ততঃ একঘণ্টা আগে লিংক ইঞ্জিন না পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে পাওয়ার কন্ট্রোলার বিষয়টি ডিএমই-র নজরে আনিয়া বিকল্প ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করিবেন। প্রয়োজনবোধে কম গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা যাইবে এবং ইহার ফলে কোন ট্রেন বাতিল করিতে হইলে তাহা সিওপিএস ও সিএমইকে অবহিত করিতে হইবে।

২.৫৭ জরুরী পরিস্থিতিতে কোন আন্তঃনগর ট্রেন বাতিল করিতে হইলে তাহা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় কোষের অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে স্থানীয়ভাবে মহাব্যবস্থাপক, এমনকি উহাও সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের অনুমোদনক্রমে তাহা করা যাইবে, তবে প্রথম সুযোগেই সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষকে অবহিত করিতে হইবে।

২.৫৮ এই ধরণের ট্রেন বাতিলের পূর্বে বাতিল করণের বিষয়টি সম্ভাব্য সকল প্রচার মাধ্যম দ্বারা ঘোষণা করিতে হইবে।

২.৬ ক্যারেজ পরিচর্যক

২.৬১ আন্তঃনগর ট্রেনের প্রতিটি যাত্রীবাহী ক্যারেজের দায়িত্বে একজন করিয়া পরিচর্যক নিযুক্ত থাকিবেন যিনি পরিশিষ্ট ১ক/৩৩-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

২.৬২ পরিচর্যকের পদসমূহ সিওপিএস-এর অধীনে থাকিবে।

২.৬৩ টাকা ৫০০-৮৬০/-, ৫৫০-৯৬৫/- এবং ৬০০-১১১০/- বেতন স্কেল সমূহে কর্মরত কর্মচারীগণের মধ্যে হইতে পরিচর্যক নিযুক্ত করা হইবে।

২.৬৪ পরিচর্যক হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে তাহারা তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিটিও-র নিকট দায়ী থাকিবেন যিনি তাহাদের কার্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে তাহাদিগকে পূর্বপদে ফেরৎ পাঠাইবার ক্ষমতা রাখিবেন।

২.৬৫ পরিচর্যকগণকে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫ দিনের ওরিয়েণ্টেশন প্রশিক্ষণ এবং প্রতি বছর ৭ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ডিটিও এই প্রশিক্ষণ পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন।

২.৬৬ সকল ক্যারেজের এক প্রান্তের দরজাগুলি যাত্রী সাধারণের উঠিবার জন্য ও অপর প্রান্তের দরজাগুলি তাহাদের নামিবার জন্য নির্ধারিত থাকিবে এবং সেইগুলির উপরে যথাক্রমে 'উঠিবার দরজা' ও 'নামিবার দরজা' কথাগুলি ভিতরে ও বাহিরে উভয় দিকে সহজে চোখে পড়ে এইরূপভাবে লিখিত থাকিবে।

২.৬৭ বিরতি সম্পন্ন ষ্টেশনগুলিতে সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনের জন্য নির্ধারিত ক্যারেজের পরিচর্যক এবং কণ্ডাক্টর গার্ড যথাক্রমে উঠিবার দরজা ও নামিবার দরজায় অবস্থান গ্রহণ করিয়া যাত্রীগণকে উঠিতে ও নামিতে সাহায্য করিবেন। কোন ষ্টেশনের জন্য একের অধিক ক্যারেজ নির্ধারিত থাকিলে কণ্ডাক্টর গার্ড পার্শ্ববর্তী ক্যারেজ হইতে প্রতিটি অতিরিক্ত ক্যারেজের জন্য একজন করিয়া অতিরিক্ত পরিচর্যকের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

অধ্যায় ঃ ৩

বাণিজ্য বিভাগ

৩.১ ভাড়া ও টিকেট

৩.১১ আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের জন্য যাত্রী সাধারণকে কিছুটা অধিক হারে ভাড়া প্রদান করিতে হইবে। বিভিন্ন যাত্রীশ্রেণীর জন্য এই ভাড়ার হার নিরূপণের ভিত্তি পরিশিষ্ট ৩ক তে দেওয়া হইল।

৩.১২ কোন যাত্রী তাহার ভ্রমণ বাতিল করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় পূর্বে টিকেট ফেরৎ দিলে তাহাকে বা কোন কারণে কোন আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রা শুরুতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়া, ট্রেন বাতিল হওয়া, পথিমধ্যে ট্রেন অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়া ইত্যাদি পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে যাত্রী সাধারণকে নির্ধারিত হারে ভাড়া ফেরৎ প্রদান করা হইবে। এই ভাড়া ফেরৎ প্রদানের পদ্ধতি পরিশিষ্ট ৩খ-তে দেওয়া হইল।

৩.১৩ আন্তঃনগর ট্রেনের বিভিন্ন যাত্রীশ্রেণীর জন্য বিশেষ ধরণের টিকেট ব্যবহার করা হইবে। প্রথম শ্রেণী ও সুলভ শ্রেণীর এইরূপ টিকেটের নমুনা পরিশিষ্ট ৩গ-তে দেওয়া হইল।

৩.২ ফিরতি বুকিং

৩.২১ আন্তঃনগর ট্রেনে নির্ধারিত গন্তব্য ষ্টেশন সমূহের জন্য ফিরতি বুকিং-এর সুবিধা থাকিবে।

৩.২২ বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ট্রেনগুলিতে প্রথম শ্রেণী (তাপানুকূল ও অতাপানুকূল) এবং শোভন শ্রেণীর জন্য এই ফিরতি বুকিংয়ের ব্যবস্থা আছে যাহা উল্লিখিত গন্তব্য ষ্টেশন সমূহের উভয় দিকের জন্যই প্রযোজ্য ঃ

ট্রেন নং	নাম	গন্তব্য স্টেশন
৭০১/৭০২	মহানগর প্রভাতী	ঢাকা-চট্টগ্রাম
৭০৩/৭০৪	মহানগর পূরবী	ঢাকা-চট্টগ্রাম
৭০৯/৭১০	পারাবত	ঢাকা-সিলেট
৭৩৯/৭৪০	উপবন	ঢাকা-সিলেট
৭৪১/৭৪২	তূর্ণা নিশীথা	ঢাকা-চট্টগ্রাম

৩.২৩ কোন নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ২ দিন পরে যে সকল ট্রেন ছাড়িবে সেই তারিখের বিকাল ৬ ঘটিকার সেই সকল ট্রেনের ফিরতি বুকিং বন্ধ করা হইবে।

উদাহরণ: কোন মাসের ৩ তারিখে সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত যে সকল ট্রেন ছাড়িবে, ১ তারিখ বিকাল ৬ টায় সেই সকল ট্রেনের ফিরতি বুকিং বন্ধ করা হইবে।

৩.২৪ ফিরতি বুকিংয়ের আসন/বার্থ সংরক্ষণের বিবরণ ষ্টেশন মাষ্টার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেন্টেক্স-এর মাধ্যমে পরস্পরকে অবহিত করিবেন। ইহা ছাড়াও তাহারা টেলিফোনের মাধ্যমে উক্ত তথ্য আদান প্রদান করিবেন এবং উক্ত তারিখে ফিরতি বুকিং বন্ধ হওয়া সকল ট্রেনের বিক্রীত ফিরতি টিকেটের নম্বরসহ সীট চার্ট এবং ট্রেন ভিত্তিক অবিক্রীত সীট/বার্থ-এর বিবরণী মহানগর প্রভাতী, মহানগর পূরবী ও তূর্ণা নিশীথার জন্য ১-আপ ও ২-আপ ট্রেনের গার্ডের মাধ্যমে এবং পারাবত ও উপবনের জন্য ৯-আপ ও ১০-আপ ট্রেনের গার্ডের মাধ্যমে প্রেরণ করিবেন।

৩.২৫ সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক ইন-চার্জ প্রতিদিন রাত ৭-৪৫ টায় ঐ তারিখে ফিরতি বুকিং বন্ধ হওয়া সকল ট্রেনের জন্য উপরোক্ত তথ্যাদি ষ্টেশন মাষ্টার ও জেন্টেক্স অপারেটরকে প্রদান করিবেন যিনি সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনে উক্ত তথ্যাদি প্রেরণ করিবেন। এই তথ্যাদি প্রেরণের সময় সূচী নিম্নরূপ হইবে ঃ

রূট	জেন্টেক্স	টেলিফোন
ঢাকা-সিলেট	রাত ৮ টা	রাত ৮½ টা
ঢাকা-চট্টগ্রাম	রাত ৮½ টা	রাত ৯ টা

৩.২৬ অপর প্রান্তের ষ্টেশন হইতে ফিরতি বুকিংয়ের সীট চার্ট পাওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনের যে বুকিং ক্লার্ক উক্ত ট্রেনের টিকেট বিক্রয় করিবার জন্য দায়ী তিনি তাহার নিজের সীট চার্টের উপরে প্রাপ্ত চার্টের হুবহু প্রতিলিপি তৈরী করিবেন এবং নোট অবশিষ্ট অবিক্রীত আসনগুলির জন্য টিকেট বিক্রয় করিবেন।

৩.২৭ ফিরতি যাত্রার কোন টিকেট বাতিল হইলে উহার সংশ্লিষ্ট আসনটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৩.২৮ পরবর্তীতে আরও কিছু ট্রেনে পর্যায়ক্রমে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর জন্য এই সুবিধা চালু করা হইবে যাহার তালিকা পরিশিষ্ট ৩ঘ-তে দেওয়া হইল। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রয়োজনমত নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে জারী করিয়া তদনুসারে সংশোধনী আকারে এই ম্যানুয়েলের অন্তর্ভূক্ত করা হইবে।

৩.৩ লাগেজ ও পার্সেল বুকিং

৩.৩১ আন্তঃনগর ট্রেন একটি বিশেষ ধরণের ট্রেন যাহাতে যাত্রী সাধারণের জন্য ন্যূনতম আরাম আয়েশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। তাই স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে, যাত্রীগণ নিজেদের স্বার্থে ও সহযাত্রীগণের যাহাতে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যে লঘু মালপত্র লইয়া যাতায়াত করিবেন।

৩.৩২ ভ্রমণের সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে শুধুমাত্র এমন মালামালই যাত্রীগণ নিজেদের সংগে প্যাসেঞ্জার কোচে রাখিতে পারিবেন। এই ধরণের মালামাল নিজ নিজ আসন সোজা পার্সেল র‍্যাকের উপরে রাখিতে হইবে এবং কোন অবস্থাতেই উহা আসনের মধ্যবর্তী প্যাসেজে রাখা চলিবে না।

৩.৩৩ যাত্রীশ্রেণী ভেদে বিনা ভাড়ায় যাত্রীগণের সংগে বহনযোগ্য মালের ওজন নিম্নরূপ :

ক. তাপানুকূল প্রথম : ৫৬ কেজি

খ. প্রথম : ৩৭½ কেজি

গ. শোভন : ২৮ কেজি

ঘ. সুলভ : ২৩ কেজি

৩.৩৪ কোন যাত্রীর সহিত বৃহৎ আকৃতির মালামাল থাকিলে তাহা যদি উপরোক্ত অনুমোদিত ওজনের মধ্যে হয় তবে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান ছাড়াই কণ্ডাক্টর গার্ডের তত্ত্বাবধানে গার্ডের কামরায় বা লাগেজ কামরায় রাখা যাইবে। এইরূপ রক্ষিত মালামালের জন্য সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে একটি লাগেজ ট্যাগ দেওয়া হইবে যাহা দেখাইয়া গন্তব্য ষ্টেশনে তিনি তাহার মাল সনাক্ত করিয়া ফেরৎ লইতে পারিবেন।

৩.৩৫ কোন মালামালের ওজন অনুমোদিত ওজনের বেশী হইলে তাহা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া প্রদান পূর্বক বুক করিয়া লাগেজ কামরায় বহনের ব্যবস্থা থাকিবে। ট্রেন ছাড়িবার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে মাল পার্সেল অফিসে আনিতে হইবে এবং উহা উপযুক্ত ভাবে ট্রাংক, স্যুটকেস, বড় বস্তা, ট্রাভেলিং ব্যাগ বা অন্য কোন উপযোগী ব্যাগে বহন করিতে হইবে।

৩.৪ আসন সংরক্ষণ

৩.৪১ সীট অথবা বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাহারও জন্য কোন কোটা সংরক্ষণ করা হইবে না। এই ক্ষেত্রে কাহাকেও কোন প্রাধিকারও দেওয়া হইবে না। তবে, যাত্রার সাত দিন

পূর্ব হইতে আগে আসিলে আগে পাইবেন ভিত্তিতে সীট অথবা বার্থ সংরক্ষণ করা যাইবে।

৩.৪২ দিনে চলাচলকারী আন্তঃনগর ট্রেনে তাপানুকূল প্রথম বা প্রথম শ্রেণীর কোন বার্থ সংরক্ষণ হইবে না।

৩.৪৩ রাত্রিকালীন ট্রেনে প্রথমে কেবল মাত্র বার্থের জন্য টিকেট বিক্রয় করা হইবে। বার্থ শূন্য থাকা পর্যন্ত কোন সীটের টিকেট বিক্রয় করা চলিবে না। সমুদয় বার্থের টিকেট বিক্রয় হইলে পরে সীটের টিকেট বিক্রয় করা যাইবে।

৩.৪৪ দিনে চলাচলকারী আন্তঃনগর ট্রেনের প্রতিটি নীচের বার্থে তিনটি করিয়া সীট ধরা হইবে। উপরের বার্থগুলিকে সীট গণনার ব্যাপারে গণ্য করা হইবে না।

৩.৪৫ প্রথম শ্রেণীর চেয়ার কারের চেয়ার ও তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর চেয়ার একটি করিয়া সীট হিসাবে গণ্য হইবে।

৩.৪৬ প্রারম্ভিক ষ্টেশনে ট্রেন ছাড়ার ৫ (পাঁচ) মিনিট পূর্বে সকল ক্যারেজের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পূর্বে যাত্রীগণকে অবশ্যই স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৫ আকস্মিক ঈক্ষা (চেকিং) পরিচালনা

৩.৫১ সেবার মান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি ট্রেনে যথোপযুক্ত পর্যায়ের কর্মকর্তা দ্বারা নিয়মিত আকস্মিক ঈক্ষা পরিচালনা করা হইবে। সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক এইরূপ ঈক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন।

৩.৫২ ঈক্ষা পরিচালনার সময় কোন টিকেট বিহীন যাত্রী পাওয়া গেলে ট্রেনে তাহার নিকট হইতে কোন ভাড়া আদায় না করিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরবর্তী বিরতি ষ্টেশনে তাহাকে সোপর্দ করা হইবে।

৩.৫৩ টিকেট চেকিংয়ের জন্য সাধারণভাবে কোন আন্তঃনগর ট্রেনে টিটিই নিয়োগ করা হইবে না। তবে, কোন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ট্রেনে আকস্মিক ঈক্ষা পরিচালনাকালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী/টিটিই নিয়োজিত করা যাইবে। এই ধরণের ঈক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে যে কোন স্থানে স্বল্প সময়ের জন্য ট্রেন থামানো যাইবে।

৩.৫৪ ঈক্ষাকালে পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ দূরীকরণার্থে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ দায়ী ব্যক্তি-গণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৫৫ যখন কোন আন্তঃনগর ট্রেন বিনা টিকেটধারী যাত্রী বা অন্য কোন অনিয়মের শিকার হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় তখন মহাব্যবস্থাপকগণ এই সমস্ত ট্রেনে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা দ্বারা আকস্মিক ঈক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

৩.৫৬ এই ধরণের কর্মসূচী অতি গোপণীয় ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং যাত্রা শুরুর কিছু পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে।

৩.৫৭ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক মাঝে মাঝে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা সমূহে জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই প্রচারণায় ইহা উল্লেখ করা হইবে যে যদি কোন ট্রেনে/ষ্টেশনে বিনা টিকেটের যাত্রীর প্রবণতা বা উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তবে ঐ ট্রেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনে বিরতি উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

৩.৫৮ উক্ত পরিচালনা কাজে নিয়োগের জন্য রেলওয়ের প্রত্যেক ডিভিশন হইতে ট্রাফিক ও একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৎ ও কর্তব্য পরায়ণ টিটিই/টিসি-এর নাম তালিকাভুক্ত থাকিবে। তাহারা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিবেন।

৩.৬ বিবিধ

৩.৬১ 'ক' শ্রেণীর আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রীদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধাদি থাকিবে যাহার বিবরণ পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে প্রদত্ত হইল।

৩.৬২ রাত্রিকালিন 'ক' শ্রেণীর আন্তঃনগর ট্রেনের তাপানুকূল প্রথম ও প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণকারী প্রান্তিক ষ্টেশনের যাত্রীগণের জন্য বিনামূল্যে হাল্কা নাস্তা সরবরাহ করা হইবে।

৩.৬৩ এই ট্রেনের তাপানুকূল প্রথম ও প্রথম শ্রেণীর স্লিপারের জন্য একসেট করিয়া বিছানা এবং তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর বার্থ পিছু একটি করিয়া অতিরিক্ত তোয়ালে ও পানীয় জলের জন্য একটি করিয়া গ্লাস সরবরাহ করা হইবে।

৩.৬৪ দিবাকালিন 'ক' শ্রেণীর ট্রেনের তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীগণকে বিনামূল্যে নাস্তা ও একটি করিয়া দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ করা হইবে। ইহাতে তাপানুকূল প্রথম ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীগণের জন্য আলাদা রেষ্টুরেণ্ট কার এবং হাল্কা নাস্তা ও বইয়ের ষ্টল থাকিবে।

৩.৬৫ সকল 'ক' শ্রেণীর ট্রেনে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী যাত্রীগণের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা থাকিবে।

অধ্যায় : ৪

টিকেটের পরিবর্তে পাশ বা অনুমতিপত্রসহ ভ্রমণের নিয়ম

৪.১ সাধারণ

৪.১১ আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত পাশ রুল প্রযোজ্য হইবে না।

৪.১২ টিকেট অথবা টিকেটের পরিবর্তে এই বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা/উপ-ধারাতে বর্ণিত পাশ বা অনুমতিপত্র ছাড়া কেহই আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।

৪.১৩ কেবলমাত্র পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে বর্ণিত বিশেষ ধরণের পাশ বা অনুমতিপত্র ছাড়া বর্তমানে ব্যবহৃত অন্য কোন ধরণের পাশ বা অনুমতিপত্র আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

৪.১৪ রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অন্যান্য অনুমোদিত ব্যক্তি বা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টিকেটের পরিবর্তে পাশ বা অন্য কোন অনুমতিপত্রসহ ভ্রমণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণনা করা হইল।

৪.২ রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী

৪.২১ আন্তঃনগর ট্রেন সমূহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলিবে। সুতরাং নীতি[illegible] [illegible] রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ভ্রমণ সীমিত রাখিতে হইবে।

৪.২২ রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ভ্রমণ নিম্নরূপ দুই প্রকারের হইতে পারিবে:

ক. সরকারী কর্তব্য কাজে ভ্রমণ ... আন্তঃনগর ডিউটি পাশ।

খ. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ভ্রমণ ... আন্তঃনগর সুবিধা পাশ।

৪.২৩ কোন রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকারী কর্তব্য পালন উপলক্ষ্যে আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিতে হইলে তাহার নিকট নিম্নরূপ তিন প্রকারের কোন এক প্রকার ডিউটি পাশ থাকিতে হইবে:

ক. **প্রথম প্রকার:** সংশ্লিষ্ট ট্রেনে কর্তব্যরত কর্মচারীর পাশ।

খ. **দ্বিতীয় প্রকার:** কর্তব্যকর্মের তাগিদে প্রায়শ: ভ্রমণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর পাশ।

গ. তৃতীয় প্রকার : এককালীন ভ্রমণের জন্য ট্রিপ পাশ।

৪.২৪ প্রথম প্রকার আন্তঃনগর ডিউটি পাশ

৪.২৪১ আন্তঃনগর ট্রেনের দৈনন্দিন চলাচলের সহিত সম্পর্কযুক্ত নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য যে সকল কর্মচারী সংশ্লিষ্ট ট্রেনের উপর কর্তব্যরত থাকেন তাহাদিগকে এই প্রকার পাশ দেওয়া হইবে। এই পাশ সংগে না থাকিলে কাহাকেও ট্রেনে কর্তব্যরত কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

৪.২৪২ এই পাশে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সত্যায়িত ফটো ও নমুনা স্বাক্ষর থাকিবে।

৪.২৪৩ এই পাশের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ৩ মাস অথবা সংশ্লিষ্ট পদ হইতে উক্ত কর্মচারীর বদলী, যেটা আগে হয়, পর্যন্ত হইবে। এই মেয়াদ শেষ হইলে প্রয়োজনবোধে উহা ৩ মাস করিয়া মোট ৪ বার পর্যন্ত নবায়ন করা যাইবে। ইহার পরে নূতন পাশ ইস্যু করিতে হইবে।

৪.২৪৪ এই পাশধারী কর্মচারী সংশ্লিষ্ট ট্রেনের উপরে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তাহাকে উক্ত ট্রেনে কোন যাত্রী আসন বরাদ্দ করা হইবে না।

৪.২৪৫ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার এই পাশ ইস্যু করিবেন।

৪.২৪৬ এই পাশের রঙ হালকা হলুদ হইবে এবং ইহার প্রতিটি পৃষ্ঠায় কোণাকুণিভাবে নিম্ন বর্ণিত রঙের একটি করিয়া ১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড থাকিবে :

ক. রেলওয়ে কর্মচারী ... লাল

খ. অন্যান্য কর্মচারী* ... সবুজ

(*ক্যাটারার, চুক্তিভিত্তিক পিএ সিস্টেম অপারেটর ইত্যাদি)

৪.২৪৭ প্রথম প্রকার পাশের নমুনা পরিশিষ্ট ৪ক-তে দেওয়া হইল।

৪.২৫ দ্বিতীয় প্রকার আন্তঃনগর ডিউটি পাশ

৪.২৫১ যে সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের ধরণের কারণে ট্রেন পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তব্য পালনের জন্য প্রায়শঃই ভ্রমণ করিতে হয় তাহাদিগকে নিজ নিজ আওতাধীন এলাকায় ভ্রমণের জন্য এই প্রকার পাশ দেওয়া হইবে।

৪.৫২ এই পাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সত্যায়িত ফটো ও নমুনা স্বাক্ষর থাকিবে।

৪.২৫৩ এই পাশের মেয়াদ ৬ মাস অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বদলী, যেটা আগে হয়, পর্যন্ত থাকিবে। এই মেয়াদ শেষ হইলে প্রয়োজনবোধে উহা ৬ মাস করিয়া মোট ৪ বার পর্যন্ত নবায়ন করা যাইবে। ইহার পরে নূতন পাশ ইস্যু করিতে হইবে।

৪.২৫৪ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক এই পাশ ইস্যু করিবেন।

৪.২৫৫ এই পাশের রঙ হালকা কমলা হইবে এবং ইহার প্রতিটি পৃষ্ঠায় কোণাকুণিভাবে শ্রেণীভেদে নিম্নবর্ণিত রঙের একটি করিয়া ১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড থাকিবে :

ক. তাপানুকূল প্রথম ... চকলেট

খ. প্রথম ... লাল

গ. শোভন ... সবুজ

ঘ. সুলভ ... নীল

৪.২৫৬ দ্বিতীয় প্রকার পাশের নমুনা পরিশিষ্ট ৪খ-তে দেওয়া হইল।

৪.২৬ তৃতীয় প্রকার আন্তঃনগর ডিউটি পাশ

৪.২৬১ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন আন্তঃনগর ট্রেনে অনির্ধারিত কর্তব্য পালনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত হইলে অথবা তাহাকে সরকারী কাজে আন্তঃনগর ট্রেনযোগে মাঝে মধ্যে তাহার হেড কোয়ার্টার হইতে অন্য জায়গায় যাইতে হইলে তাহাকে এই প্রকার পাশ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, গন্তব্য ষ্টেশনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পক্ষ হইতে প্রমাণপত্র যেমন-আহ্বায়িত মিটিংয়ের নোটিশ, মেসেজ বা পত্র, ইত্যাদি থাকিতে হইবে।

৪.২৬২ এই পাশ কেবলমাত্র এক পূর্ণ ট্রিপের জন্য অর্থাৎ যাত্রাশুরুর ষ্টেশন হইতে গন্তব্য ষ্টেশনে একবার যাওয়া ও ফেরত আসার জন্য বৈধ থাকিবে।

৪.২৬৩ ভ্রমণকালে কণ্ডাক্টর গার্ড এই পাশ চেক করিবার সময় ইহাতে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

৪.২৬৪ নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ এই পাশ ইস্যু করিতে পারিবেন :

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)
সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক } ... সকল শ্রেণীর ট্রেন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার ... 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর ট্রেন।

৪.২৬৫ এই পাশে বহির্যাত্রার জন্য সংশ্লিষ্ট ইস্যুকারী কর্মকর্তা এবং ফেরত যাত্রার জন্য উপরের অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইস্যুকারী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যে কোন একজন প্রয়োজনবোধে ১ বার ভ্রমণের তারিখ ও ট্রেন পরিবর্তন সংক্রান্ত সংশোধন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে উক্ত পাশ বাতিল করিয়া নূতন পাশ ইস্যু করিতে হইবে।

৪.২৬৬ এই পাশের রঙ সাদা হইবে এবং ইহার প্রতিটি পৃষ্ঠায় কোণাকুণিভাবে শ্রেণীভেদে নিম্নবর্ণিত রঙের একটি করিয়া ১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড থাকিবে :

ক. তাপানুকূল প্রথম ... চকলেট

খ. প্রথম ... লাল

গ. শোভন ... সবুজ

ঘ. সুলভ ... নীল

৪.২৬৭ তৃতীয় প্রকার পাশের নমুনা পরিশিষ্ট ৪গ-তে দেওয়া হইল।

৪.২৭ সুবিধা পাশ

৪.২৭১ কোন রেলওয়ে কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বর্তমানে ব্যবহৃত সাধারণ সুবি
পাশে আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না। এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সাধা
সুবিধা পাশের বিনিময়ে নির্ধারিত সংখ্যক আন্তঃনগর সুবিধা পাশ দেওয়া যাইবে

৪.২৭২ প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একা বা পরিবারসহ আন্তঃন
ট্রেনে ভ্রমণের জন্য বছরে অনধিক ২ সেট সাধারণ সুবিধা পাশের বিনিময়ে সমসংখ্য
আন্তঃনগর সুবিধা পাশ পাইতে পারিবেন।

৪.২৭৩ অন্যান্য রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একা বা পরিবার
আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের জন্য বছরে অনধিক ১ সেট সাধারণ সুবিধা পাশের বিনি
সমসংখ্যক আন্তঃনগর সুবিধা পাশ পাইতে পারিবেন।

৪.২৭৪ সকল পর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী আন্তঃনগর ট্রেনে এ
বা পরিবারসহ ভ্রমণের জন্য বছরে অনধিক ১ সেট সাধারণ সুবিধা পাশের বিনি
সমসংখ্যক আন্তঃনগর সুবিধা পাশ পাইতে পারিবেন। তবে যাহারা অবসর গ্রহ
পরে বছরে শুধু মাত্র ১ সেট সুবিধা পাশের অধিকারী তাহারা এই সুবিধা পাইবেন ন

৪.২৭৫ 'পরিবার' বলিতে বর্তমানে প্রচলিত পাশ রুলে বর্ণিত পরিবারের সদস্য ও নির্ভর
সদস্যগণকে বুঝাইবে। পরিবারের ভ্রমণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী
অবশ্যই তাহাদের সহিত ভ্রমণ করিতে হইবে।

৪.২৭৬ আন্তঃনগর সুবিধা পাশ লইতে হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্ধারিত ফ
আবেদন করিতে হইবে। এই আবেদনপত্র ক্ষেত্রভেদে অতিরিক্ত মহাপরিচা
(অপারেশন), মহাব্যবস্থাপক বা বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার কর্তৃক অনুমো
হইবার পরে সংশ্লিষ্ট সুবিধা পাশ ইস্যুকারী কর্মকর্তা প্রার্থিত পাশ ইস্যু করিবে
এই আবেদনপত্রের নমুনা পরিশিষ্ট ৪ঘ-তে দেওয়া হইল।

৪.২৭৭ আন্তঃনগর সুবিধা পাশ ইস্যুকারী কর্মকর্তার অফিসে এই বিষয়ক একটি আ
রেজিষ্টার থাকিবে যাহাতে বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে ইস্যুকৃত এই

পাশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সেই সাথে উক্ত রেজিষ্টার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাধারণ সুবিধা পাশের হিসাব সম্বলিত রেজিষ্টার, উভয়টিতে এই বিষয়ে ক্রস এন্ট্রি করিতে হইবে।

৪.২৭৮ আন্তঃনগর সুবিধা পাশ লইবার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্ত পাশের নির্দিষ্ট স্থানে ইস্যুকারী কর্মকর্তার সম্মুখে তাহার নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করিবেন যাহাতে ভ্রমণকালে চেকিংয়ের সময় প্রয়োজন বোধে এই নমুনা স্বাক্ষরের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষর মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে।

৪.২৭৯ আন্তঃনগর সুবিধা পাশের রঙ তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর জন্য সাদা, প্রথম শ্রেণীর জন্য গোলাপী, শোভন শ্রেণীর জন্য সবুজ এবং সুলভ শ্রেণীর জন্য নীল হইবে। এই পাশের নমুনা পরিশিষ্ট ৪ঙ-তে দেওয়া হইল।

৪.২৮ সরকারী কর্তব্য কাজে আন্তঃনগর ডিউটি পাশে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আন্তঃনগর সুবিধা পাশে আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের সময় রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ট্রেনের শ্রেণী ও যাত্রীশ্রেণী সংক্রান্ত এনটাইটেলমেণ্ট পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে বর্ণনা করা হইল।

৪.২৮১ মহাব্যবস্থাপকগণ এবং তাহাদের সমপর্যায়ভূক্ত ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ : সকল শ্রেণীর ট্রেন এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেনের সর্বোচচ যাত্রী শ্রেণী।

৪.২৮২ অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ : 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর ট্রেন এবং প্রথম অতাপানুকূল যাত্রী শ্রেণী।

৪.২৮৩ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ : 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর ট্রেন এবং শোভন/সুলভ যাত্রী শ্রেণী।

৪.৩ **সন্মানিত অসামরিক ব্যক্তিবর্গ**

৪.৩১ সম্মানিত অসামরিক ব্যক্তিবর্গের (যেমন মন্ত্রীসভার মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ও উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাগণ) আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ সমূহে দেওয়া হইল।

৪.৩২ মন্ত্রীসভার মাননীয় সদস্যগণ ও অধিকারপ্রাপ্ত উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তব্যরত অবস্থায় সরকারী খরচে আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিতে চাহিলে হাই অফিসিয়ালস রিকুইজিশন ('এইচ ও আর') ফরম ব্যবহার করিয়া তাহা করিতে পারিবেন।

৪.৩৩ এইরূপ ভ্রমণের পূর্বে তাঁহারা বা তাঁহাদের প্রতিনিধি 'এইচ ও আর' ফরম পূরণ করিয়া যাত্রা শুরুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট জমা দিবেন এবং উক্ত ফরমের সহিত সংযুক্ত 'স্পেশাল টিকেট' সংগ্রহ ও আসন সংরক্ষণ করিবেন।

৪.৩৪ সংসদ সদস্য (বেতন ও ভাতাদি) (সংশোধনী) আইন ১৯৮০-এর ৬ (১) ধারার অধীনে প্রদত্ত ফ্রি পাশ ব্যবহার করিয়া মাননীয় সংসদ সদস্যগণ আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

৪.৩৫ এইরূপ ভ্রমণের পূর্বে তাঁহারা বা তাঁহাদের প্রতিনিধি যথারীতি সংসদ সদস্যগণের রেল ভ্রমণের অধিযাচন ফরম পূরণ করিয়া যাত্রা শুরুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট জমা দিবেন এবং উক্ত ফরমের সহিত সংযুক্ত 'স্পেশাল টিকেট' সংগ্রহ ও আসন সংরক্ষণ করিবেন।

৪.৩৬ সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার উক্ত 'এইচ ও আর' ফরম এবং সংসদ সদস্যগণের রেল ভ্রমণের অধিযাচন ফরমের সংশ্লিষ্ট অংশে ভাড়াসহ অন্যান্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া দৈনিক সি আর নোটের সহিত ক্যাশ অফিসের মাধ্যমে ট্রাফিক একাউণ্টস অফিসে প্রেরণ করিবেন। সেখান হইতে ট্রাফিক একাউণ্টস অফিসার প্রয়োজনীয় বিল তৈরী করিয়া পরিশোধের জন্য ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিসে প্রেরণ করিবেন।

৪.৩৭ 'এইচ ও আর' ফরম এবং সংসদ সদস্যগণের রেল ভ্রমণের অধিযাচন ফরম-এর নমুনা যথাক্রমে পরিশিষ্ট-৪চ এবং ৪ছ-তে দেওয়া হইল।

৪.৪ সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ

৪.৪১ যে সকল ভ্রমণ ওয়ারেণ্টে ভাউচারের মাধ্যমে পূর্ণ ভাড়া আদায় করিবার বিধান রহিয়াছে কেবলমাত্র সেই সকল ওয়ারেণ্ট ব্যবহার করিয়া সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

৪.৪২ কর্তব্য কাজে ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য একক ভ্রমণ ওয়ারেণ্ট (ফরম নং বিএ এফ টি-১৭৫২) এবং সৈনিকদের ছোটদল, অসমর্থ সৈনিক পরিবারবর্গ ইত্যাদির জন্য ভ্রমণ ওয়ারেণ্ট (ফরম নং বিএ এফ টি-১৭০৭), শুধুমাত্র এই দুই ধরণের ওয়ারেণ্ট ইহার আওতায় আসিবে।

৪.৪৩ উক্ত ওয়ারেণ্ট ইস্যু করিবার সময়, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহাতে 'আন্তঃনগর ট্রেনের ভাড়ার জন্য প্রযোজ্য' মর্মে এনডোর্সমেণ্ট করিতে হইবে।

৪.৪৪ ভ্রমণের পূর্বে এই সকল ওয়ারেণ্ট যাত্রা শুরুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট জমা দিয়া পূর্বাহ্নে চেক টিকেট/সৈনিকের টিকেট সংগ্রহ ও আসন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪.৪৫ সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার ভাড়া সংক্রান্ত ভাউচার দৈনিক সি আর নোটের সহিত ক্যাশ অফিসের মাধ্যমে ট্রাফিক একাউণ্টস অফিসে প্রেরণ করিবেন। সেখান হইতে ট্রাফিক একাউণ্টস অফিসার প্রয়োজনীয় বিল প্রস্তুত করিয়া পরিশোধের জন্য ৩০ দিনের মধ্যে সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিসে প্রেরণ করিবেন।

৪.৫ শুল্ক কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বি ডি আর সদস্যগণ

৪.৫১ চোরাচালান প্রতিরোধ কর্মসূচীর আওতায় ট্রেনযোগে চোরাচালান প্রতিরোধ কল্পে শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সদস্যগণ কোন আন্তঃনগর ট্রেনে চোরাচালান কর্মকাণ্ড চেকিংয়ের উদ্দেশ্যে উক্ত ট্রেনে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

৪.৫২ শুল্ক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সহকারী কালেক্টর বা তদুর্ধ পদমর্যাদা সম্পন্ন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভ্রমণ ক্ষমতাপত্র ও ফটোসহ পরিচয়পত্র থাকিতে হইবে।

৪.৫৩ বাংলাদেশ রাইফেলসের সদস্যগণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কমাণ্ড সার্টিফিকেট ও ফটোসহ পরিচয়পত্র থাকিতে হইবে।

৪.৫৪ উপরোক্ত ভ্রমণ ক্ষমতাপত্র/কমাণ্ড সার্টিফিকেটে ভ্রমণকারীগণের নাম ও পদনাম, ভ্রমণের উদ্দেশ্য, ভ্রমণের তারিখ, ট্রেনের নাম, আসন শ্রেণী এবং যাত্রা শুরু ও শেষের ষ্টেশনের নাম উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৪.৫৫ ভ্রমণের পূর্বে যাত্রা শুরুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট ভ্রমণ ক্ষমতাপত্র/কমাণ্ড সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি জমা দিয়া আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ ট্রিপ পারমিট গ্রহণ ও আসন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪.৫৬ যাত্রা শুরুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার উক্ত ভ্রমণ ক্ষমতাপত্র/কমাণ্ড সার্টিফিকেটে ইস্যুকৃত ট্রিপ পারমিট নম্বর ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতঃ সীলসহ স্বাক্ষর করিয়া উহা ১০ দিন পর পর পিরিয়ডিক্যাল ষ্টেটমেণ্টের আকারে বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪.৫৭ উপরে উল্লিখিত বিশেষ ট্রিপ পারমিট সর্বোচচ একটি পূর্ণ ট্রিপ অর্থাৎ যাত্রা শুরুর ষ্টেশন হইতে গন্তব্য ষ্টেশনে একবার যাওয়া ও ফেরত আসার জন্য বৈধ থাকিবে।

৪.৫৮ আন্তঃনগর বিশেষ ট্রিপ পারমিটের রঙ তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর জন্য সাদা, প্রথম শ্রেণীর জন্য গোলাপী, শোভন শ্রেণীর জন্য সবুজ এবং সুলভ শ্রেণীর জন্য নীল হইবে।

৪.৫৯ বিশেষ ট্রিপ পারমিটের নমুনা পরিশিষ্ট ৪জ-তে দেওয়া হইল।

৪.৬ সৌজন্য পাশ

৪.৬১ আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের জন্য সাধারণতঃ কোন সৌজন্য পাশ দেওয়া হইবে না। তবে অতি বিশেষ বিবেচনায় কোন দেশী বা বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সৌজন্য হিসাবে আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের অনুমতি দিবার প্রয়োজন দেখা দিলে তাহাকে আন্তঃনগর সৌজন্য পাশ দেওয়া হইবে।

৪.৬২ এইরূপ সৌজন্য পাশের জন্য নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। এই আবেদন মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) প্রার্থিত পাশ ইস্যু করিবেন।

৪.৬৩ আন্তঃনগর সৌজন্য পাশের আবেদনপত্রের নমুনা পরিশিষ্ট ৪ঝ-তে দেওয়া হইল।

৪.৬৪ আন্তঃনগর সৌজন্য পাশের রং তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর জন্য সাদা, প্রথম শ্রেণীর জন্য গোলাপী, শোভন শ্রেণীর জন্য সবুজ এবং সুলভ শ্রেণীর জন্য নীল হইবে।

৪.৬৫ এই পাশে ভ্রমণ করিতে হইলে যাত্রাশুরুর ষ্টেশনে পাশ দেখাইয়া পূর্বাহ্নে আসন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪.৬৬ আন্তঃনগর সৌজন্য পাশের নমুনা পরিশিষ্ট ৪ঞ-তে দেওয়া হইল।

৪.৭ **বিবিধ**

৪.৭১ আন্তঃনগর সুবিধা পাশে পথিমধ্যে কোন যাত্রা বিরতি দেওয়া হইবে না।

৪.৭২ আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের জন্য পিটিও, সিটিও বা কোন রেয়াতী ভাড়ার সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

৪.৭৩ কোন কোন আন্তঃনগর ট্রেনে যাত্রীগণকে সৌজন্য নাস্তা সরবরাহ করা হয় যাহার মূল্য টিকেটের মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে। আন্তঃনগর ডিউটি পাশ বা সুবিধা পাশে ভ্রমণকারী রেলওয়ে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট হইতে নাস্তা বাবদ কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না বিধায় তাহাদিগকে এইরূপ সৌজন্য নাস্তা সরবরাহ করা হইবে না।

৪.৭৪ সরকারী কর্তব্য কাজে আন্তঃনগর ডিউটি পাশে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আন্তঃনগর সুবিধা পাশে ভ্রমণরত রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারের জন্য কোন ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে অনধিক ৪ টি আসন এবং অন্য শ্রেণীতে অনধিক শতকরা ২ভাগ আসন সংরক্ষণ করা যাইবে। অবশিষ্ট আসনের জন্য যাত্রী সাধারণের নিকট টিকেট বিক্রয় করা হইবে।

৪.৭৫ এইরূপ ভ্রমণ করিতে হইলে রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তাহাদের প্রতিনিধি যাত্রা শুরুর ষ্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য প্রযোজ্য ডিউটি বা সুবিধা পাশ দেখাইয়া পূর্বাহ্নে আসন সংরক্ষণ করিবেন এবং আসন সংরক্ষণ স্লিপ সংগ্রহ করিবেন। পাশের বিপরীতে আসন সংরক্ষণ স্লিপের নমুনা পরিশিষ্ট ৪ট-তে দেওয়া হইল।

৪.৭৬ এই অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহে উল্লিখিত আন্তঃনগর ডিউটি পাশ ও আন্তঃনগর সুবিধা পাশের অনুমোদনকারী/ইস্যুকারী কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে উক্ত পাশের

আবেদনপত্র অনুমোদন/পাশ ইস্যু করিবেন। তাহাদের পক্ষে অন্য কেহ ইহা করিতে পারিবেন না। তবে তৃতীয় প্রকার পাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হেড কোয়ার্টারে না থাকিলে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)-এর পক্ষে যুগ্ম মহাপরিচালক (অপারেশন), মহাব্যবস্থাপকের পক্ষে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত পাশ ইস্যু করিতে পারিবেন।

৪.৭৭ সকল প্রকার আন্তঃনগর পাশ ও পারমিটের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্রাক্ষরে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' কথাগুলি হ্যাচিং করা থাকিবে।

৪.৭৮ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের জন্য অনুচ্ছেদ ৪.২৭২-এ বর্ণিত ২ সেট সুবিধা পাশের মধ্যে ১ সেটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা একই আন্তঃনগর ট্রেনে সরকারী কর্তব্য-কাজে ভ্রমণ করিলেও তিনি অনুচ্ছেদ ৪.২৭৪-এ উল্লিখিত শর্তানুযায়ী পরিবারের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

৪.৭৯ আন্তঃনগর ডিউটি পাশ ও সুবিধা পাশে উল্লিখিত মূল দপ্তর বলিতে যে সকল দপ্তরকে বুঝাইবে তাহাদের বিবরণ পরিশিষ্ট ৪ঠ-তে দেওয়া হইল। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংস্থার ক্ষেত্রে মূল দপ্তরের অধীন ডিপার্টমেন্টের স্থলে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট মুখ্য কর্মকর্তার দপ্তরের নাম উল্লেখ করিতে **হইবে**। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

অধ্যায় ঃ ৫

যন্ত্রকৌশল বিভাগ

৫.১ লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ

৫.১১ যে সকল লোকোমোটিভ আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য ব্যবহার করা হইবে সেইগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত (নমিনেট) করা থাকিবে। বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ডি এম ই), বা তাহার অনুপস্থিতিতে সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলীর (এ এম ই) ব্যক্তিগত অনুমোদন ছাড়া অন্য কোন লোকোমোটিভ এইগুলির পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইবে না। অবশ্য আন্তঃনগর ট্রেন ও মেইল/এক্সপ্রেস ট্রেনের মিশ্র পাওয়ার লিংকের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

৫.১২ এই লোকোমোটিভগুলির ট্রিপ ইন্সপেকশন ফরম নং আন/লোকো/০১ (পরিশিষ্ট ৫ক) অনুযায়ী করিতে হইবে। এই সকল ইন্সপেকশন কার্যের পর চেক শীটগুলি ভবিষ্যৎ রেকর্ডের জন্য এস এস এ ই/এল এম কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫.১৩ আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভগুলি ট্রেন কাজ করিতে যাওয়ার পূর্বে লোকো মাষ্টারের নিকট এবং ট্রেন কাজ করিয়া শেডে আসার পরে শিফট সুপারভাইজারের নিকট হস্তান্তরের সময় যথাযথ হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করিবার জন্য কর্মরত এস এস এ ই/এল আর বা তাহার অনুপস্থিতিতে এস এ ই/এল আর দায়ী থাকিবেন এবং ইহার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি রিপেয়ার বহিতে হস্তান্তর সংক্রান্ত পৃষ্ঠায় প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

৫.১৪ এই লোকোমোটিভ গুলির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিপেয়ার বহি পরীক্ষা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে এস এস এ ই/এল এম প্রতিদিন, এ এম ই (অপারেটিং) এবং/অথবা এ ডব্লিউ এম (শেড) সপ্তাহে একদিন করিয়া এবং ডি এম ই এবং/অথবা ডব্লিউ এম (ডিজেল) মাসে দুইদিন করিয়া রিপেয়ার বহি পরীক্ষা করিবেন ও উহাতে উল্লিখিত ত্রুটিগুলির প্রতি ঠিকমত নজর প্রদান করা হইতেছে ইহা নিশ্চিত করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

৫.১৫ লোকো মাষ্টারগণের আন্তঃনগর ট্রেনে কাজ করিবার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া ডি এম ইগণ তাহাদিগকে সেই মর্মে কম্পিটেন্সী সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। কেবলমাত্র এই ধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকো মাষ্টারগণই আন্তঃনগর ট্রেন চালনা করিবেন। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এস এস এ ই/এল আর অন্য কোন লোকো মাষ্টারকে মাত্র এক ট্রিপ কাজ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৫.১৬ ডি এম ই কমপক্ষে প্রতি ছয়মাসে একবার এবং এ এম ই (লোকো/অপারেটিং) কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার করিয়া নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ক্যাবে ভ্রমণ করিয়া লোকোমোটিভ ও লোকো মাষ্টারের পারফরমেন্স পরীক্ষা করিবেন।

৫.১৭ আন্তঃনগর ট্রেনের ইঞ্জিন ফেইল করিলে অবিলম্বে নিকটতম শেডে আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেখানে উপস্থিত সিনিয়রমোষ্ট মেকানিক্যাল অফিসার/সুপারভাইজার ইঞ্জিনটি পরীক্ষা করিয়া একটি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৫.২ ক্যারেজ রক্ষণাবেক্ষণ

৫.২১ আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যারেজগুলি সর্বদা ব্লক রেক হিসাবে কাজ করিবে। শুধুমাত্র যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে চলাচলের অনুপযুক্ত ক্যারেজ ছাড়া অন্য কোন ক্যারেজ কোন অবস্থাতেই ব্লক রেক হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। ত্রুটিযুক্ত ক্যারেজ বিচ্ছিন্ন করা হইলে উহার পরিবর্তে স্পেয়ার পুল হইতে অনুরূপ ক্যারেজ উক্ত রেকে সংযুক্ত করিতে হইবে। ত্রুটিযুক্ত ক্যারেজ ত্রুটিমুক্ত করিবার পরে প্রথম সুযোগেই উহা মূল রেকে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫.২২ কোন আন্তঃনগর রেকের গাড়ী অন্য আন্তঃনগর রেকে লাগাইবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে কেবলমাত্র ডি এম ই বা তাহার অনুপস্থিতিতে এ এম ই (ক্যারেজ)-এর ব্যক্তিগত অনুমতি ক্রমে উহা করা যাইবে।

৫.২৩ আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যারেজগুলির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিকলাইনে যে সকল শিডিউল পরীক্ষা করা হয় সেইগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি ফরম নং আন/কোচ/০১ (পরিশিষ্ট ৫খ) অনুযায়ী তিন মাস পর পর 'বি' শিডিউলে এবং এই পরীক্ষাগুলি সহ তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি ফরম নং আন/কোচ/০২ (পরিশিষ্ট ৫গ) অনুযায়ী ছয় মাস পর পর বিশেষ শিডিউলে সম্পাদন করা হইবে।

৫.২৪ আন্তঃনগর ট্রেনের সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিনে ওয়াশ পিট ও সিকলাইনে ফরম নং আন/কোচ/০৩ (পরিশিষ্ট ৫ঘ) ও ফরম নং আন/কোচ/০৪ (পরিশিষ্ট ৫ঙ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেনের ক্যারেজগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় মেরামত করিতে হইবে। এস এস এ ই/সিকলাইন এবং এস এস এ ই/এস এ ই (ওয়াশপিট) ব্যক্তিগতভাবে এই সকল পরীক্ষা ও মেরামত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করিবেন এবং পরীক্ষা ও মেরামতের বিবরণ সম্বলিত ফরম প্রতিস্বাক্ষর করিয়া এস এস এ ই (ক্যারেজ)-এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

৫.২৫ এ এম ই/ক্যারেজ ও এস এস এ ই (ক্যারেজ) প্রতিদিন র‍্যাণ্ডম চেকের মাধ্যমে উপরোক্ত সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও মেরামতকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করিবেন।

৫.২৬ ট্রেন চলাকালীন সময়ে আন্তঃনগর ট্রেনের প্রতিটি যাত্রীবাহী ক্যারেজের উপর একজন করিয়া পরিচর্যক কর্মরত থাকিবেন।

৫.৩ ক্যারেজের পরিচ্ছন্নতা

৫.৩১ ভ্রমণের সময় ক্যারেজের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিবার জন্য প্রতিটি ট্রেনে সুইপার কর্মরত থাকিবেন।

৫.৩২ সুইপারের সংখ্যা 'ক' শ্রেণীর ট্রেনে ২ জন, 'খ' শ্রেণীর ট্রেনে ২ জন এবং 'গ' শ্রেণীর ট্রেনে ১ জন হইবে। 'ক' শ্রেণী ও 'খ' শ্রেণীর ট্রেনে কর্মরত ২ জন সুইপারের মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীর ক্যারেজ ও তাহার উভয় পাশে সংলগ্ন ২টি ক্যারেজের দায়িত্বে থাকিবেন এবং অপর ১ জন অবশিষ্ট ক্যারেজগুলির দায়িত্বে থাকিবেন।

৫.৩৩ প্রথম শ্রেণীর ক্যারেজের টয়লেট প্রতি ১ ঘণ্টা পর পর এবং শোভন ও সুলভ শ্রেণীর ক্যারেজের টয়লেট প্রতি ২ ঘণ্টা পর পর পরিষ্কার করিতে হইবে।

৫.৩৪ কোন ট্রেনে তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর ক্যারেজ থাকিলে তাহার দায়িত্বে ১ জন অতিরিক্ত সুইপার থাকিবেন যিনি প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরে অথবা ১ ঘণ্টা পর পর, যেটা আগে হয়, তাহা পরিষ্কার করিবেন।

৫.৩৫ প্রতিটি সুইপারের নিকট নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলি থাকিবে :

বালতি	—	১ টি
ঝাড়ু	—	২ টি
ফিনাইল	—	১ টিন
টয়লেট বুরুশ	—	১ টি
ন্যাকড়া	—	২ খণ্ড

এই সুইপারগণ রেক বেইস ষ্টেশনের সংশ্লিষ্ট ডি এম ই-র নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবেন।

৫.৪ ক্যারেজের দায়িত্বভার অর্পণ ও গ্রহণ

৫.৪১ প্রতিটি ক্যারেজের জন্য দুইটি করিয়া লগ বহি খোলা হইবে। ইহাদের একটি বেইস ষ্টেশনের এস এস এ ই (ক্যারেজ)-এর অফিসে থাকিবে এবং অপরটি সংশ্লিষ্ট ক্যারেজের সহিত বহন করা হইবে।

৫.৪২ লগ বহির প্রথম পৃষ্ঠাতে প্রদত্ত ছকে উক্ত লগ বহি খুলিবার দিনে সংশ্লিষ্ট ক্যারেজের গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম গুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ভিতরের

পৃষ্ঠা গুলিতে প্রদত্ত ছকে ক্যারেজটির দৈনন্দিন চলাচল, দায়িত্বভার অর্পণ ও গ্রহণের বিবরণ, দায়িত্বভার অর্পণ ও গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত ঘাটতির রেকর্ড ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫.৪৩ প্রতিটি ট্রেনের ট্রেন সুপারিন্টেডেন্ট/রেক সুপারভাইজার/কণ্ডাক্টর গার্ড-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রারম্ভিক ষ্টেশনে সংশ্লিষ্ট ক্যারেজের পরিচর্যক উহার দায়িত্বভার গ্রহণের কর্তব্য পালন করিবেন। প্রারম্ভিক ষ্টেশনে ট্রেন ছাড়িবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা আগে পরিচর্যক কর্মস্থলে উপস্থিত হইবেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মচারীর নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট ক্যারেজটিতে কোন সরঞ্জামের ঘাটতি থাকিলে তাহা লগ বহির নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। দায়িত্বভার অর্পণকারী ও গ্রহণকারী কর্মচারীগণ লগ বহিতে তাহাদের জন্য নির্ধারিত কলামে স্বাক্ষর করিবেন।

৫.৪৪ ভ্রমণ শেষে বেইস ষ্টেশনে ফেরৎ আসিবার পরে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মচারী অনুরূপভাবে পরীক্ষা করিয়া কোন নূতন ঘাটতি থাকিলে তাহা লগ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবার পর ক্যারেজটির দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন এবং অর্পণকারী কর্মচারীসহ লগ বহির নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করিবেন।

৫.৪৫ সংশ্লিষ্ট ট্রেনের ট্রেন সুপারিন্টেডেন্ট/রেক সুপারভাইজার/কণ্ডাক্টর গার্ড পরীক্ষামূলক চেক করিয়া দেখিবেন যে ক্যারেজগুলির দায়িত্বভার অর্পণ ও গ্রহণ যথাযথভাবে সম্পাদন করা হইয়াছে এবং ইহার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি লগ বহির শেষ কলামে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

৫.৪৬ পূর্বে বর্ণিত পরীক্ষার সময় কোন নূতন ঘাটতি ধরা পড়িলে বেইস ষ্টেশনের সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই (ক্যারেজ)/নিরাপত্তা বাহিনীর ইন্সপেক্টর রেলওয়ে থানাতে এজাহার দিবেন এবং এই ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মচারী/ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ইহা ছাড়াও তিনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন ম্যানেজার/এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার এবং বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী/বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী/নিরাপত্তা বাহিনীর কমাণ্ডাণ্ট-এর নজরে আনিবেন।

৫.৪৭ কোন নূতন ঘাটতি ধরা পড়িলে অথবা কোন হারানো সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন করিলে সঙ্গে সঙ্গে ৫.৪১ দফায় বর্ণিত উভয় লগ বহির প্রথম পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সরঞ্জামের তালিকা তদনুসারে সংশোধন করিয়া সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই (ক্যারেজ) উহাতে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

৫.৪৮ রেক বেইস ষ্টেশনের ষ্টেশন ম্যানেজার/এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার ঘন ঘন পরিদর্শন ও চেকিংয়ের মাধ্যমে ক্যারেজের দায়িত্বভার যথাযথভাবে অর্পণ ও গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন এবং ইহার স্বীকৃতি স্বরূপ লগ বহির নির্ধারিত কলামে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

অধ্যায় ঃ ৬

তড়িৎকৌশল বিভাগ

৬.১ সাধারণ

৬.১১ স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ নিশ্চিত করিবার জন্য গাড়ীতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা কর অব্যাহত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুষ্ঠু সরবরাহ পূর্বশর্ত। তাই, রেল ভ্রমণ আরামদায় ও সুখকর করিতে তড়িৎকৌশল বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। এই বিভা গাড়ীতে মূলতঃ আলো, বাতাস ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবে।

৬.১২ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বাতি, পাখা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামা চালানো হয়। অতীতে এক্সেল চালিত ডি সি জেনারেটর, দুই সেট ব্যাটারী ৫টি বিদ্যুৎবাহী তার সম্বলিত দূর নিয়ন্ত্রিত ব্লক লাইটিং পদ্ধতি চালু ছিল। সত্ত দশকের মাঝামাঝি কাল হইতে উন্নততর প্রযুক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ এক্সেল চালি এ সি জেনারেটর, ৩টি বিদ্যুৎ বাহী তার ও একসেট ব্যাটারীর সাহায্যে গাড়ীতে বাতি ও পাখার ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ রেলওয়েতে ডিজেল ইঞ্জি চালিত মিড-অন-জেনারেশন (এম ও জি) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে।

৬.১৩ বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের আন্তঃনগর ট্রেন সমূহে এক্সেল জেনারেশন মিড-অন-জেনারেশন উভয় পদ্ধতিতে গাড়ী আলোকনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

৬.২ ট্রেন পাসিং ও রিসিভিং

৬.২১ প্রারম্ভিক ষ্টেশনে ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে ট্রেন পাসিং শিফট কর্মচারীগণ সকল গাড়ীর বা ও পাখার সুইচ 'অন' করিয়া তাহা সক্রিয় আছে কিনা দেখিবেন এবং শীতা নিয়ন্ত্রিত গাড়ী থাকিলে উহাতে প্রি-কুলিং-এর ব্যবস্থা করিবেন। এই সময় কো ত্রুটি ও ঘাটতি দেখা গেলে তাহারা সংশোধন করিতে যত্নবান হইবেন এবং তথ্য ধারকের জ্ঞাতার্থে উহা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবেন। কোন মারাত্মক ত্রুটির জ ট্রেনের নিরাপদ চলাচল বিঘ্নিত মনে হইলে এবং তাহা সংশোধন করা সম্ভব না হই সংশ্লিষ্ট ক্যারেজটিকে চলাচলের অযোগ্য ঘোষণা করিয়া ট্রেন হইতে বিচ্ছিন্ন করি ব্যবস্থা লইতে হইবে।

৬.২২ ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে ট্রেন গার্ডকে সংশ্লিষ্ট ট্রেনটির বৈদ্যুতিক অবস্থা বর্ণিত লাইট মেমো (এল/১৫৮) প্রদান করিতে হইবে এবং পাওয়ার কার ড্রাইভার, ইলেকট্রিশিয়ান এবং এ সি এটেনডেন্টকে স্ব স্ব সরঞ্জামাদি বুঝাইয়া দিতে হইবে।

৬.২৩ মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশনগুলিতে প্রতি শিফটে অন্ততঃ একজন করিয়া লাইন ইলেকট্রিশিয়ান ও একজন করিয়া খালাসী নিয়ুক্ত থাকিবেন যাহারা নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিবেন :

ক. গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবার আগেই তাহারা অন্ততঃ একটি স্পেয়ার বেল্টসহ প্লাটফরমের বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং ট্রেন ষ্টেশনে প্রবেশের সময় লক্ষ্য করিবেন কোন বেল্ট হারাইয়া গিয়াছে কিনা; যদি গিয়া থাকে, তবে ট্রেনের গার্ডকে তাহা অবহিত করিয়া অবিলম্বে বেল্ট পুনঃস্থাপন করিতে হইবে।

খ. জেনারেটরগুলি কাজ করিতেছে কিনা ইলেকট্রিশিয়ান তাহা হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখিবেন ও চুরির কারণে কোন সুইচ গিয়ারের সীল ভাঙ্গিয়াছে কিনা তাহাও দেখিয়া লইবেন। অন্যদিকে গার্ড, পোষ্টাল ভ্যান ষ্টাফ, এ সি এটেনডেন্ট ও খাবার গাড়ীর ম্যানেজারের কোন অভিযোগ আছে কিনা খালাসী তাহা জানিয়া তাহার নোট বহিতে লিখিয়া লইবেন। ইহার পর তিনি প্রত্যেক গাড়ীর বাতি ও পাখা ঠিক আছে কিনা দেখিতে থাকিবেন এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রিশিয়ানের সহায়তায় বাতি ও পাখা ত্রুটিমুক্ত করিবেন। এম ও জি গাড়ীর ক্ষেত্রে তাহারা পাওয়ার কার ড্রাইভার ও ইলেকট্রিশিয়ানের সংগে যোগাযোগ করিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিবেন।

গ. যদি ষ্টেশনে বিরতির সময় গাড়ীর কোন বৈদ্যুতিক ত্রুটি সময়াভাবে সারানো না যায় তবে ইলেকট্রিশিয়ান ঐ গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া প্রয়োজনীয় মেরামত সম্পন্ন করিবেন। যদি কর্তব্যস্থল ত্যাগ করিতে কোন অসুবিধা থাকে, তবে টেলিফোনে বা টেলিগ্রাফযোগে তাহা পরবর্তী ট্রেন পাসিং ষ্টেশনকে জানাইয়া দিতে হইবে।

ঘ. কর্তব্যরত অবস্থায় তাহারা অবশ্যই পদনাম নির্দেশিকা সহ সরকারী অনুমোদিত পোষাক পরিধান করিয়া থাকিবেন যাহাতে যাত্রী সাধারণ সহজে তাহাদের পরিচয় জানিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য চাহিতে পারেন।

৬.২৪ গাড়ী পরীক্ষার সময় কোন সরঞ্জাম ট্রেন চলাচলে বিপদজনক মনে হইলে বা বৈদ্যুতিক সিষ্টেম অনিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহা ত্রুটিমুক্ত না করা পর্যন্ত ঐ গাড়ীর ছাড়পত্র দেওয়া যাইবে না।

৬.২৫ গাড়ী ছাড়িবার পূর্বে পাওয়ার কার ড্রাইভার, ইলেকট্রিশিয়ান এবং এ সি এটেনডেন্টগণ ট্রেন পাসিং শিফট কর্মচারীদের নিকট হইতে স্ব স্ব সরঞ্জামাদি বুঝিয়া লইবেন। তাহাদের সংগে মেরামত/প্রতিস্থাপনের জন্য অবশ্যই কিছু প্রয়োজনীয় মালামাল ও যন্ত্রপাতি থাকিতে হইবে। ট্রেন চলাকালীন সময়ে কোন ত্রুটি নজরে আসিলে বা অভিযোগ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে ব্যর্থ হইলে প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য তারবার্তা বা দূরালাপণীর মাধ্যমে পরবর্তী ষ্টেশনের ট্রেনলাইটিং কর্মচারীদিগকে সংবাদ দিতে হইবে। নোট বহিতে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার পরে বেইস ও রিসিভিং ষ্টেশনকে অবহিত করিয়া কর্তব্যরত তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর লইতে হইবে।

৬.২৬ কোন আন্তঃনগর ট্রেন প্রান্তিক ষ্টেশনে পৌঁছিবার সংগে সংগে শিফট কর্মচারীগণ উক্ত ট্রেনের গার্ড, পাওয়ার কার ড্রাইভার এবং ইলেকট্রিশিয়ানের সংগে যোগাযোগ করিয়া সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ও সরঞ্জাম-এর ঘাটতির হিসাব সংগ্রহ করিবেন। গাড়ী চলাকালীন সময়ে সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও ফিটিংস যথাযথভাবে কর্মক্ষম ছিল কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উহার ফলাফল ডায়েরীভুক্ত করিতে হইবে।

৬.২৭ ট্রেন রিসিভিং এবং পাসিং ষ্টেশনে সময়াভাবে যদি কোন জটিল কাজ সমাধা করা না যায় তবে তাহা অনতিবিলম্বে বেইস ষ্টেশনকে জ্ঞাত করাইতে হইবে।

৬.২৮ আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য প্রারম্ভিক, মধ্যবর্তী ট্রেন পাসিং ও প্রান্তিক ষ্টেশনে পৃথক পৃথক ট্রেন পাসিং ডায়েরী সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইলেকট্রিশিয়ান, এ সি এটেনডেন্ট ও পাওয়ার কার ড্রাইভারদের প্রত্যেকের এক একটি নোট বহি থাকিবে। ইহাতে তাহারা গাড়ীর যাবতীয় বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামাদির তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করিবেন।

৬.২৯ প্রত্যেক পাওয়ার কারে সরঞ্জামাদির বিবরণ, ত্রুটি বিচ্যুতি ও তাহার মেরামত, ঘাটতি ও তাহার পূরণ, পরিচালনের সমস্যাবলী, দুর্ঘটনা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া লগ বহিতে ইঞ্জিনের চলনকাল, তৈলের খরচ, প্রভৃতির তথ্য রাখিতে হইবে।

৬.৩ রক্ষণাবেক্ষণ

৬.৩১ টাইম টেবিলে বর্ণিত বেইজড্ রেকগুলির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট বেইস ষ্টেশনের দায়িত্বাধীন। গাড়ী সমূহের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও বিরতির দিনে করণীয় কাজ সমূহ সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মচারীগণ পুরাপুরিভাবে পালন করিবেন।

৬.৩২ অন্যত্র বেইজড্ আগত ট্রেন রেকসমূহে রিসিভিং শিফট কর্মচারী কর্তৃক ডায়েরীতে ত্রুটি ও ঘাটতি রক্ষণাবেক্ষণ কর্মচারীগণ ওয়াশপিট বা সাইডিংয়ে দূরীকরণের ব্যবস্থা

লইবেন। তদুপরি তাহারা পরিশিষ্টে বর্ণিত দৈনন্দিন সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজও সম্পন্ন করিবেন যাহাতে সংশ্লিষ্ট রেকটি পরবর্তী যাত্রার জন্য ত্রুটিমুক্ত থাকে।

৬.৩৩ বেইস ষ্টেশনে যে সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা দুরূহ তাহার জন্য অবশ্যই কারখানার সাহায্য লইতে হইবে। আন্তঃনগর ট্রেনে প্রতিটি ক্যারেজের জন্য যান্ত্রিক বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত লগ বহিতে সংশ্লিষ্ট ক্যারেজের সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিরও উল্লেখ থাকিবে। এই লগ বহির মাধ্যমে প্রত্যেক ভ্রমণের শুরুতে ও শেষে পরিচর্যক ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রহরীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রেন লাইটিং কর্মচারীর উপস্থিতিতে গাড়ীতে স্থাপিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির হস্তান্তর সম্পাদিত হইবে। এই হস্তান্তর নামায় ট্রেন লাইটিং তত্ত্বাবধায়কও প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

৬.৩৪ আন্তঃনগর ট্রেনের প্রত্যেক কোচের নম্বর ও ইহার অভ্যন্তরস্থ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক একটি মাষ্টার রেজিষ্টার বেইস ষ্টেশনের তত্ত্বাবধায়ক সংরক্ষণ করিবেন। ইহাতে দৈনন্দিন সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি, ঘাটতি ও তাহা সংশোধন/পুনঃস্থাপন ইত্যাদির উল্লেখ থাকিবে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনান্তে প্রয়োজনীয় মন্তব্য এই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৬.৩৫ ট্রেন রিসিভিং ও পাসিং শিফট কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ নোট বহি থাকিবে। ইহাতে আগত ও বহির্গামী ট্রেন সমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। মূল ট্রেন লাইটিং ডায়েরী ও মাষ্টার রেজিষ্টার সংকলনে ইহা সহায়ক হইবে।

৬.৩৬ বিভিন্ন ধরণের এম ও জি এবং এক্সেল জেনারেশন ক্যারেজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিম্নবর্ণিত পরিশিষ্ট সমূহে প্রদত্ত তফসিল অনুযায়ী সম্পাদন করিতে হইবে:

ক.	এম ও জি পাওয়ার কার	পরিশিষ্ট ৬ক
খ.	এম ও জি যাত্রীবাহী গাড়ী	পরিশিষ্ট ৬খ
গ.	এক্সেল জেনারেশন যাত্রীবাহী গাড়ী	পরিশিষ্ট ৬গ
ঘ.	তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীবাহী গাড়ী	পরিশিষ্ট ৬ঘ

৬.৩৭ সংগত কারণেই পরিশিষ্টে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজের উপরেই আলোকপাত করা হইয়াছে। তফসিল বহির্ভূত অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ যাহা সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থা সমূহ কর্তৃক নির্দেশিত হইয়াছে তাহাও সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

অধ্যায় ঃ ৭

টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ

৭.১ **টেলিকম ও পাবলিক এড্রেস সিস্টেম**

৭.১১ যাত্রা শুরু, পথিমধ্যে যাত্রা বিরতি, গন্তব্যে পৌঁছানো ও অন্যান্য জরুরী ঘোষণা প্রচার এবং অন্তবর্তীকালীন সময়ে বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য আন্তঃনগর ট্রেনে পাবলিক এড্রেস (পি এ) সিষ্টেম থাকিবে।

৭.১২ গাড়ী চলাকালীন সময়ে গার্ড ও লোকো মাষ্টারের মধ্যে মৌখিক বার্তা বিনিময়ের জন্য ম্যাগনেটো টেলিফোন ব্যবস্থা থাকিবে।

৭.১৩ এই সমস্ত ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রতিটি ট্রেনে কিছু সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা থাকিবে।

৭.১৩১ টেলিকম রুমে নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলি থাকিবে :

ক. একটি কেসেট প্লেয়ার।

খ. একটি এমপ্লিফায়ার।

গ. একটি মাইক্রোফোন।

ঘ. এমপ্লিফায়ারের জন্য দুইটি ১২ ভোল্ট এসিড ব্যাটারী।

ঙ. কেসেট প্লেয়ারের জন্য একটি ৯/১২ ভোল্ট এসিড ব্যাটারী।

চ. ঘোষণার একটি, কোরান তেলাওয়াত ও আযানের একটি এবং যন্ত্রসংগীতের পাঁচটি রেকর্ডকৃত কেসেট।

৭.১৩২ অন্যান্য কামরায় নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলি থাকিবে :

ক. প্রত্যেকটি কোচে স্থায়ীভাবে স্থাপিত নির্দিষ্ট সংখ্যক স্পীকার।

খ. তাপানুকূল প্রথম ও প্রথম শ্রেণীর কোচে স্থাপিত প্রতিটি স্পীকারকে চালু ও বন্ধ করার জন্য পৃথক সুইচ ও ভলিউম কন্ট্রোল।

গ. এক কোচ হইতে অন্য কোচে সংযোগ দেওয়ার জন্য সংযোগ তার।

ঘ. গার্ড ব্রেক, লোকোমোটিভ ও টেলিকম প্রকোষ্ঠে টেলিফোন সংযোগের তার ও সকেট।

ঙ. তিনটি ম্যাগনেটো টেলিফোন সেট ও প্রতি সেটে তিনটি করিয়া তিন সেট ড্রাই ব্যাটারী।

৭.১৪ আন্তঃনগর রেকের প্রতিটি বেইস ষ্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেনে ব্যবহৃত সেকেণ্ডারী ব্যাটারী সমূহ চার্জিং-এর জন্য ব্যাটারী চার্জার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে।

৭.১৫ গাড়ী ছাড়িবার অন্ততঃ আধঘন্টা আগে সকল সংযোগ ও টেষ্টিং-এর কাজ সমাধা করিয়া পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।

৭.১৬ কোন কোচেই পি এ সিষ্টেম কাজ না করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখিতে হইবে :

ক. এমপ্লিফায়ার সুইচ "অন" করা হইয়াছে কিনা এবং এমপ্লিফায়ারের "অন" সূচক বাতিটি জ্বলিয়াছে কিনা।

খ. কেসেট প্লেয়ার "অন" করা হইয়াছে কিনা।

গ. কেসেট প্লেয়ারে রেকর্ডকৃত কেসেট ঢুকানো হইয়াছে কিনা।

ঘ. কেসেট প্লেয়ার এবং এমপ্লিফায়ারের আন্তঃসংযোগ কেসেট প্লেয়ারের "লাইন আউট" হইতে এমপ্লিফায়ারের সঠিক জায়গায় ঢুকানো হইয়াছে কি না।

ঙ. কেসেট প্লেয়ার হইতে এমপ্লিফায়ার এবং এমপ্লিফায়ার হইতে লাইনের সংযোগ সঠিক এবং দৃঢ়ভাবে করা হইয়াছে কিনা।

চ. ব্যাটারী হইতে কেসেট প্লেয়ার এবং ব্যাটারী হইতে এমপ্লিফায়ারের সংযোগ সঠিকভাবে করা হইয়াছে কিনা।

ছ. এমপ্লিফায়ারের "ভলিউম" দেওয়া হইয়াছে কিনা।

৭.১৭ আওয়াজ কর্কশ, অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখিতে হইবে :

ক. কেসেট প্লেয়ার-এমপ্লিফায়ারের সংযোগ দৃঢ় হইয়াছে কিনা।

খ. ব্যাটারী কানেকশন দৃঢ় হইয়াছে কিনা।

গ. এমপ্লিফায়ার এবং কেসেট প্লেয়ারের ব্যাটারীর চার্জ পরিমিত আছে কিনা।

ঘ. এমপ্লিফায়ারের ভলিউমের মাত্রা পরিমিত ও সঠিক আছে কিনা।

ঙ. **ব্যাটারী**–এমপ্লিফায়ার, ব্যাটারী-কেসেট প্লেয়ার এবং কেসেট প্লেয়ার–এমপ্লিফায়ারের আন্তঃ-সংযোজনীর কোন অংশ "ইনস্যুলেশন" বিহীন আছে কিনা (প্রয়োজন বোধে ব্ল্যাক টেপ দিয়া মুড়াইয়া দিতে হইবে)।

৭.১৮ এক বা একাধিক কোচের স্পীকারে কোন আওয়াজ না হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখিতে হইবে :

ক. আন্তঃকোচ কাপলিং সঠিকভাবে করা হইয়াছে কিনা।

খ. অপারেটিং রুমের দিক হইতে পরীক্ষিত কোচের পরে অবস্থিত কোচ গুলিতে পি এ সিষ্টেম কাজ করিতেছে কিনা।

১. যদি না করে, তবে পরীক্ষিত কোচ এবং তাহার পূর্বের কোচটির আন্তঃবন্ধনী পুনরায় পরীক্ষা করিতে হইবে।

২. যদি করে, তবে পরীক্ষিত কোচের স্পীকারগুলি পরীক্ষা করিতে হইবে।

৭.১৯ কোন একটি স্পীকার অকার্যকর থাকিলে ঐ স্পীকারটির সংযোগ সঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

৭.২ পি এ সিস্টেম চালু করণ ও প্রোগ্রাম প্রচার

৭.২১ যে সকল আন্তঃনগর ট্রেনে পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম চালানোর জন্য ঠিকাদার নিয়োজি করা হয় নাই সেই সকল আন্তঃনগর ট্রেনে পি এ সিষ্টেম ও টেলিফোন ব্যবস্থা চা রাখা এবং চলন্ত ট্রেনে এই সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুবিধার জ দুই জন করিয়া কর্মচারী দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকিবেন যাহাদের একজন টি সি এম অথ সমমানের কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী হইবেন ও অন্যজন তাহার সহযোগী হিসা কাজ করিবেন।

৭.২২ গাড়ী ছাড়ার অন্ততঃ ১৫ মিনিট পূর্ব হইতে কোর'আন তেলাওয়াতের কে বাজাইতে হইবে। গাড়ী ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা বাজিলে যাত্রা শুরুর ঘো বাজাইতে হইবে এবং ইহার পরে গাড়ী চলা শুরু না করা পর্যন্ত যন্ত্রসং বাজিতে থাকিবে।

৭.২৩ পথিমধ্যে যে সকল ষ্টেশনে নির্ধারিত যাত্রা বিরতি হইবে, সে সকল ষ্টেশনে পৌছা অন্ততঃ পাঁচ মিনিট পূর্বে ষ্টেশন আগমনী ঘোষণা প্রচার করিতে হইবে। বিরতির পর পুনঃ যাত্রা শুরু করার ২ মিনিট পূর্বে পুনঃ যাত্রা শুরুর ঘোষণা করিতে হইবে।

৭.২৪ এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে চলাকালীন সময়ে যন্ত্র সংগীতের কেসেট বাজাইতে হইবে। তবে মোট চলার সময়ের অনধিক ৫০% ভাগ সময়ে সংগীত, ঘোষণা ইত্যাদি প্রচার করা চলিবে।

৭.২৫ সাধারণভাবে ভলিউমের মাত্রা নির্দিষ্ট পরিমাপে রাখিতে হইবে। তবে গাড়ী চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন কোচে যাতায়াত করিয়া প্রকৃত আওয়াজ শুনিবার পরে উহা পরিমিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

৭.২৬ গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা যাত্রা পথে গাড়ী কোথাও থামিয়া গেলে অথবা গাড়ীর গতি অন্য কোন কারণে কমিয়া গেলে সংগীত ও ঘোষনার ভলিউম নিম্ন মাত্রায় নামাইয়া দিতে হইবে. যাহাতে উচচ শব্দ যাত্রীদের বিরক্তির কারণ না হয়।

৭.২৭ গাড়ী চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত সময় সূচী অনুযায়ী আযানের কেসেট হইতে আযান প্রচার করিতে হইবে। আযান প্রচারের নির্দিষ্ট সময়ের তিন মিনিট পূর্বে কোর'আন তেলাওয়াত এবং আযানের পরে আরবী ও বাংলায় আযানের দোয়া প্রচার করিতে হইবে।

৭.২৮ কোন অবস্থাতেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত ও অনুমোদিত যন্ত্র সংগীত/ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্র সংগীত/ঘোষণা বাজানো বা প্রচার করা যাইবে না।

৭.২৯ কোন কারণে যাত্রা শুরুতে বা নির্ধারিত গন্তব্যে পেঁাছাইতে বিলম্ব হইলে বা অনির্ধারিত যাত্রা বিরতি হইলে অথবা অন্য কোন জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে অনুমোদিত ফরমেট অনুসারে কণ্ডাক্টর গার্ড সেই সংক্রান্ত ঘোষণা প্রচার করিবেন। টেলিকম সহযোগী মাইক্রোফোনের ঠিকমত সংযোগ প্রদান করিয়া ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

৭.৩ কেসেট রক্ষণাবেক্ষণ

৭.৩১ প্রত্যেকটি বেইস ষ্টেশনে সংশ্লিষ্ট সকল আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ের রেকর্ডকৃত মাষ্টার কেসেটগুলি থাকিবে :

ক. কোর'আন তেলাওয়াত এবং আযান ও বাংলা তরজমাসহ আযানের দোয়া।

খ. প্রতি জোড়া আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য এক পিঠে বহির্যাত্রার ঘোষণা এবং অন্য পিঠে ফেরত যাত্রার ঘোষণা।

গ. বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রসংগীত।

৭.৩২ মাষ্টার কেসেটগুলি বেইস ষ্টেশনের সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও)-এর হেফাজতে থাকিবে এবং এই কেসেটগুলি কোন ট্রেনে ব্যবহার করা চলিবে না।

৭.৩৩ সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী প্রাথমিকভাবে সকল মাষ্টার কেসেট রেকর্ডিং এ ট্রেনের সময়সূচী ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের সাথে সংগতি রাখিয়া সময়ে সময়ে উহা পুনঃ রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭.৩৪ মাষ্টার কেসেট হইতে প্রতিটি ট্রেনের জন্য দুই সেট করিয়া ডুপ্লিকেট কেসেট রেক করিতে হইবে যাহার একটি সেট সংশ্লিষ্ট ট্রেনে ১৫ দিন ব্যবহারের জন্য দিতে হইবে এ অন্য সেটটি সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও)-এর নিকট গচ্ছিত থাকিবে।

৭.৩৫ একটানা ১৫ দিন একসেট ডুপ্লিকেট কেসেট ট্রেনে ব্যবহার করার পর কিংবা তাহা আগেই কেসেট নষ্ট হইয়া গেলে ব্যবহৃত কেসেট/কেসেটগুলি ফেরত গ্রহণ পূর্বক এ এস এ ই/এস এ ই (রেডিও) তাহার নিকট গচ্ছিত অনুরূপ ডুপ্লিকেট সেটটি ট্রে ব্যবহারের জন্য প্রদান করিবেন।

৭.৩৬ ব্যবহৃত ডুপ্লিকেট সেটটি ফেরত গ্রহণ পূর্বক মাষ্টার কেসেট হইতে পুনরায় ৫ দিনে মধ্যে পুনঃ রেকর্ডকরতঃ সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও) তাহার নিক গচ্ছিত রাখিবেন এবং এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবে।

৭.৩৭ পরিমিত সময় ব্যবহারের পরে কোন কেসেট ব্যবহার করার অযোগ্য হইয়া পড়ি তাহা সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও) টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীকে ফের প্রদান পূর্বক ব্ল্যাংক কেসেট সরবরাহ নেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

৭.৩৮ টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী ফেরত প্রাপ্ত ব্যবহারের অযোগ্য কেসেট সমূহ এস- ফরমের মাধ্যমে ষ্টোরে প্রেরণ এবং উহার পরিবর্তে সমসংখ্যক নূতন কেসেট ক্রয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭.৩৯ প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য অন্ততঃ ৫টি করিয়া ৬০ মিনিটের যন্ত্রসংগীত কেসে সরবরাহ করিতে হইবে। এই জন্য প্রধানতঃ সি এস টি ই এবং প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লি টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী দায়ী থাকিবেন।

৭.৪ **সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ**

৭.৪১ বেইস ষ্টেশনে প্রতিটি ব্যাটারীকে যথাযথভাবে চার্জিং করা, এমপ্লিফায়ার, কেসে প্লেয়ার, টেলিফোন ইত্যাদির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং সেইগুলিকে কার্যক অবস্থায় টেলিকম সহযোগীর নিকট হস্তান্তর করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এস এস এ এস এ ই (রেডিও)-এর উপর বর্তাইবে।

৭.৪২ সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও) নির্ধারিত সময় পর পর ব্যাটারীর ইলেকট্রো লাইটের গ্র্যাভিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজনবোধে ইলেকট্রোলা পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭.৪৩ সেকেণ্ডারী ব্যাটারীগুলিতে ইলেকট্রোলাইট/এসিড বদলানোর সময় এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও) ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিবেন। এসিড ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সমূহ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই ক্যারেজের মধ্যে এসিড বদলানো যাইবে না।

৭.৪৪ সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও) সম্পূর্ণ কার্যক্রম এবং রক্ষণাবেক্ষণ-এর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। যে সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ চলন্ত অবস্থায় অথবা বেইস ষ্টেশনে বিরতিকালীন সময়ে সমাধা করা সম্ভব তাহা অবশ্যই সমাধা করিতে হইবে। অন্যথায় সাপ্তাহিক বিরতি দিবসে সমস্ত কিছু পরীক্ষা, মেরামত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সমাধা করিতে হইবে।

৭.৪৫ সাপ্তাহিক বিরতির দিন সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও)-এর তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে হইবে :

ক. এমপ্লিফায়ার, কেসেট প্লেয়ার, টেলিফোন ব্যাটারী, বাজার টেলিফোন, মাইক্রোফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করিয়া কোন প্রকার ময়লা বা আবর্জনা জমিয়া থাকিলে তাহা ভালভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে।

খ. কেসেট প্লেয়ারের হেড উপযুক্ত পরিষ্কারক লিকুইড দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে।

গ. কেসেট প্লেয়ার, এমপ্লিফায়ার বা স্পীকারে কোন মেরামত, ঝালাই করণ ইত্যাদি কাজ থাকিলে তাহা এস এস এ ই/এস এ ই ব্যক্তিগতভাবে করিবেন। আই সি (ইনটিগ্রেটেড সার্কিট) অথবা প্রিন্টেড সার্কিট-এ ঝালাই-এর কাজ অত্যন্ত সাবধানে করিতে হইবে যাহাতে অন্য কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ নষ্ট বা বিঘ্নিত না হয়।

ঘ. ইয়ার্ডে রক্ষিত প্রতিটি গাড়ীতে প্রত্যেকটি স্পীকার ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে স্পীকার ঠিকমত স্থাপিত আছে কিনা, সব স্ক্রু ঠিকমত লাগানো আছে কিনা, স্পীকারের ডায়াফ্রাম ছেঁড়া বা কাটা আছে কিনা এবং প্রত্যেকটি স্পীকারের সাথে মেচিং ট্রান্সফরমার লাগানো আছে কিনা। না থাকিলে, প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ঙ. আন্তঃ সংযোগ তারগুলি প্রত্যেকটি ভালভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে। সংযোগ ঠিকমত না থাকিলে সংযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতিটি সংযোগ টেপ দিয়া জড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চ. যে সমস্ত তার গাড়ীতে লাগানো আছে তাহাতে কোন শর্ট সার্কিট আছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনবোধে শর্ট সার্কিট দূর করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭.৪৬ প্রত্যেক এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও)-কে আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেমের যাবতীয় সরঞ্জামের সংখ্যাসহ তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রতিটি কোচে কতটি স্পীকার আছে, কোচ নম্বরসহ তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। এই ধরণের পূর্ণ তালিকা সম্বলিত দুইটি রেজিষ্টার খাতা তৈরী করিতে হইবে যাহার একটি এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও)-এর নিকট থাকিবে এবং অন্যটি যন্ত্রপাতির সংগে টেলিকম সহযোগীর নিকট থাকিবে। রেজিষ্টারের তালিকা অনুযায়ী টেলিকম সহযোগী মালামাল বুঝিয়া লইবেন এবং বুঝাইয়া দিবেন।

৭.৪৭ যে সকল যন্ত্রপাতি/খুচরা যন্ত্রাংশ প্রায়ই খারাপ হয় বা হওয়ার আশংকা থাকে সেই সকল যন্ত্রপাতি/খুচরা যন্ত্রাংশের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট এস এস এ ই/এস এ ই (রেডিও) তৈয়ার করিবেন এবং উহাদের বাৎসরিক চাহিদা সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীকে জানাইয়া দিবেন যিনি অন্ততঃ তিন মাসের চাহিদা মিটাইবার মত এই ধরণের যন্ত্রাংশ এস এস এ ই/এস এ ই(রেডিও)-কে একবারে সরবরাহ করিবেন।

পরিশিষ্ট ১ক

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দায়িত্বাবলী

১ মহাব্যবস্থাপক

১.১ তিনি এই ম্যানুয়েলে লিখিত নির্দেশাবলীর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন।

১.২ তিনি আঞ্চলিক প্রধান হিসাবে স্বীয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের সুষ্ঠু চলাচল, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, যাত্রী সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদান করিবেন ও তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবেন।

১.৩ অপর অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

১.৪ তিনি টাইম টেবিলের যথাযথ প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন-এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

১.৫ আন্তঃনগর ট্রেনসমূহ নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী চলাচল করিতেছে কিনা, তিনি সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

১.৬ আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষ ঠিকমত পরিচালিত হইতেছে কিনা এবং কোষের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালিত হইতেছে কিনা, তিনি তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

১.৭ আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুগ চলাচল, যাত্রী সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও ক্যারেজ সমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে কোন প্রকার অনিয়ম লক্ষিত হইলে তাহা দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে এবং সার্বিক উন্নতি বিধান কল্পে তিনি বিভাগীয় প্রধানগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবেন।

১.৮ তিনি আকস্মিকভাবে অথবা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী আন্তঃনগর ট্রেনসমূহ পরিদর্শন করিয়া কোন ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে তাৎক্ষণিক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

২ **অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক**

২.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন সম্পর্কিত সকল করণীয় বিষয়ে মহাব্যবস্থাপককে সাহায্য করিবেন।

২.২ মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোন দায়িত্ব অর্পিত হইলে তিনি উহা যথাযথভাবে পালন করিবেন।

২.৩ তিনি আঞ্চলিক আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা কোষ-এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিবেন।

৩ কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষের সমন্বয়কারী

৩.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের সুষ্ঠু চলাচল ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক প্রশাসনদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করিবেন।

৩.২ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিসের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সাধনের জন্য আঞ্চলিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদান করিবেন এবং নিয়মিত মনিটরিংসহ আঞ্চলিক প্রশাসন কর্তৃক কেন্দ্রীয় কোষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন।

৩.৩ তিনি উভয় অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারগণের সহিত নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাহাদের চাহিদার ভিত্তিতে আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

৩.৪ তিনি রেলপথ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন।

৩.৫ তিনি অঞ্চল/বিভাগ হইতে প্রাপ্ত সময়ানুবর্তিতা, অকুপেন্সী হার, আয়, যাত্রী সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি সংকলন ও বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩.৬ তিনি আঞ্চলিক কোষ হইতে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশের ভিত্তিতে আন্তঃ আঞ্চলিক ট্রেন সমূহের আসন বন্টন/পুনঃ বন্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

৪ আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৪.১ তিনি মহাব্যবস্থাপকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করিবেন এবং যাত্রীসাধারণের সুযোগ সুবিধা, আরাম আয়েশ, ট্রেনের চলাচল এবং বৈদ্যুতিক ও পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ও অভাব অভিযোগ নিরসন কল্পে কোষের অন্যান্য সদস্যের সহায়তায় ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪.২ তিনি কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষের সমন্বয়কারীর সহিত সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং কেন্দ্রীয় কোষের নির্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪.৩ তিনি বিভিন্ন বিভাগের অফিসারগণকে মনোনয়ন পূর্বক আন্তঃনগর ট্রেন সমূহ পরিদর্শনের মাসিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও জারী করিবেন। পরিদর্শন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর

সেইগুলি পর্যালোচনা করিয়া বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির উপর মহাব্যবস্থাপকের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন এবং সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষকে অবহিত করিবেন।

৪.৪ তিনি আন্তঃ আঞ্চলিক আন্তঃনগর ট্রেন চলাচলের ব্যাপারে সকল বিভাগের আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় বিধান করিবেন যাহাতে দৈনন্দিন সময়ানুবর্তিতা ও সুষ্ঠু ট্রেন পরিচালানায় কোন বিঘ্ন না ঘটে।

৪.৫ তিনি বিভিন্ন ষ্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যা ও তাহার বিপরীতে বিক্রীত টিকেটের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনবোধে নির্ধারিত আসন কোটা পুনর্বন্টনের জন্য কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

৫ প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী

৫.১ তিনি যন্ত্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের উপর আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালন করিতেছেন কিনা তাহা তদারক করিবেন।

৫.২ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত লোকোমোটিভ গুলির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমপক্ষে মাসে একবার করিয়া সংশ্লিষ্ট শেডে এই ধরণের লোকোমোটিভের রানিং শিডিউল মেরামতের কাজ পরিদর্শন করিবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া উহার বিবরণ পরিদর্শন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫.৩ তিনি অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া সকল আন্তঃনগর ট্রেনের রেক পরিদর্শন করিয়া যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাব্যবস্থাপকের অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।

৫.৪ তিনি মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ও রেক পরিদর্শন করিয়া যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬ প্রধান পরিবহণ কর্মকর্তা

৬.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুগ চলাচল ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন।

৬.২ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের সঠিক ও সুষ্ঠু চলাচলের জন্য সময়সূচী (টাইম টেবিল) প্রণয়নসহ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক বিভাগের সহযোগিতায় রেক কম্পোজিশন এবং রেক লিংক ও পাওয়ার লিংক প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন।

৬.৩ তিনি মহাব্যবস্থাপক ও কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষ প্রদত্ত আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন এবং এই সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তাহাদিগকে অবহিত রাখিবেন।

৬.৪ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন চলাচলের কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিবেন এবং সার্ভিসের উন্নতি সাধনের জন্য নূতন কোন সুপারিশ থাকিলে তাহা পেশ করিবেন।

৬.৫ তিনি সাময়িক (পিরিওডিক্যাল) ও মাসিক সময়ানুবর্তিতা, অকুপ্যান্সীর হার, দুর্ঘটনার খতিয়ান, আয়ের পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয়ে বিবরণী যথাসময়ে তৈরী করিবেন এবং কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষে প্রেরণ করিবেন।

৬.৬ সুষ্ঠু ট্রেন চলাচলের নিমিত্তে তিনি ট্রেন পরিচালনায় কর্মরত তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণের যথোপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

৬.৭ আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা, যাত্রীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং অন্যান্য নিয়মাবলী পালন করা হইতেছে কি না তাহা নিরূপণের জন্য তিনি আকস্মিকভাবে অথবা সাধারণভাবে যে কোন ট্রেন পরিদর্শন করিয়া ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭ প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তা

৭.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের যাবতীয় বাণিজ্যিক বিষয়াদি সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭.২ আন্তঃনগর ট্রেনের আসন বন্টন তালিকা প্রণয়ন ও প্রয়োজনবোধে সংশোধনের ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষে সুপারিশ পেশ করিবেন ও উহা বাস্তবায়নে সহায়তা করিবেন।

৭.৩ আন্তঃনগর ট্রেনের ভাড়া, টিকেট বিক্রয় ও আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তিনি উহার প্রতিকারের জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭.৪ কোন নূতন আন্তঃনগর ট্রেন প্রবর্তিত হইলে উহার টিকেটের প্রাথমিক চাহিদাপত্র প্রণয়ন করিয়া তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ ও সময়মত টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করিবেন। পরবর্তী কালে নিয়মিত চাহিদা পত্রগুলি অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ ও টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

৭.৫ উপযুক্ত ক্ষেত্রে যাত্রী কর্তৃক দাবীকৃত অব্যবহৃত/আংশিক ব্যবহৃত টিকেটের মূল্য ফেরত প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে ডিভিশন কর্তৃক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে কিনা তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

৭.৬ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যাটারিং সার্ভিস সুষ্ঠু ভাবে ও নির্দিষ্ট মানে পরিচালনার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ক্যাটারারগণের কার্যাবলীর নিয়মিত তদারকি এবং খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করতঃ সার্ভিস ও খাদ্যের মানের অবনতি পরিলক্ষিত হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭.৭ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিসে নিয়োজিত বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীগণকে অনুমোদিত ইউনিফরম সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন।

৭.৮ তিনি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশনসমূহে বিশেষ টিকেট চেকিং ও মোবাইল কোর্ট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

৭.৯ ক্যাটারিং সার্ভিস সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন :

ক. খাবার গাড়ীতে অনুমোদিত সংখ্যার অধিক ক্যাটারিং কর্মচারী ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।

খ. কর্মরত ক্যাটারিং কর্মচারীগণ নামফলকসহ অনুমোদিত পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত অবস্থায় কাজে নিয়োজিত থাকিবেন যাহাতে তাহাদিগকে সহজেই চিনিতে পারা যায়।

গ. ক্যাটারিং কর্মচারীবৃন্দ যাত্রীদের সহিত অত্যন্ত সৌজন্যমূলক আচরণ করিবেন।

ঘ. রান্নাঘর, বাসনকোসন ও খাবার গাড়ীতে সর্বোচ্চমানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে হইবে।

ঙ. খাবার গাড়ীতে বিশুদ্ধ খাবার পানি উপযুক্ত রূপে সংরক্ষণ ও সরবরাহ করিতে হইবে।

৮ প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী

৮.১ তিনি সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের উপর ন্যস্ত আন্তঃনগর ট্রেনের পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতেছেন কিনা তাহা তদারক করিবেন।

৮.২ তিনি বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া সকল আন্তঃনগর ট্রেন পরিদর্শন করিবেন এবং পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম-এর বিদ্যমান ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮.৩ তিনি মাঝে মাঝে আকস্মিক পরিদর্শনের, মাধ্যমে আন্তঃনগর ট্রেনের পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ত্রুটি

বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ এই ব্যাপারে কাহারও ব্যক্তিগত গাফিলতি থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮ প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী

৯.১ বৈদ্যুতিক বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের উপর আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালন করিতেছেন কিনা তিনি তাহা নিশ্চিত করিবেন।

৯.২ তিনি অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া সকল আন্তঃনগর ট্রেন পরিদর্শন করিবেন এবং বিদ্যমান বৈদ্যুতিক ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাব্যবস্থাপককে অবগতির জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠাইবেন।

৯.৩ ইহা ছাড়া তিনি অন্ততঃ ছয় মাসে একবার করিয়া সব কয়টি আন্তঃনগর ট্রেন আকস্মিক ভাবে পরিদর্শন করিবেন এবং কোন বৈদ্যুতিক ঘাটতি/ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধনের নিমিত্তে এবং কাহারও ব্যক্তিগত গাফিলতি থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০ অতিরিক্ত প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ডিজেল)

১০.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত লোকোমোটিভগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলীকে সহায়তা করিবেন।

১০.২ উক্ত লোকোমোটিভগুলির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তিনি কমপক্ষে মাসে দুইবার করিয়া সংশ্লিষ্ট শেডে এই ধরণের লোকোমোটিভের রানিং শিডিউল মেরামতের কাজ পরিদর্শন করিবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া উহার বিবরণ পরিদর্শন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

১০.৩ তিনি মাঝে মাঝে আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ক্যাবে ভ্রমণ করিয়া লোকোমোটিভের সাধারণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবেন ও লোকোমাষ্টারের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবেন এবং কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১১ অতিরিক্ত প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ক্যারেজ)

১১.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন রেকের ক্যারেজগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলীকে সহায়তা করিবেন।

১১.২ তিনি বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া সকল আন্তঃনগর ট্রেনের রেক পরিদর্শন করিয়া কোন যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলীকে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

১১.৩ তিনি মাঝে মাঝে আন্তঃনগর ট্রেনের রেক আকস্মিক পরিদর্শন করিয়া যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২ অতিরিক্ত প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী

১২.১ তিনি সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহাদের উপর ন্যস্ত আন্তঃনগর ট্রেন সংক্রান্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতেছেন কিনা তাহা তদারকি ও নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীকে সহায়তা করিবেন।

১২.২ তিনি ছয়মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া সকল আন্তঃনগর ট্রেন পরিদর্শন করিবেন এবং পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম-এর বিদ্যমান ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা লইবেন।

১২.৩ তিনি মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে আন্তঃনগর ট্রেনের পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেমের কার্যকারিতা পরিদর্শন করিবেন ও ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

১৩ বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার

১৩.১ বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার আন্তঃনগর ট্রেন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবেন এবং আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করিতেছেন কিনা, তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩.২ তিনি নিজ এলাকার আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের সুষ্ঠু চলাচল ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী থাকিবেন।

১৩.৩ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান এবং আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষ-এর সহিত সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন।

১৩.৪ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী মনোনয়ন এবং তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন।

১৩.৫ আন্তঃনগর ট্রেনের রেক সমূহ যাহাতে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তিনি তাহা নিশ্চিত করিবেন।

১৩.৬ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যারেজে বাতি, পাখা ও পানি সরবরাহ এবং পি এ সিষ্টেম কার্যকর অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

১৩.৭ তিনি মাঝে মাঝে পিট লাইন পরিদর্শন করিয়া আন্তঃনগর ট্রেনের রেক সমূহের পিট লাইন ওয়ার্কিং সঠিক ভাবে হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করিবেন ও প্রয়োজন বোধে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা লইবেন।

১৩.৮ তিনি অন্ততঃ ছয় মাসে একবার করিয়া সব কয়টি আন্তঃনগর ট্রেন পরিদর্শন করিয়া উহাদের সকল ফিটিং ও সরঞ্জাম-এর ঘাটতি পূরণ ও ত্রুটি সংশোধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ লইবেন এবং প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করিবেন।

১৩.৯ বরাদ্দকৃত আসনের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন সমূহে কী পরিমাণ টিকেট ইস্যু হইতেছে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতঃ প্রয়োজনবোধে তিনি আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষে আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশ প্রেরণ করিবেন।

১৪ বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী

১৪.১ তিনি তাহার অধীনস্থ ডিজেল রানিং শেডের আওতাধীন আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত লোকোমোটিভগুলির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে মাসে কমপক্ষে দুইদিন এই ধরণের লোকোমোটিভের ট্রিপ ইন্সপেকশন শীট ও রিপেয়ার বহি পরীক্ষা করিবেন এবং উহাতে উল্লিখিত ত্রুটি গুলির প্রতি যথাযথ নজর প্রদান করা হইয়াছে ইহা নিশ্চিত করিয়া সেখানে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

১৪.২ তিনি লোকো মাষ্টারগণের আন্তঃনগর ট্রেনে কাজ করিবার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কম্পিটেন্সী সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

১৪.৩ তিনি প্রতি ছয়মাসে কমপক্ষে একবার করিয়া তাহার আওতাধীন প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ক্যাবে ভ্রমণ করিয়া লোকোমোটিভ ও লোকোমাষ্টারের পারফরমেন্স পরীক্ষা করিবেন এবং কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পাইলে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৪.৪ তাহার আওতাধীন কোন আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ফেইল করিলে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া সংশোধন মূলক ব্যবস্থা লইবেন এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।

১৪.৫ তিনি প্রতি ছয়মাসে কমপক্ষে একবার করিয়া প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের রেক পরিদর্শন করিয়া কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৫ বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী

১৫.১ তিনি অন্ততঃ তিন মাসে একবার করিয়া সকল আন্তঃনগর ট্রেনের রেক সরেজমিনে পুংখানুপুংখরূপে পরিদর্শন করিবেন এবং পরিলক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতি সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫.২ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন সংক্রান্ত রেজিষ্টার, ডায়েরী, লগ বুক ইত্যাদি নথি পত্র প্রতি এক মাস অন্তর পরীক্ষা করিবেন এবং কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫.৩ তিনি তাহার অধীনস্থ কোন কর্মচারীর কর্তব্যে গাফিলতির বিরুদ্ধে যথোচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬ টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী

১৬.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের কোচসমূহে পি এ সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন ও মেরামত এবং উহাদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬.২ আন্তঃনগর ট্রেনের কার্যে নিয়োজিত তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করিতেছেন কিনা তিনি তাহা তদারক করিবেন।

১৬.৩ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের পি এ সিষ্টেম পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাহাদিগকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করিবেন।

১৬.৪ তিনি প্রাথমিকভাবে মাষ্টার কেসেট রেকর্ডিং এবং পরবর্তীতে ট্রেনের সময়সূচী ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের সহিত সংগতি রাখিয়া উহাদের পুনঃ রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

১৬.৫ তিনি প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য অন্ততঃ ৫টি করিয়া ৬০ মিনিটের যন্ত্রসংগীতের কেসেটসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেসেট সরবরাহ করিবেন।

১৬.৬ তিনি ব্যবহারের অযোগ্য কেসেট এডভাইস নোটে ষ্টোরে ফেরত প্রদান করিবেন এবং সমসংখ্যক নূতন কেসেট ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬.৭ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনে চুক্তির অধীনে বাহিরের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম চুক্তি মোতাবেক পরিচালনা করা হইতেছে কিনা তাহা তদারক করিবেন এবং এই বাবদ রেলওয়ের প্রাপ্য টাকা সময়মত আদায় নিশ্চিত করিবেন।

১৬.৮ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনে রেলওয়ের নিজস্ব প্রচারিত বিনোদন মূলক কার্যক্রম-এর মান মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং সঠিক মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬.৭ তিনি প্রতি ছয়মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিয়া স্পীকার, এমপ্লিফায়ার, ব্যাটারী, টেলিফোন, কেসেট প্লেয়ার ইত্যাদি ঠিকমত কাজ করিতেছে কিনা তাহা এবং প্রচারিত কার্যক্রম-এর মান পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং এই ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীর নিকট পেশ করিবেন।

১৭ বিভাগীয় পরিবহণ কর্মকর্তা

১৭.১ তিনি সময়সূচী অনুযায়ী আন্তঃনগর ট্রেনের চলাচল নিশ্চিত করণের জন্য মূলতঃ দায়ী থাকিবেন।

১৭.২ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনে উপযুক্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গার্ড ও কণ্ডাক্টর গার্ড নিয়োজিত করিবেন।

১৭.৩ সময়সূচীর কোন পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করিলে তিনি তাহা পুংখানুপুংখরূপে যাচাই পূর্বক খসড়া সময়সূচী প্রণয়নের প্রাক্কালে প্রস্তাবাকারে প্রধান পরিবহণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৭.৪ তিনি বিভাগীয় কণ্ট্রোল অফিসে রক্ষিত রেজিষ্টারে আন্তঃনগর ট্রেনের দৈনিক সময়ানুবর্তিতা নিয়মিত লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উহা প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করিবেন। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তাহা সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৭.৫ ট্রেনের সুষ্ঠু চলাচল ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সরাসরি প্রধান পরিবহণ কর্মকর্তা/অতিরিক্ত প্রধান পরিবহণ কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণ করিবেন এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সেইমত কাজ করিবেন।

১৭.৬ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল সংক্রান্ত সমস্ত পরিসংখ্যান তাহার অফিসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

১৭.৭ দুর্ঘটনা, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে যদি কোন আন্তঃনগর ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তবে তাহা দূর করার জন্য তিনি সংগে সংগে সকল প্রকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ও যথা শীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

১৭.৮ তিনি পরিচর্যকগণের প্রাথমিক ওরিয়েণ্টেশন প্রশিক্ষণ ও বাৎসরিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন।

১৮ বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তা

১৮.১ বাণিজ্য বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি মূলতঃ দায়ী থাকিবেন।

১৮.২ তিনি আন্তঃনগর বুকিং কাউণ্টারে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বুকিং সহকারী ও আসন সংরক্ষণ সহকারী নিয়োজিত করিবেন।

১৮.৩ যে সকল ষ্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রী উঠানামা করিবেন, তিনি ঐ সকল ষ্টেশনের কর্মচারীগণের জন্য অনুমোদিত পোষাক সময়মত সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন।

১৮.৪ তিনি বৎসরে দুইবার বিভিন্ন ষ্টেশন হইতে আন্তঃনগর ট্রেনে ব্যবহৃতব্য টিকেটের চাহিদা পত্র সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ পূর্বক টিকেট প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবেন এবং সকল ষ্টেশনে সময়মত টিকেট সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন।

১৮.৫ তিনি আন্তঃনগর ট্রেন সম্পর্কিত সকল ফরম ও ষ্টেশনারীর চাহিদা অনুযায়ী উহা সরবরাহের ব্যবস্থা লইবেন।

১৮.৬ তিনি যাত্রী সাধারণের আরাম আয়েশের নিমিত্তে ষ্টেশন, প্লাটফরম, বিশ্রামাগার ইত্যাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করিবেন এবং চাহিদা অনুযায়ী ষ্টেশনের আসবাবপত্র সরবরাহ করিবেন।

১৮.৭ আন্তঃনগর ট্রেন সম্পর্কিত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে তাহা তদন্ত পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

১৮.৮ বিনা টিকেটে ভ্রমণ রোধ কল্পে তিনি ঘন ঘন মোবাইল কোর্ট, বিশেষ ঈক্ষা ও নিবিড় ঈক্ষা পরিচালনা করিবেন।

১৮.৯ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের ভাড়ার তালিকা বোর্ড ও সংরক্ষিত আসন নির্দেশিকা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনের বুকিং কাউণ্টারের সামনে ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন।

১৮.১০ প্রতি দিন নির্ধারিত কোটার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন হইতে কী পরিমাণ টিকেট ইস্যু হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রয়োজন বোধে কোটা পরিবর্তনের জন্য বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের মাধ্যমে আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষে সুপারিশ প্রেরণ করিবেন।

১৯ ওয়ার্কস ম্যানেজার (ডিজেল)

১৯.১ তিনি তাহার অধীনস্থ সকল শেডের আওতাধীন আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত লোকোমোটিভগুলির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে মাসে কমপক্ষে

দুইদিন এই ধরণের লোকোমোটিভের ট্রিপ ইন্সপেকশন শীট ও রিপেয়ার বহি পরীক্ষা করিবেন এবং উহাতে উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি যথাযথ নজর প্রদান করা হইয়াছে ইহা নিশ্চিত করিয়া সেখানে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

১৯.২ ওয়ার্কসপে ভারী মেরামতের সময় তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত লোকোমোটিভগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিবেন এবং সেইগুলির যথাযথ মেরামত নিশ্চিত করিবেন।

১৯.৩ তাহার আওতাধীন কোন আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ফেইল করিলে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তাহার অধীনস্থ কোন কর্মচারী দায়ী সাব্যস্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।

২০ সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী (লোকো)

২০.১ তিনি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্ধারিত প্রতিটি লোকোমোটিভের রানিং শিডিউল মেরামতের কাজ পরিদর্শন করিয়া উহাদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবেন।

২০.২ তিনি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার করিয়া তাহার আওতাধীন প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ক্যাবে ভ্রমণ করিয়া লোকোমোটিভ ও লোকো মাষ্টারের পারফরমেন্স পরীক্ষা করিবেন এবং কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

২০.৩ কোন আন্তঃনগর ট্রেনের ইঞ্জিন ফেইল করিলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলীকে সাহায্য করিবেন।

২১ সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ক্যারেজ)

২১.১ তিনি তাহার আওতাধীন সকল আন্তঃনগর ট্রেন রেকের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবেন।

২১.২ তিনি প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া তাহার আওতাধীন প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের রেক পরিদর্শন করিয়া কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পাইলে তাহা সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২১.৩ তিনি মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে আন্তঃনগর ট্রেন রেক পরিদর্শন করিয়া যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

২২ সহকারী টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী/সদর

২২.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

২২.২ তিনি তিনমাসে অন্ততঃ একবার করিয়া প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ করিয়া পিএ সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম ঠিকমত চলিতেছে কিনা তাহা পরিদর্শন করিয়া টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

২৩ সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী

২৩.১ সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী মাসে কমপক্ষে একবার তাহার আওতাধীন আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের সকল বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম পরীক্ষা করিয়া তাহার কার্যকারিতা সম্পর্কে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবেন।

২৩.২ পরীক্ষান্তে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য তিনি বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলীকে অবহিত রাখিয়া তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন।

২৩.৩ পরিদর্শন কালে কোন কর্মচারীর ব্যক্তিগত গাফিলতি ধরা পড়িলে তাহার বিরুদ্ধে তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পদক্ষেপ লইবেন।

২৪ ষ্টেশন ম্যানেজার

২৪.১ তিনি টাইম টেবিলে প্রদত্ত কম্পোজিশন ও মার্শালিং অনুযায়ী আন্তঃনগর ট্রেনের রেক ফর্মেশন নিশ্চিত করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ে সকল আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রা শুরু করাইবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

২৪.২ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের সাপ্তাহিক মেরামত কাজ ও দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং সিক লাইন/পিট লাইনে গাড়ীর সময়মত আদান প্রদান নিশ্চিত করিবেন।

২৪.৩ তিনি ইয়ার্ড, লোকো ও ক্যারেজ কর্মচারীগণের মধ্যে সর্বদা সমন্বয় সাধন করিবেন এবং সময়মত শেড হইতে ইঞ্জিন আনয়ন নিশ্চিত করিবেন।

২৪.৪ তিনি কণ্ডাক্টর গার্ডের নিকট রক্ষিত অভিযোগ বহিতে লিপিবদ্ধকৃত আন্তঃনগর ট্রেন সম্পর্কীয় অভিযোগ সমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করিয়া ত্বরিৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা লইবেন।

২৪.৫ তিনি মাঝে মাঝে বুকিং কাউন্টার পরিদর্শন পূর্বক আসন বরাদ্দ তালিকা অনুযায়ী টিকেট বিক্রয় হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং নিয়মিত আসন

বরাদ্দ নির্দেশিকা বোর্ড পরীক্ষা পূর্বক দৈনন্দিন টিকেট বিক্রয়ের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তাকে প্রেরণ করিবেন।

২৪.৬ বিনা টিকেটে ভ্রমণ রোধ কল্পে তিনি তাহার ষ্টেশনে ঘন ঘন ব্লক চেক পরিচালনা করিবেন।

২৪.৭ আন্তঃনগর ট্রেন সংক্রান্ত সকল নিয়মাবলী ষ্টেশনে সঠিকভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং কোন প্রকার ত্রুটি দেখা দিলে উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন।

২৪.৮ তিনি ষ্টেশন, প্লাটফরম, বিশ্রামাগার ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

২৪.৯ কর্তব্যরত গার্ড, ইলেকট্রিশিয়ান এবং অপারেটরগণ প্রত্যেকে উপযুক্ত পোষাক পরিধান করিয়া ও তকমা লাগাইয়া কর্তব্যে হাজির আছেন কিনা এবং তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা, তিনি তাহা তদারক করিবেন।

২৪.১০ ষ্টেশনের যে পি এ সিষ্টেম যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন তথ্য ও শ্লোগান প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা কার্যকর রাখার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিবেন।

২৪.১১ তিনি বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আন্তঃনগর ট্রেন সম্পর্কীয় যে কোন নির্দেশ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবেন।

২৫ **এস এস এ ই (বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ)**

২৫.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের সকল গাড়ীর বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম সুন্দর ও সুচারুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করিবেন।

২৫.২ বৈদ্যুতিক বিভাগের কাজের জন্য যাত্রী সাধারণ যাহাতে কোন অভিযোগ করিতে না পারেন সে বিষয়ে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি কর্মচারীদিগকে কর্তব্য সচেতন করিয়া তুলিবেন ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিবেন তবে কখনও কর্তব্যে গাফিলতি ও অনীহাকে প্রশ্রয় দিবেন না। কাজে অবহেলার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, তবে সেই সাথে কাজ করিবার সঠিক পদ্ধতিও দেখাইয়া দিতে হইবে।

২৫.৩ তিনি কমপক্ষে পনের দিনে একবার করিয়া তাহার আওতাধীন সকল আন্তঃনগর ট্রেনের গাড়ীগুলি ব্যক্তিগতভাবে সার্বিক পরীক্ষা করিবেন এবং ত্রুটিমুক্ত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

২৫.৪ তিনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে প্রয়োজনীয় মালামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন এবং ইম্প্রেষ্ট বহির্ভূত মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজনীয় চাহিদা নির্ধারণ করিয়া সময়মত চাহিদা পত্র পেশ করিবেন।

২৫.৫ তিনি ইলেকট্রিশিয়ান, গ্র্যাভিটি রিডার ও পাওয়ার কার ড্রাইভারের নোট বই/ডায়েরী প্রতিদিন পরীক্ষা করিবেন এবং লগ বই ও নথিপত্র যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

২৫.৬ তিনি আন্তঃনগর রেকের গাড়ী সমূহের বৈদ্যুতিক ত্রুটি বিচ্যুতি, ঘাটতি ও তাহার কারণ এবং মেরামত ও প্রতিস্থাপনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটি রেজিষ্টার রক্ষণ করিবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিগুলি বিভাগীয়/সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলীর গোচরীভূত করিবেন।

২৬ **এস এস এ ই/রেডিও (কারখানা)**

২৬.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনের কোচ সমূহের পি এ সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেমের ওয়্যারিং, স্পীকার, ভলিউম কন্ট্রোল, সুইচ ইত্যাদি সংযোজনের কাজ নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৬.২ মেরামতের জন্য কারখানায় প্রেরিত আন্তঃনগর ট্রেনের কোচ সমূহে স্থাপিত পি এ সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেমের ওয়্যারিং, ভলিউম কন্ট্রোল, সুইচ, স্পীকার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কার্যকর রহিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে পুনঃ স্থাপন ও মেরামতের দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৬.৩ আন্তঃনগর ট্রেনের কোচ সমূহে স্থাপিতব্য পি এ সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেমের প্রয়োজনীয় মালামাল সময়মত সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন।

২৭ **এস এস এ ই/এস এ ই/রেডিও (ফিল্ড)**

২৭.১ তিনি আন্তঃনগর ট্রেনে ব্যবহৃত পি এ সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম সংক্রান্ত সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী থাকিবেন।

২৭.২ তিনি সকল মাষ্টার কেসেট এবং প্রথম কিস্তিতে রেকর্ডকৃত ২ সেট কেসেটের ১ সেট নিজ হেফাজতে রাখিবেন এবং অনুচ্ছেদ ৭.৩৫ ও ৭.৩৬ অনুসারে, ব্যবহৃত কেসেট মাষ্টার কেসেট হইত পুনঃ রেকর্ড করতঃ নিজ হেফাজতে রাখিবেন।

২৭.৩ কোন কেসেট ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িলে তিনি উহা টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীকে ফেরত প্রদান করিয়া নূতন ব্ল্যাংক কেসেট সরবরাহ লইবেন।

২৭.৪ তিনি তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন আন্তঃনগর ট্রেনের পি এ সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের রোষ্টার প্রণয়ন করিয়া সেই মোতাবেক কর্মচারী নিয়োজিত করিবেন।

২৭.৫ তিনি ব্যাটারী চার্জিং করা এবং এম্প্লিফায়ার, কেসেট প্লেয়ার, টেলিফোন ইত্যাদির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা ও কার্যকর অবস্থায় টেলিকম সহযোগীর নিকট হস্তান্তর করার জন্য দায়ী থাকিবেন।

২৭.৬ তিনি নির্ধারিত সময় পর পর ব্যাটারীর ইলেকট্রোলাইটের গ্র্যাভিটি পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ইলেকট্রোলাইট পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিবেন।

২৭.৭ তিনি ৭.৪৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাপ্তাহিক বিরতির দিনে করণীয় কাজগুলি নিজ তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করাইবেন।

২৮ **ট্রেন তত্ত্বাবধায়ক**

২৮.১ তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনুমোদিত পোষাক পরিধান করিয়া গাড়ী ছাড়ার একঘণ্টা পূর্বে কর্তব্যকাজে উপস্থিত হইবেন এবং এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার/ষ্টেশন ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিবেন। যে ষ্টেশনে এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার/ষ্টেশন ম্যানেজার নাই, সেখানে ষ্টেশন মাষ্টারকে স্বীয় উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

২৮.২ কণ্ডাক্টর গার্ডসহ ট্রেনে কর্মরত সকল রেলওয়ে ও অন্যান্য কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিবেন এবং তাহারা তাহাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করিয়াছেন কিনা তিনি তাহা তদারক করিবেন।

২৮.৩ যাত্রীদের দেখাশোনা করা ও তাহাদের নিকট রেলওয়ের একটি ভাল ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা তাহার প্রাথমিক কর্তব্য হইবে।

২৮.৪ তিনি তাপানুকূল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীগণকে ব্যক্তিগতভাবে অভ্যর্থনা জানাইবেন এবং ভ্রমণের মধ্যে সময়ে সময়ে তাহাদের খোঁজখবর লইবেন।

২৮.৫ তিনি ভ্রমণের মধ্যে অন্ততঃ একবার করিয়া প্রথম শ্রেণী ও শোভন শ্রেণীর যাত্রীদের খোঁজখবর লইবেন।

২৮.৬ ভ্রমণের সময় দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি একটি ডায়েরী রাখিবেন এবং উহাতে নিম্নে প্রদত্ত ছক মোতাবেক প্রতি পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট ট্রেনে কর্মরত সকল কর্মচারীর বিবরণ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ট্রেন চলাকালীন সময়ে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবেন।

প্রথম পৃষ্ঠা

ট্রেন নং. . . . . ট্রেনের নাম . . . . তারিখ. . . . .

ষ্টেশন. . . . . হইতে . . . . .পর্যন্ত

কর্তব্যরত কর্মচারীর বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	পদনাম	মন্তব্য
. . . . .	. . . .	. . . .	
. . . . .	. . . .	. . . .	

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

ট্রেন চলাকালীন সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

. . . .

. . . .

স্বাক্ষর

২৮.৭ কোন কারণে ট্রেন পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িলে বা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিলে তিনি তাহা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবেন ও মাইকে ঘোষণার ব্যবস্থা করিবেন।

২৮.৮ ট্রেনে কর্তব্যরত কোন কর্মচারীর কর্তব্যে অবহেলা নজরে আসিলে তিনি তাহা সংশোধন করিবেন এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বরাবরে রিপোর্ট পেশ করিবেন।

২৯ **ভারপ্রাপ্ত গার্ড**

২৯.১ তিনি পরিচ্ছন্ন অনুমোদিত পোষাকে সজ্জিত হইয়া তাহার সরঞ্জামাদিসহ গাড়ী ছাড়ার ত্রিশ মিনিট পূর্বে কর্তব্যরত ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী গ্রহণ করিবেন।

২৯.২ ইহার পর তিনি লোকো মাষ্টার, সহকারী লোকো মাষ্টার, কণ্ডাক্টর গার্ড, পরিচর্যক এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিকম সহযোগীদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন।

২৯.৩ তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া এবং এইগুলির যথাযথ কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া ট্রেনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন:

ক. সমগ্র ট্রেনটি সঠিকভাবে সংযুক্ত অবস্থায় আছে এবং উহার কোচগুলি পূর্ব নির্ধারিত বিন্যাস (মার্শালিং) অনুসারে সংযোজিত আছে।

খ. ট্রেনটিতে নির্ধারিত গতিরোধক ক্ষমতা (ব্রেকিং পাওয়ার) আছে এবং ভ্যাকুয়াম-এর পরিমাণ ইঞ্জিনে ন্যূনতম ২১ ইঞ্চি ও গার্ডের কামরায় ১৮ ইঞ্চি আছে।

গ. যাত্রীবাহী কোচগুলির দরজা ও জানালা যথাযথ কার্যকর অবস্থায় আছে।

ঘ. ট্রেনটি টেইল বোর্ড/টেইল ল্যাম্প ও ব্রেক-ভ্যান বাতি সহকারে প্রস্তুত অবস্থায় আছে এবং রাত্রিকালে ঐ সমস্ত বাতি উজ্জ্বলভাবে জ্বালানো আছে।

ঙ. গার্ড ও লোকোমাষ্টারের মধ্যে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকর অবস্থায় আছে।

চ. এলার্ম চেইন ঠিক ও কার্যকর অবস্থায় আছে।

২৯.৪ গার্ডের কামরায় রক্ষিত টেলিফোন সেটটি তিনি নিজের দায়িত্বে রাখিবেন এবং গন্তব্যে পৌঁছিয়া তাহা টেলিকম সহযোগীকে হস্তান্তর করিবেন।

২৯.৫ প্রারম্ভিক ষ্টেশনে ট্রেন ছাড়ার ৫ মিনিট পূর্বে ষ্টেশন সতর্ক ঘন্টা বাজিবার সংগে সংগে সকল গাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়াছে কিনা তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

২৯.৬ তিনি যাত্রার পূর্বে লোকো মাষ্টারের সংগে ট্রেন চলাকালীন পালনীয় গতি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লইবেন এবং উভয়ের ঘড়িতে সময় মিলাইয়া লইবেন।

২৯.৭ ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট হইতে গাড়ী ছাড়ার সংকেত পাওয়ার পর তিনি লোকো মাষ্টারের সহিত টেলিফোনের মাধ্যমে প্রস্তুতি বিষয়ে মত বিনিময় করিবেন এবং হুইসেল দিয়া ও পতাকা দুলাইয়া গাড়ী ছাড়ার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

২৯.৮ যাত্রা শুরুর পরে তিনি বিধি অনুযায়ী লোকো মাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 'সব কিছু ঠিক আছে' সংকেত (অল রাইট সিগনাল) বিনিময় করিবেন।

২৯.৯ ট্রেন চলাকালীন অবস্থায় ট্রেনের নির্ধারিত গতি এবং আরোপিত গতি নিয়ন্ত্রণ যথাযথ-ভাবে পালিত হইতেছে কিনা সেইদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনমত লোকো মাষ্টারের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন।

২৯.১০ তিনি চলন্ত ট্রেনে সর্বক্ষণ তাহার দৃষ্টি সজাগ রাখিবেন এবং কোন প্রকার অস্বাভাবি-কতা চোখে পড়িতেছে কিনা বা বিপদের কোন আশংকা আছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। লোকো মাষ্টারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া তিনি সময়ে সময়ে তাহার সংগে সংকেত বিনিময় করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে টেলিফোনের মাধ্যমে লোকো মাষ্টারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গাড়ী থামাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

২৯.১১ কোন ষ্টেশন সরাসরি অতিক্রমকালে তিনি কর্তব্যরত ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত 'সব কিছু ঠিক আছে' সংকেত বিনিময় করিবেন এবং কোন বিপদাশংকা থাকিলে ষ্টেশন মাষ্টারকে লাল সিগনাল দেখাইবেন যাহাতে তিনি পরবর্তী ষ্টেশন মাষ্টারকে উহা অবহিত করিতে পারেন।

২৯.১২ প্রতিটি জংশন ষ্টেশন এবং গতি নিয়ন্ত্রণ এলাকা অতিক্রমকালে তিনি লোকো মাষ্টারের সহিত হাত সিগনালের মাধ্যমে সংকেত বিনিময় করিবেন।

২৯.১৩ উপরে উল্লিখিত নির্দেশাবলী ছাড়াও তিনি জিএণ্ডএস রুল বইয়ের অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অথবা সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলী অবশ্যই পালন করিবেন।

২৯.১৪ যাত্রার পূর্বে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি যথাযথ কার্যোপযোগী অবস্থায় তাহার সহিত আছে কিনা তিনি তাহা দেখিয়া লইবেন :

ক. সাধারণ ও আনুষঙ্গিক নিয়মাবলী (জিএণ্ড এস রুল)।

খ. সমস্ত সংশোধনী ও সংযোজনীসহ ওয়ার্কিং টাইম টেবিলের একটি কপি।

গ. গতি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নির্দেশাবলী।

ঘ. জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য একটি বহনযোগ্য টেলিফোন সেট।

ঙ. প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদিসহ একটি ফার্স্ট এইড বাক্স এবং কার্যকর অবস্থায় একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।

চ. একটি ঘড়ি ও একটি চার ব্যাটারীর টর্চ লাইট।

ছ. একটি হুইসেল, একটি হাত সিগনাল বাতি এবং দুইটি লাল ও দুইটি সবুজ পতাকা।

জ. কমপক্ষে বারটি ডেটোনেটর।

ঝ. একটি অভিযোগ বই ও একটি মেমোরেণ্ডাম বই।

ঞ. প্রয়োজনীয় কলম, কালি, পেন্সিল, রেজিষ্টার বই, ছুরি, কাঁচি, কেরোসিন তৈল, ফিতা, রশি, দিয়াশলাই ইত্যাদি।

৩০ **কন্ডাক্টর গার্ড**

৩০.১ তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনুমোদিত পোষাকে সজ্জিত হইয়া গাড়ী ছাড়ার ত্রিশ মিনিট পূর্বে কর্তব্যরত ষ্টেশন মাষ্টার ও দায়িত্ব প্রাপ্ত গার্ডের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী গ্রহণ করিবেন।

৩০.২ তাহার অধীনে কর্তব্যরত পরিচর্যক এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিকম সহযোগীগণের উপস্থিতি গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত করিবেন।

৩০.৩ তিনি সময় সময় তাহাদের কাজ তদারক করিবেন ও তাহারা নাম ফলক ও পদবী ফলক সহ অনুমোদিত পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত অবস্থায় কর্মরত আছেন কিনা তাহা দেখিবেন।

৩০.৪ ট্রেনের প্রতিটি কামরার পাখা ও বাতি চালু অবস্থায় আছে কিনা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ত্রুটিমুক্ত আছে কিনা তিনি তাহা দেখিবেন এবং কামরা ও বাথরুমগুলি যথাযথ পরিষ্কার আছে কিনা ও পানি সরবরাহ সঠিক অবস্থায় আছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হইবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমূহ, যেমন ছিটকিনি, বল্টু ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এবং কোথাও কোন ত্রুটি থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সারাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন ও ত্রুটি সংক্রান্ত বিবরণী সংক্ষেপে পরিচর্যকের ডেফিসিয়েন্সী রেজিষ্টারে লিখিয়া লইবেন।

৩০.৫ তিনি ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট হইতে যাত্রাশুরুর ষ্টেশনে বিক্রীত টিকেটের নম্বরসহ সীট চার্ট গ্রহন করিবেন এবং ট্রেনে কর্তব্যরত পরিচর্যকের সহযোগিতায় যাত্রীদিগকে নিজ নিজ আসন গ্রহণে সাহায্য করিবেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীগণকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণে সাহায্য করিবেন।

৩০.৬ গাড়ী ছাড়ার পূর্বে যাত্রীসাধারণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরিচর্যকগণ গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়াছেন মর্মে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত হইবেন এবং প্রতিটি গাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়াছে কিনা তাহা বাহির হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

৩০.৭ ট্রেনে সংযোজিত ডাইনিং কারটি তদারক করিয়া তিনি রান্না ঘরের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বয়-বেয়ারাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও তাহাদের কার্যকালীন তৎপরতা ও পরিচ্ছন্নতা যথাযথ বজায় আছে কিনা তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন। বিশেষ করিয়া খাবার পানি ও খাদ্য দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা ও মান বজায় আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

৩০.৮ যাত্রীদের নিকট হইতে ডাইনিং কারে খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা, মান, মূল্য ও পরিবেশন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তিনি সেই বিষয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং অভিযোগটি তাহার নিকট রক্ষিত অভিযোগ বইতে লিপিবদ্ধ করাইয়া উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩০.৯ যাত্রীদের কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন এবং অভিযোগ বইতে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করাইয়া উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। তিনি যাত্রীদের সহিত সর্বদা শিষ্টতা ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করিবেন।

৩০.১০ কোন যাত্রীর ফার্ষ্ট এইডের প্রয়োজন হইলে তৎক্ষনাৎ উহার ব্যবস্থা করিবেন এবং যাত্রী সংক্রান্ত কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিলে তাহা গন্তব্য ষ্টেশনের ষ্টেশন ম্যানেজার/ষ্টেশন মাষ্টারকে অবহিত করিবেন যিনি বিষয়টি কণ্ট্রোল অফিসকে জানাইবেন।

৩০.১১ তিনি যাত্রীদের টিকেট এবং আন্তঃনগর পাশ বা বিশেষ ট্রিপ পারমিটে ভ্রমণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর পাশ/পারমিট চেক করিয়া প্রয়োজনবোধে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

৩০.১২ তিনি ট্রেন গার্ডের সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে পুর্ণ জ্ঞান রাখিবেন এবং প্রয়োজনবোধে ট্রেন গার্ডের কাজে সহযোগিতা করিবেন অথবা এককভাবে ট্রেন গার্ডের কাজ চালাইয়া যাইবেন।

৩১ **লোকোমাষ্টার**

৩১.১ তিনি পরিচ্ছন্ন অনুমোদিত পোষাকে সজ্জিত হইয়া শেড হইতে ইঞ্জিন বাহির হইবার এক ঘন্টা পূর্বে শেডে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

৩১.২ নির্ধারিত ট্রেনে কাজের জন্য তিনি সমস্ত প্রস্তুতি সময় মত সম্পন্ন করিবেন এবং শেড হইতে ইঞ্জিনসহ বাহিরে আসিবার পূর্বে ফুয়েল, কুলিং ও লুব্রিকেটিং সিষ্টেমে প্রয়োজনীয় তেল, পানি ইত্যাদি সঠিক পরিমাণে আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া সর্বতোভাবে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন।

৩১.৩ তিনি ইঞ্জিনের ব্রেক ও হেড লাইট পরীক্ষা করিয়া উহার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন এবং ইঞ্জিন রুম ও ক্যাবে রক্ষিত গেজ ও সংকেত আলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন।

৩১.৪ ট্রেন ছাড়িবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পূর্বে তিনি ইঞ্জিনসহ শেড হইতে বাহির হইয়া সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে রেকের সংগে ইঞ্জিন সংযোজন করিবেন।

৩১.৫ লোকো মাষ্টার ও গার্ডের মধ্যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার [illegible] তিনি ইঞ্জিনে ন্যূনতম ২১ ইঞ্চি ও গার্ড ব্রেকে ১৮ ইঞ্চি ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করিবেন এবং কর্তব্যরত গার্ডের সংগে চলাকালীন পালনীয় গতিপ্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া উভয়ের ঘড়িতে সময় মিলাইয়া লইবেন।

৩১.৬ তিনি গার্ডের সংকেত পাওয়ার পর গাড়ী ছাড়িবেন এবং পিছনে তাকাইয়া হাত সিগনালের মাধ্যমে গার্ডের সহিত 'সব কিছু ঠিক আছে' সংকেত বিনিময় করিবেন।

৩১.৭ তিনি জি এণ্ড এস রুল বইয়ে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন এবং দায়িত্ব পালনসহ নিম্নে বর্ণিত নির্দেশাবলী অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সংগে পালন করিবেন :

ক. ট্রেন চলাকালীন অবস্থায় ট্রেনের নির্ধারিত গতি এবং আরোপিত গতি নিয়ন্ত্রণ যথাযথ পালন করিয়া গাড়ী চালাইতে হইবে এবং পথিমধ্যে সমস্ত সিগনাল, পয়েন্টস্-ক্রসিংস ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিধি নিষেধের উপর সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

খ. সমগ্র যাত্রাপথে বিশেষ করিয়া ষ্টেশন অতিক্রম কালে সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সিগনালের বাতি ও লাইনে কোন বাধা-বিপত্তির ব্যাপারে খেয়াল রাখিতে হইবে।

গ. চলন্ত ট্রেন হইতে সর্বক্ষণ বাহিরে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সম্মুখে কিংবা পিছনে, ট্রেনের ভিতরে কিংবা বাহিরে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা

চোখে পড়িতেছে কিনা বা কোন বিপদের আশংকা দেখা যাইতেছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে।

ঘ. সময়ে সময়ে হাত সিগনালের মাধ্যমে কর্তব্যরত গার্ডের সংগে সংকেত বিনিময় করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধে টেলিফোনের মাধ্যমে গার্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে।

ঙ. প্রতিটি জংশন ষ্টেশন এবং গতি নিয়ন্ত্রণ এলাকা অতিক্রম কালে গার্ডের সংগে হাত সিগনালের মাধ্যমে সংকেত বিনিময় করিতে হইবে।

৩১.৮ তিনি ইঞ্জিনের ক্যাবে রক্ষিত গেজগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং বিশেষ করিয়া সেফটি ডিভাইসগুলির সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিত করিবেন।

৩১.৯ তিনি ইঞ্জিনের রিপেয়ার বই, লগ বই, টুল বাক্স এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সর্বদা কার্যকরী অবস্থায় সংরক্ষণ করিবেন ও যথাযথ ব্যবহার করিবেন।

৩১.১০ তিনি গার্ডের সংকেত পাওয়া মাত্র সাড়া দিয়া ট্রেন ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন এবং অযথা বিলম্ব পরিহার করিবেন।

৩১.১১ সর্বদা যাত্রা শুরুতে ত্বরণ (এক্সেলারেশন) সর্বোচচ মাত্রায় বজায় রাখিবেন এবং নির্ধারিত গতিমাত্রা নির্ভুলভাবে পালন করিয়া যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে চলিবেন এবং অনুমোদিত গতি সীমার মধ্যেই সময়ের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিবেন।

৩১.১২ পথিমধ্যে রেলওয়ে ট্র্যাকে কোন মানুষ বা প্রাণী কাটা পড়া, কোন ট্রলী বা যান-বাহনের সংগে ধাক্কা লাগা ইত্যাদি ধরণের ঘটনা ঘটিলে বা নিরাপদ ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হইতে পারে এমন কিছু নজরে পড়িলে তিনি পরবর্তী ষ্টেশনে ট্রেন থামাইয়া বিষয়টি ষ্টেশন মাষ্টারকে রিপোর্ট করিবেন।

৩২ সহকারী লোকোমাস্টার

৩২.১ তিনি উপরে বর্ণিত দায় দায়িত্ব পালনে ও কর্মসম্পাদনে সর্বদা লোকোমাষ্টারকে সাহায্য করিবেন ও তাহার তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন।

৩২.২ তিনি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ইঞ্জিন রুম ও ক্যাবে রক্ষিত নির্ধারিত আইটেমগুলির গেজ রিডিং পরীক্ষা করিয়া রিপেয়ার বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩২.৩ ট্রেন চলাকালীন সময়ে তিনি ট্র্যাক ও সিগনালের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লোকোমাষ্টারকে অবহিত করিবেন।

৩৩ পরিচর্যক

৩৩.১ তিনি নামফলক সহ পরিচ্ছন্ন অনুমোদিত পোষাক পরিধান করিয়া ট্রেন ছাড়িবার নির্ধারিত সময়ের ত্রিশ মিনিট পূর্বে কর্তব্যরত কণ্ডাক্টর গার্ডের নিকট হাজিরা প্রদান করিবেন এবং অতঃপর লগ বই অনুযায়ী নিরাপত্তা প্রহরীর সহিত যৌথভাবে নিজ নিজ ক্যারেজের ত্রুটি ও ঘাটতি পরীক্ষা করিয়া তাহা বুঝিয়া লইয়া ডিউটি রোষ্টার অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

৩৩.২ তিনি ক্যারেজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পাখা, বাতি, দরজা ও জানালার অবস্থা এবং টয়লেটের বেসিন ও কমোড কল পরীক্ষা করিয়া ভালভাবে দেখিয়া লইবেন এবং কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩৩.৩ ক্যারেজের নিরাপত্তা মূলক যন্ত্রাংশ সমূহ যথা দরজার ছিটকিনি, টার্নওভার ল্যাচ, তালা, টয়লেটের দরজার ভিতরের ছিটকিনি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা তিনি সারাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩৩.৪ প্রারম্ভিক ষ্টেশনে গাড়ীর তিনটি দরজা বন্ধ করিয়া তিনি প্লাটফরমের দিকের 'উঠিবার দরজা' দিয়া যাত্রী সাধারণের উঠিবার ব্যবস্থা করিবেন। ট্রেন ছাড়িবার ৫ মিনিট পূর্বে দরজা সমূহ বন্ধ করিবেন এবং ট্রেন চালু অবস্থায় দরজা সব সময় বন্ধ রাখিবেন।

৩৩.৫ তিনি গাড়ী ছাড়িবার পূর্বে, বিরতি ষ্টেশনে এবং গন্তব্য ষ্টেশনে অবশ্যই কোচ নির্দেশিকা ফলক সঠিকভাবে ও সঠিক স্থানে লাগাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩৩.৬ তিনি যাত্রী সাধারণকে অভ্যর্থনা জানানোসহ আসন গ্রহণে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের সুবিধার প্রতি নজর রাখিবেন। কোন যাত্রীর অসুস্থতা দেখা দিলে কণ্ডাক্টর গার্ডকে জানাইবেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে তাহাকে সাহায্য করিবেন।

৩৩.৭ যাত্রীরা অভিযোগ বই চাহিবামাত্র তিনি কণ্ডাক্টর গার্ডের নিকট হইতে তাহা আনিয়া প্রদান করিবেন এবং সর্বদা বিনয় ও নম্রতার সহিত যাত্রীদের সংগে ব্যবহার করিবেন।

৩৩.৮ তিনি প্রয়োজনে এলার্মচেন ব্যবহারে যাত্রী সাধারণকে সাহায্য করিবেন। তবে যাহাতে অযথা এলার্মচেন ব্যবহার না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৩৩.৯ গাড়ীর অভ্যন্তরভাগ ও বাথরুম যাহাতে সর্বক্ষণ পরিচ্ছন্ন থাকে এবং অযথা পানির অপচয় না হয় তিনি সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৩৩.১০ তিনি ক্যারেজের লক্ষ্যযোগ্য ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সমূহ সর্বদা লগ বইতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পর কার্যরত টিএক্সআরকে ত্রুটি সমূহ সারাইবার জন্য অবহিত করিবেন।

৩৩.১১ চলন্ত অবস্থায় গাড়ীতে কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলে তিনি তাহা অবিলম্বে কণ্ডাক্টর গার্ডকে জানাইবেন এবং প্রয়োজন হইলে গাড়ী থামাইয়া রানিং গিয়ার ও ব্রেক গিয়ার পরীক্ষা করিয়া কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে তাহা সংশোধন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৩.১২ ভ্রমণ কালে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিলে তিনি তাহা কণ্ডাক্টর গার্ডকে অবহিত করিবেন।

৩৩.১৩ সাধারণতঃ চলন্ত অবস্থায় তিনি নিজের নির্ধারিত ক্যারেজ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অন্য ক্যারেজে যাইতে হইলে পার্শ্ববর্তী ক্যারেজের পরিচর্যককে নজর রাখিতে বলিয়া অল্পক্ষণের জন্য যাইতে পারিবেন।

৩৩.১৪ প্রান্তিক ষ্টেশনে যাত্রীদের নামার সাথে সাথে তিনি ক্যারেজের দরজা এবং জানালা যথাযথভাবে বন্ধ করিবেন। যাত্রা শেষে ক্যারেজের প্রতিটি জানালা ও দরজা ঠিকভাবে বন্ধ করিয়া নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের নিকট লগ বই অনুযায়ী সব কিছু বুঝাইয়া দিবেন।

৩৪ **টেলিকম সহযোগী**

৩৪.১ তিনি নাম ফলক সহ অনুমোদিত পোষাক পরিধান করিয়া সংশ্লিষ্ট ট্রেনের যাত্রা শুরুর নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ এক ঘন্টা আগে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া টেলিকম কামরার সমস্ত মালামাল, যথা—কেসেট প্লেয়ার, ব্যাটারী, এমপ্লিফায়ার, কেসেট, টেলিফোন সেট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবেন।

৩৪.২ তিনি উপরোক্ত যন্ত্রপাতিগুলির কার্যকারিতার মান ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া ট্রেনের পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম চালু করিবেন।

৩৪.৩ তিনি ট্রেন ছাড়িবার পূর্বেই গাড়ীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্পীকার পরীক্ষা করিয়া সেগুলি ঠিকমত কাজ করিতেছে কিনা তাহা দেখিবেন এবং কোন ত্রুটি থাকিলে সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

৩৪.৪ যন্ত্রপাতি, ব্যাটারী বা কেসেটে কোন অসুবিধা পরিলক্ষিত হইলে তিনি তাহা কর্তব্যরত এস এসএ ই/এস এ ই (রেডিও) এর গোচরীভূত করিবেন এবং তাহার সাহায্যে ত্রুটিযুক্ত আইটেমের পরিবর্তন/সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৪.৫ গাড়ী ছাড়িবার অন্ততঃ পনের মিনিট পূর্বে তিনি টেলিফোন সংযোগে কথা বলিয়া পরীক্ষা পূর্বক তাহা গার্ড ও লোকোমাষ্টারকে চালু অবস্থায় বুঝাইয়া দিবেন।

৩৪.৬ তিনি সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুযায়ী ঘোষণা, আযান, যন্ত্র সংগীত ইত্যাদির কেসেট বাজাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং যাত্রা শুরুতে বিলম্ব, পথিমধ্যে অনির্ধারিত যাত্রা বিরতি বা অন্য কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কণ্ডাক্টর গার্ড কর্তৃক মাইক্রোফোনে ঘোষণা প্রচারে সহায়তা করিবেন।

৩৪.৭ তিনি গাড়ীতে যন্ত্র পাতিগুলি সুন্দর ভাবে গুছাইয়া রাখিবেন এবং কোন প্রকার ধুলাবালি বা ময়লা আবর্জনা জমিলে তাহা ভালভাবে পরিষ্কার করিবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী অথবা পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন লোককে টেলিকম রুমে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

৩৪.৮ গাড়ী বেইস ষ্টেশনে ফেরত আসিলে তিনি নির্ধারিত ফরমে টেলিকম রুমের সমস্ত মালামালের চার্জ এস এস এ ই/এস এ ই(রেডিও) অথবা তাহার প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া দিবেন।

৩৪.৯ যে সমস্ত ষ্টেশনে ইঞ্জিন ঘুরাইতে হয়, ঐ সমস্ত ষ্টেশনে গাড়ী পৌছার সংগে সংগে তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া গার্ড এবং লোকো মাষ্টারের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবেন। পুনরায় ইঞ্জিন লাগাইবার পরে টেলিফোন সংযোগ প্রদান করিয়া এবং কথা বলিয়া তাহা পরীক্ষা করিবেন।

৩৪.১০ তিনি যাত্রাশুরুর ষ্টেশনে পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ও টেলিফোন সিষ্টেম-এর যাবতীয় সরঞ্জাম বুঝিয়া লইবার পর হইতে পুনরায় গাড়ী বেইস ষ্টেশনে ফিরিয়া আসার পরে উক্ত সরঞ্জামগুলি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট বুঝাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত সরঞ্জামের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৩৫ **ইলেকট্রিশিয়ান ও ইলেকট্রিক খালাসী**

৩৫.১ তাহারা নামফলকসহ অনুমোদিত পরিচ্ছন্ন পোষাকে সজ্জিত হইয়া ট্রেন ছাড়িবার ১ ঘণ্টা পূর্বে কণ্ডাক্টর গার্ডের নিকট হাজিরা দিয়া নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নিকট হইতে গাড়ীর বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশগুলি বুঝিয়া লইবেন এবং ট্রেন চলাকালীন সময়ে উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৩৫.২ ট্রেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন্ঃ

ক. ডায়নামো বেল্ট সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে।

খ. ব্যাটারীগুলী ঠিকমত চার্জ করা আছে।

গ. ফিউজ তারগুলি সঠিক ক্ষমতা সম্পন্ন অবস্থায় লাগানো আছে।

ঘ. জেনারেটিং ইউনিটগুলি কার্য্যকর অবস্থায় আছে।

৩৫.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহের ত্রুটি এবং পাখা ও বাতির সাময়িক অচল অবস্থা থাকিলে তাহা তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের ব্যবস্থা করিবেন এবং সমস্ত বাতি, পাখা, কাঁচের ঢাকনা নিয়ন্ত্রণ প্যানেল ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সঠিক অবস্থায় রাখিবেন।

৩৫.৪ আন্তঃকোচ বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থা কার্যকর অবস্থায় আছে কিনা তৎপ্রতি নজর রাখিবেন এবং নির্ধারিত সময়ে বাতি ও পাখা চালু ও বন্ধ করিবেন। অতিরিক্ত বাতি, ছোটখাট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টর্চলাইট ইত্যাদি সংগে রাখিবেন।

৩৫.৫ সমগ্র গাড়ীর বৈদ্যুতিক অবস্থা গাড়ী ছাড়ার পূর্বেই কণ্ডাক্টর গার্ডকে অবহিত করিবেন। কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি বা ফাংশনিং সিষ্টেমে বিঘ্ন ঘটিলে সেগুলি লগ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫.৬ যে সকল আন্তঃনগর ট্রেনে মিড-অন-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই সকল ট্রেনের কর্তব্যরত ইলেকট্রিশিয়ানগণ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণের জন্য সরাসরি পাওয়ার কারের চালক-এর সহিত সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

৩৫.৭ যাত্রী সাধারণের সহিত ভদ্রতা ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার বজায় রাখিবেন এবং সেবা মূলক মনোভাব লইয়া তাহাদের বৈদ্যুতিক গোলযোগ সংক্রান্ত অভিযোগ সমাধানে সচেষ্ট থাকিবেন।

৩৫.৮ গাড়ী গন্তব্য ষ্টেশনে পৌঁছাইলে কর্মরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের নিকট বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

৩৬ বুকিং সহকারী

৩৬.১ তিনি নামফলকসহ অনুমোদিত পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত অবস্থায় যথাসময়ে কর্তব্যকাজে হাজির হইবেন।

৩৬.২ তিনি নির্ধারিত সময়ে আন্তঃনগর বুকিং কাউন্টার খুলিবেন এবং কাউন্টারের সামনে আসন সংরক্ষণ নির্দেশিকা বোর্ড সঠিক ভাবে লিখার প্রতি নজর রাখিবেন।

৩৬.৩ তিনি বিক্রীত টিকেটে সঠিক কোচ নম্বর ও আসন নম্বর লিখার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখিবেন। ভাড়া সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সঠিক ভাড়া লিখিয়া সীল-মোহর দিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

৩৬.৪ নির্ধারিত কোটার অতিরিক্ত টিকেট যাহাতে বিক্রয় না হয় তিনি সেইদিকে বিশেষ নজর রাখিবেন।

৩৬.৫ টিকেট কাউন্টারে যেন পর্যাপ্ত টিকেট মজুদ থাকে তিনি সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং যাহাতে টিকেটের চাহিদাপত্র সময়মত সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরিত হয় ও মজুদকৃত টিকেট শেষ হওয়ার পূর্বেই টিকেটের সরবরাহ পাওয়া যায় তাহার জন্য তৎপর থাকিবেন।

৩৬.৬ টিকেট ক্রয়েচ্ছু যাত্রী সাধারণের প্রতি নম্র, ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ করিবেন।

৩৭ টিকেট সংগ্রহকারী

৩৭.১ তিনি নামফলকসহ অনুমোদিত পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করিয়া নির্ধারিত সময়ে কর্তব্যকাজে হাজির হইবেন।

৩৭.২ তিনি আসন সংরক্ষণ তালিকা প্রস্তুতের ব্যাপারে বুকিং সহকারীকে সহযোগিতা করিবেন ও তাহা কণ্ডাক্টর গার্ডের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

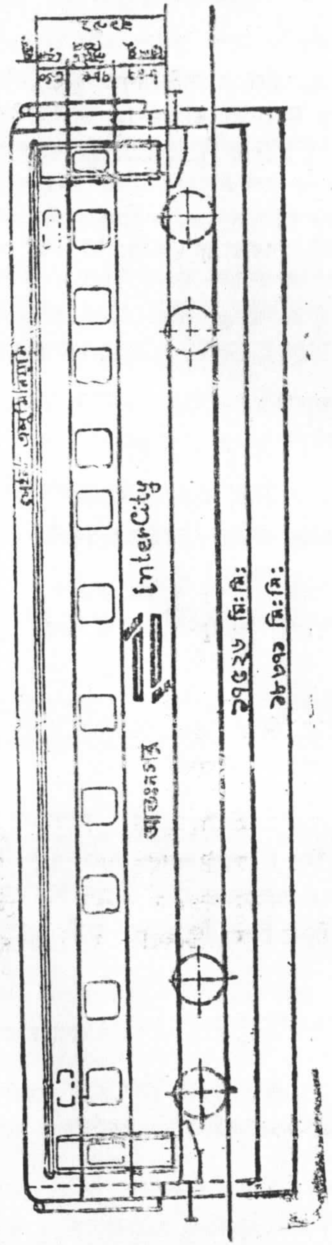
৩৭.৩ তিনি প্রবেশ পথে টিকেট পরীক্ষা করিয়া যাত্রীগণকে ষ্টেশনে প্রবেশ করাইবেন এবং অনুরূপভাবে বহির্গামী যাত্রী সাধারণের টিকেট পরীক্ষা করিয়া উহা সংগ্রহ করিবেন।

৩৭.৪ আন্তঃনগর ট্রেনের জন্য নির্দিষ্ট ছকে আলাদাভাবে টি সি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

৩৭.৫ তিনি ষ্টেশনে বিনা টিকেটের যাত্রীর প্রবেশ ও আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিবেন এবং বিনা টিকেটে আগত যাত্রীদেরকে চিহ্নিত করিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আন্তঃনগর ট্রেন ষ্টেশনে আগমনের সময় কণ্ডাক্টর গার্ডের নিকট হইতে সোপর্দকৃত বিনা টিকেটের যাত্রী গ্রহণ করিয়া পরবর্তী ব্যবস্থা নইবেন।

পরিশিষ্ট ১খ

আন্তঃনগর ট্রেন কোচের কালার স্কীম



সাইড প্যানেলের রঙের শেড

স্পেসিফিকেশন : বি এস আই বি এস ৩৮১ সি : ১৯৮০

(১) রেল ব্লু : শেড নং ১১৪

(২) লাইট স্টোন : শেড নং ৩৬১

পরিশিষ্ট ১গ

আন্তঃনগর কোষের গঠন

কেন্দ্রীয় কোষ

১. যুগ্ম মহাপরিচালক (অপারেশন) — সমন্বয়কারী

২. যুগ্ম মহাপরিচালক (এম এণ্ড এস) — সদস্য

৩. যুগ্ম মহাপরিচালক (ই পি পি) — সদস্য

৪. পরিচালক (ট্র্যাফিক) — সদস্য-সচিব

আঞ্চলিক কোষ

১. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক — ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

২. প্রধান পরিবহণ কর্মকর্তা — সদস্য

৩. প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী — সদস্য

৪. প্রধান প্রকৌশলী — সদস্য

৫. প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী — সদস্য

৬. প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী — সদস্য

৭. চীফ কমাণ্ড্যাণ্ট — সদস্য

৮. অতিরিক্ত প্রধান পরিবহণ কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

পরিশিষ্ট ১ঘ

আন্তঃনগর কোষের কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় আন্তঃনগর কোষ

। আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষ সমূহের যাবতীয় কার্যাবলী তদারককরণ।

। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চলাচলে সময়ানুবর্তিতা এবং আসন সংখ্যা ও আসন ব্যবহারের হার (সীট অকুপেন্সী রেট) বিশ্লেষণ পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

। যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ ভ্রমণসহ আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের সার্বিক সেবার গুণগত মান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দান।

। আন্তঃনগর ট্রেনের পরিদর্শন এবং বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

। আন্তঃনগর ট্রেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত যাবতীয় নির্দেশাবলী যাহাতে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় তাহা নিশ্চিতকরণ।

আঞ্চলিক আন্তঃনগর কোষ

। আন্তঃনগর ট্রেন সমূহ ঘন ঘন পরিদর্শন, পরীক্ষা ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে এই ট্রেনগুলির চলাচলে ইপ্সিত দক্ষতা, সময়ানুবর্তিতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং নির্ধারিত যাত্রী-সেবা ও সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

এই ধরণের পরিদর্শন ও পরীক্ষার ভিত্তিতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারীকরণ।

পূর্ব নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর সময়ানুবর্তিতা, শ্রেণী ভিত্তিক আসন ক্ষমতা বনাম অকুপেন্সী রেট, আয়, পরিচ্ছন্নতা, যাত্রীসেবা ও সুবিধার মান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ।

কোষের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

পরিশিষ্ট ২ক

বিভিন্ন শ্রেণীর আন্তঃনগর ট্রেনের তালিকা

ক্রমিক নং	ট্রেন নং	নাম	রুট
		পূর্বাঞ্চল : 'ক' শ্রেণী	
১।	৭০১/৭০২	মহানগর প্রভাতী	ঢাকা-চট্টগ্রাম
২।	৭০৩/৭০৪	মহানগর পূরবী	ঢাকা-চট্টগ্রাম
৩।	৭০৯/৭১০	পারাবত	ঢাকা-সিলেট
৪।	৭৩৯/৭৪০	উপবন	ঢাকা-সিলেট
৫।	৭৪১/৭৪২	তূর্ণা নিশীথা	ঢাকা-চট্টগ্রাম
		পূর্বাঞ্চল : 'খ' শ্রেণী	
১।	৭১১/৭১২	উপকূল	ঢাকা-নোয়াখালী
২।	৭১৭/৭১৮	জয়ন্তীকা	ঢাকা-সিলেট
৩।	৭১৯/৭২০	পাহাড়িকা	চট্টগ্রাম-সিলেট
৪।	৭২১/৭২২	উর্মি অরুণা	ঢাকা-চট্টগ্রাম
৫।	৭২৩/৭২৪	উর্মি গোধূলি	ঢাকা-চট্টগ্রাম
		পূর্বাঞ্চল : 'গ' শ্রেণী	
১।	৭২৯/৭৩০	মেঘনা	চট্টগ্রাম-চাঁদপুর
২।	৭৩৭/৭৩৮	এগার সিন্দুর	ঢাকা-ভৈরব-ময়মনসিংহ
৩।	৭৪৯/৭৫০	উপসাগর	চট্টগ্রাম-নোয়াখালী

ক্রমিক নং	ট্রেন নং	নাম	রুট
		পশ্চিমাঞ্চল : 'ক' শ্রেণী	
		—নাই—	
		পশ্চিমাঞ্চল : 'খ' শ্রেণী	
১।	৭১৩/৭১৪	করতোয়া	সান্তাহার-তিস্তামুখঘাট
২।	৭২৭/৭২৮	রূপসা	খুলনা-সৈয়দপুর
৩।	৭৩১/৭৩২	বরেন্দ্র	রাজশাহী-নীলফামারী
৪।	৭৪৭/৭৪৮	সীমান্ত	খুলনা-সৈয়দপুর
		পশ্চিমাঞ্চল : 'গ' শ্রেণী	
১।	৭২৫/৭২৬	তিতুমীর	খুলনা-গোয়ালন্দ
২।	৭৩৩/৭৩৪	মনিহার	লালমনিরহাট-পার্বতীপুর
৩।	৭৩৫/৭৩৬	লালন শাহ	গোয়ালন্দ-পোড়াদহ
		উভয়াঞ্চল : 'ক' শ্রেণী	
		—নাই—	
		উভয়াঞ্চল : 'খ' শ্রেণী	
১।	৭০৫/৭০৬	পদ্মা	ঢাকা-রাজশাহী
২।	৭০৭/৭০৮	তিস্তা/করতোয়া	ঢাকা-দিনাজপুর
৩।	৭১৫/৭১৬	প্রাচী প্রতীচী	চট্টগ্রাম-খুলনা
৪।	৭৪৩/৭৪৪	একতা	ঢাকা-দিনাজপুর
৫।	৭৪৫/৭৪৬	যমুনা	ঢাকা-রাজশাহী
		উভয়াঞ্চল : 'গ' শ্রেণী	
		—নাই—	

পরিশিষ্ট ৩ক

আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেনসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর ভাড়ার হার নিরূপণের ভিত্তি

১ **তাপানুকূল প্রথম শ্রেণী (স্লিপার)**

১.১ বর্তমান মূল ভাড়া অপরিবর্তিত থাকিবে।

১.২ বার্থ সংরক্ষণ ফি বাবদ প্রতি টিকেটে ৬'০০ (ছয়) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

১.৩ বিছানা সরবরাহ বাবদ প্রতি টিকেটের উপর ২২'০০ (বাইশ) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

১.৪ ট্রেনে নাস্তা সরবরাহ করা হইলে প্রতি টিকেটে ২৬'০০ (ছাব্বিশ) টাকা হারে নাস্তা খরচ আদায় করা হইবে।

১.৫ ট্রেনে শুধু চা-বিস্কুট সরবরাহ করা হইলে সেই বাবদ প্রতি টিকেটে ৪'০০ (চার) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

১.৬ উপরোক্ত ১.১ হইতে ১.৫ পর্যন্ত উপ-অনুচ্ছেদের সমুদয় অংক যোগ করার পর ভগ্নাংশ ১০ (দশ) পয়সার বেশী হইলে তাহা পরবর্তী টাকার রূপান্তর করা হইবে। ১০ (দশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে। পূর্ন টাকায় রূপান্তরিত অংক রেলওয়ের প্রাপ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১.৭ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী শুধু মাত্র ১.১ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূল ভাড়ার উপর যমুনা বহুমুখী সেতু সারচার্জ প্রযোজ্য হইলে উহা ঐ মূল ভাড়ার ৫% হারে নিরূপণ করা হইবে। ঐ বিধি মতে নিরূপিত সারচার্জ-এর ভগ্নাংশ ৫০ (পঞ্চাশ) পয়সা বা তার বেশী হইলে তাহা পরবর্তী টাকার রূপান্তর করা হইবে। ৪৯ (উন পঞ্চাশ) পয়সা পর্য্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে। পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত অংক যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১.৮ উপরোক্ত ১.৬ ও ১.৭ উপ-অনুচ্ছেদের দুইটি অংক যোগ করিয়া যাত্রীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য মোট ভাড়া নিরূপিত হইবে।

২ **তাপানুকূল প্রথম শ্রেণী (সীট)**

২.১ পূর্ববর্তী ১.১ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্লিপারের মূল ভাড়ার ৭৫% ভাগ সীটের মূল ভাড়া হিসাবে পরিগণিত হইবে।

২.২ সীট সংরক্ষণ ফি বাবদ প্রতি টিকেটে ৫'০০ (পাঁচ) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

২.৩ বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেনের (মহানগর ট্রেনের মত) বেলায় প্রতি টিকেটে ১৫'০০ (পনের) টাকা হারে বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেন সারচার্জ আদায় করা হইবে।

২.৪ ট্রেনে নাস্তা সরবরাহ করা হইলে প্রতি টিকেটে ২৬'০০ (ছাব্বিশ) টাকা হারে নাস্তা খরচ আদায় করা হইবে।

২.৫ ট্রেনে শুধু চা-বিস্কুট সরবরাহ করা হইলে সেই বাবদ প্রতি টিকেটে ৪'০০ (চার) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

২.৬ উপরোক্ত ২.১ হইতে ২.৫ পর্যন্ত উপ-অনুচ্ছেদের সমুদয় অংক যোগ করার পর ভগ্নাংশ ১০ (দশ) পয়সার বেশী হইলে তাহা পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করা হইবে। ১০ (দশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে। পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত অংক রেলওয়ের প্রাপ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে।

২.৭ যমুনা বহুমুখী সেতু সারচার্জ পূর্ববর্তী ১.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি মোতাবেক আদায় করা হইবে।

২.৭ উপরোক্ত ২.৬ ও ২.৭ উপ-অনুচ্ছেদের দুইটি অংক যোগ করিয়া যাত্রীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য মোট ভাড়া নিরূপিত হইবে।

৩ **প্রথম শ্রেণী (স্লিপার)**

৩.১ বর্তমান মূল ভাড়া অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩.২ বার্থ সংরক্ষণ ফি বাবদ প্রতি টিকেটে ৪'০০ (চার) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

৩.৩ বিছানা সরবরাহ বাবদ প্রতি টিকেটের উপর ২০'০০ (বিশ) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

৩.৪ ট্রেনে নাস্তা সরবরাহ করা হইলে প্রতি টিকেটে ২০'০০ (বিশ) টাকা হারে নাস্তা খরচ আদায় করা হইবে।

৩.৫ ট্রেনে শুধু চা-বিস্কুট সরবরাহ করা হইলে সেই বাবদ প্রতি টিকেটে ৪'০০ (চার) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

৩.৬ উপরোক্ত ৩.১ হইতে ৩.৫ পর্যন্ত উপ-অনুচ্ছেদের সমুদয় অংক যোগ করার পর ভগ্নাংশ ১০ (দশ) পয়সার বেশী হইলে তাহা পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করা হইবে। ১০ (দশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে। পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত অংক রেলওয়ের প্রাপ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে।

৩.৭ যমুনা বহুমুখী সেতু সারচার্জ পূর্ববর্তী ১.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি মোতাবেক আদায় করা হইবে।

৩.৮ উপরোক্ত ৩.৬ ও ৩.৭ উপ-অনুচ্ছেদের দুইটি অংক যোগ করিয়া যাত্রীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য মোট ভাড়া নিরূপিত হইবে।

৪ **প্রথম শ্রেণী (সীট)**

৪.১ পূর্ববর্তী ৩.১ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্লিপারের মূল ভাড়ার ৭৫% সীটের মূল ভাড়া হিসাবে পরিগণিত হইবে।

৪.২ সীট সংরক্ষণ ফি বাবদ প্রতি টিকেটে ৪'০০ (চার) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

৪.৩ বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেনের (মহানগর ট্রেনের মত) বেলায় প্রতি টিকেটে ১৫'০০ (পনের) টাকা হারে বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেন সারচার্জ আদায় করা হইবে।

৪.৪ ট্রেনে নাস্তা সরবরাহ করা হইলে প্রতি টিকেটে ২০ ০০ (বিশ) টাকা হারে নাস্তা খরচ আদায় করা হইবে।

৪.৫ ট্রেনে শুধু চা-বিস্কুট সরবরাহ করা হইলে সেই বাবদ প্রতি টিকেটে ৪.০০ (চার) টাকা হারে আদায় করা হইবে।

৪.৬ উপরোক্ত ৪.১ হইতে ৪.৫ পর্যন্ত উপ-অনুচ্ছেদের সমুদয় অংক যোগ করার পর ভগ্নাংশ ১০ (দশ) পয়সার বেশী হইলে তাহা পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করা হইবে। ১০ (দশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে। পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত অংক রেলওয়ের প্রাপ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে।

৪.৭ যমুনা বহুমুখী সেতু সারচার্জ পূর্ববর্তী ১.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি মোতাবেক আদায় করা হইবে।

৪.৮ উপরোক্ত ৪.৬ ও ৪.৭ উপ-অনুচ্ছেদের দুইটি অংক যোগ করিয়া যাত্রীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য মোট ভাড়া নিরূপিত হইবে।

৫ **শোভন শ্রেণী**

৫.১ দ্বিতীয় শ্রেণীর মেইল ভাড়া শোভন শ্রেণীর মূল ভাড়া হিসাবে পরিগণিত হইবে।

৫.২ নিম্নরূপভাবে শোভন শ্রেণীর সারচার্জ আদায় করা হইবে:

ক. ১ কিঃ মিঃ হইতে ৫০ কিঃ মিঃ দূরত্বের জন্য প্রতি কিঃ মিঃ=০.১২ টাকা।

খ. ৫১ কিঃ মিঃ হইতে ৩৫০ কিঃ মিঃ দূরত্বের জন্য প্রতি অতিরিক্ত কিঃ মিঃ =০.০৮ টাকা।

গ. ৩৫১ কিঃ মিঃ হইতে বেশী দূরত্বের জন্য প্রতি অতিরিক্ত কিঃ মিঃ=০.০৬ টাকা।

ঘ. কোন বিশেষ দূরত্বের জন্য শোভন শ্রেণীর মোট সারচার্জ নিরূপণ করিতে হইলে ক্ষেত্রভেদে উপরোক্ত ক. হইতে গ. উপ-অনুচ্ছেদ মতে নির্ণীত সারচার্জগুলি যোগ করিতে হইবে।

৫.৩ উপরোক্ত ৫.১ ও ৫.২ উপ-অনুচ্ছেদের অংক দুইটি যোগ করিয়া দিনে চলাচলকারী বিরতিপূর্ণ আন্তঃনগর ট্রেনের শোভন শ্রেণীর ভাড়া নিরূপিত হইবে।

৫.৪ বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেনের (মহানগর ট্রেনের মত) বেলায় প্রতি টিকেটে ১২.০০ (বার) টাকা হারে বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেনের সারচার্জ আদায় করা হইবে। ৫.৩ উপ-অনুচ্ছেদে নিরূপিত অংকের সহিত এই অতিরিক্ত সারচার্জ যোগ করিয়া মহানগর এক্সপ্রেস বা ঐ ধরণের অন্য কোন ট্রেন থাকিলে উহার জন্য প্রযোজ্য শোভন শ্রেণীর ভাড়া নির্ধারিত হইবে।

৫.৫ উপরোক্ত ৫.৩ বা ৫.৪ উপ-অনুচ্ছেদের আলোকে নিরূপিত অংকে কোন ভগ্নাংশ থাকিলে নিম্নোক্তভাবে তাহা পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করিয়া পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত অংক রেলওয়ের ভাড়া হিসাবে পরিগণিত হইবে:

ক. ১ হইতে ৩০ কিঃ মিঃ দূরত্বের বেলায় ৪৯ (উনপঞ্চাশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে এবং ৫০ (পঞ্চাশ) পয়সা বা তার উর্ধের ভগ্নাংশ পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করা হইবে।

খ. ৩১ কিঃ মিঃ হইতে বেশী দূরত্বের বেলায় ১০ (দশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে। ১১ (এগার) পয়সা বা তার উর্ধের ভগ্নাংশ পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করা হইবে।

৫.৬ যমুনা বহুমুখী সেতু সারচার্জ পূর্ববর্তী ১.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি মোতাবেক আদায় করা হইবে।

৫.৭ উপরোক্ত ৫.৫ ও ৫.৬ উপ-অনুচ্ছেদের দুইটি অংক যোগ করিয়া যাত্রীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য মোট ভাড়া নিরূপিত হইবে।

৬ **সুলভ শ্রেণী**

৬.১ তৃতীয় শ্রেণীর মেইল ভাড়া সুলভ শ্রেণীর মূলভাড়া হিসাবে পরিগণিত হইবে।

৬.২ সুলভ শ্রেণীর সারচার্জ উপরোক্ত ৫.২ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শোভন শ্রেণীর সারচার্জ এর হিসাব অনুযায়ী আদায় করিতে হইবে।

৬.৩ উপরোক্ত ৬.১ ও ৬.২ উপ-অনুচ্ছেদের অংক দুইটি যোগ করিয়া দিনে চলাচলকারী বিরতিপূর্ণ আন্তঃনগর ট্রেনের সুলভ শ্রেণীর ভাড়া নিরূপিত হইবে।

৬.৪ বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেনের (মহানগর ট্রেনের মত) বেলায় প্রতি টিকেটে ৮.০০ (আট) টাকা হারে বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেন সারচার্জ আদায় করা হইবে। ৬.৩ উপ-অনুচ্ছেদে নিরূপিত অংকের সহিত এই অতিরিক্ত সারচার্জ যোগ করিয়া মহানগর এক্সপ্রেস বা ঐ ধরণের অন্য কোন বিরতিহীন ট্রেন থাকিলে উহার জন্য প্রযোজ্য সুলভ শ্রেণীর ভাড়া নির্ধারিত হইবে।

৬.৫ উপরোক্ত ৬.৩ বা ৬.৪ উপ-অনুচ্ছেদের আলোকে নিরূপিত অংকে কোন ভগ্নাংশ থাকিলে নিম্নোক্তভাবে তাহা পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করিয়া পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত অংক রেলওয়ের প্রাপ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে:

ক. ১ হইতে ৫০ কিঃ মিঃ দূরত্বের বেলায় ৪৯ (উনপঞ্চাশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে এবং ৫০ (পঞ্চাশ) পয়সা বা তার উর্ধের ভগ্নাংশ পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করা হইবে।

খ. ৫১ কিঃ মিঃ হইতে বেশী দূরত্বের বেলায় ১০ (দশ) পয়সা পর্যন্ত ভগ্নাংশ পরিহার করা হইবে। ১১ (এগার) পয়সা বা তার উর্ধের ভগ্নাংশ পরবর্তী টাকায় রূপান্তর করা হইবে।

৬.৬ যমুনা বহুমুখী সেতু সারচার্জ পূর্ববর্তী ১.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি মোতাবেক আদায় করা হইবে।

৬.৭ উপরোক্ত ৬.৫ ও ৬.৬ উপ-অনুচ্ছেদের অংক দুইটি যোগ করিয়া যাত্রীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য মোট ভাড়া নিরূপিত হইবে।

পরিশিষ্ট ৩খ

ভাড়া ফেরত প্রদানের পদ্ধতি

পরিস্থিতি	ফেরত প্রদানের শর্ত	প্রদেয় অর্থের পরিমাণ	আবেদন গ্রহণকারী	আবেদন মঞ্জুরকারী	টাকা ফেরত প্রদানকারী
১	২	৩	৪	৫	৬
টিকেট ফেরত	গাড়ী ছাড়িবার— (১) ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত	নিম্ন বর্ণিত হারে বাদ দিয়া পূর্ণ ভাড়া : তাপানুকূল প্রথম ৮ টাকা প্রথম ৬ টাকা শোভন ৪ টাকা সুলভ ২ টাকা	ষ্টেশন মাষ্টার	ষ্টেশন মাষ্টার	বুকিং ক্লার্ক
	(২) ২৪ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত	২০% ভাগ বাদ দিয়া বাকী ভাড়া	ষ্টেশন মাষ্টার	যেখানে আছেন, সেখানে এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার/ ষ্টেশন ম্যানেজার, অন্যান্য ষ্টেশনে, ষ্টেশন মাষ্টার	বুকিং ক্লার্ক
	(৩) ১২ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত	৩০% ভাগ বাদ দিয়া বাকী ভাড়া	ষ্টেশন মাষ্টার	ঐ	বুকিং ক্লার্ক
	(৪) ৬ ঘণ্টা পূব পর্যন্ত	৪০% ভাগ বাদ দিয়া বাকী ভাড়া	ষ্টেশন মাষ্টার	ঐ	বুকিং ক্লার্ক
	(৫) ৩ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত	৫০% ভাগ বাদ দিয়া বাকী ভাড়া	ষ্টেশন মাষ্টার	ঐ	বুকিং ক্লার্ক
	(৬) ৩ ঘণ্টার কম সময় পূর্ব পর্যন্ত	শূন্য	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব	(১) 'ক' শ্রেণীর ট্রেন : ½ ঘণ্টা পর্যন্ত ½ ঘণ্টার বেশী	শূন্য পূর্ণ ভাড়া	— ষ্টেশন মাষ্টার	— যেখানে আছেন, সেখানে এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার/ ষ্টেশন ম্যানেজার/ অন্যান্য ষ্টেশনে, ষ্টেশন মাষ্টার	— বুকিং ক্লার্ক
	(২) 'খ' শ্রেণীর ট্রেন : ১ ঘণ্টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টার বেশী	শূন্য পূর্ণ ভাড়া	— ষ্টেশন মাষ্টার	— ঐ	— বুকিং ক্লার্ক
	(৩) 'গ' শ্রেণীর ট্রেন : ১½ ঘণ্টা পর্যন্ত ১½ ঘণ্টার বেশী	শূন্য পূর্ণ ভাড়া	— ষ্টেশন মাষ্টার	— ঐ	— বুকিং ক্লার্ক
ট্রেন পৌঁছিতে বিলম্ব	(১) 'ক' শ্রেণীর ট্রেন : ১ ঘণ্টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টা ২ ঘণ্টার বেশী	শূন্য সারচার্জের ৫০% পূর্ণ সারচার্জ	— গন্তব্য ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার ঐ	— গন্তব্য ষ্টেশনের এওএম/এসএমআর/এসএম ঐ	— গন্তব্য ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক ঐ
	(২) 'খ' শ্রেণীর ট্রেন : ১½ ঘণ্টা পর্যন্ত ১½ ঘণ্টা হইতে ২½ ঘণ্টা ২½ ঘণ্টার বেশী	শূন্য সারচার্জের ৫০% পূর্ণ সারচার্জ	— ঐ ঐ	— ঐ ঐ	— ঐ ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৩) 'গ' শ্রেণীর ট্রেন ঃ ২ ঘণ্টা পর্যন্ত ২ ঘণ্টা হইতে ৩ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টার বেশী	শূন্য সারচার্জের ৫০% পূর্ণ সারচার্জ	— গন্তব্য ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার ঐ	— গন্তব্য ষ্টেশনের এ ও এম /এসএম আর/এস এম ঐ	— গন্তব্য ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক ঐ
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল	যে দূরত্ব পর্যন্ত অচল ছিল তাহা উল্লেখ করিয়া এসি এটেণ্ডেণ্ট, কণ্ডাক্টর গার্ড ও ট্রেন তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত প্রত্যায়ন পত্র সহ আবেদন	এই দূরত্বের আনুপাতিক হারে এসি সারচার্জ	ষ্টেশন মাষ্টার	এ ও এম/এস এম আর	বুকিং ক্লার্ক
পথিমধ্যে কোন ষ্টেশন বা স্থানে বিলম্বজনিত কারণে কোন যাত্রী যাত্রা ভংগ করিতে চাহিলে	(১) 'ক' শ্রেণীর ট্রেন ঃ ২ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব ২ ঘণ্টার বেশী বিলম্ব— (ক) রেলওয়ের নিজস্ব কারণে (খ) রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে (২) 'খ' শ্রেণীর ট্রেন ঃ ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব ৩ ঘণ্টার বেশী বিলম্ব— (ক) রেলওয়ের নিজস্ব কারণে	শূন্য ভ্রমণ দূরত্বের অবশিষ্ট অংশের জন্য পূর্ণ ভাড়া ভ্রমণ দূরত্বের অবশিষ্ট অংশের জন্য আন্তঃনগর সারচার্জসমূহ শূন্য ভ্রমণ দূরত্বের অবশিষ্ট অংশের জন্য পূর্ণ ভাড়া	— প্রারম্ভিক বা গন্তব্য ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার ঐ — ঐ	— বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তা ঐ — ঐ	— প্রারম্ভিক বা গন্তব্য ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক ঐ — ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬
পথিমধ্যে কোন ষ্টেশন বা স্থানে বিলম্বজনিত কারণে কোন যাত্রী যাত্রাভংগ করিতে চাহিলে	(খ) রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে (৩) 'গ' শ্রেণীর ট্রেন ঃ ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব ৪ ঘণ্টার বেশী বিলম্ব— (ক) রেলওয়ের নিজস্ব কারণে (খ) রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে	ভ্রমণ দূরত্বের অবশিষ্ট অংশের জন্য আন্তঃনগর সারচার্জসমূহ শূন্য ভ্রমণ দূরত্বের অবশিষ্ট অংশের জন্য পূর্ণ ভাড়া ভ্রমণ দূরত্বের অবশিষ্ট অংশের জন্য আন্তঃনগর সারচার্জসমূহ	প্রারম্ভিক বা গন্তব্য ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার — ঐ ঐ	বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তা — ঐ ঐ	প্রারম্ভিক বা গন্তব্য ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক — ঐ ঐ
	এই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা নিকটতম ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট টিকেট জমা দিয়া প্রত্যায়ন পত্র লইতে হইবে।				

টীকা ঃ—এই নিয়মাবলী ফিরতি টিকেটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। তবে উক্ত টিকেট, ক্রয়ের ষ্টেশন বা যাত্রা শুরুর ষ্টেশন এই দুইটির যে কোনটিতে ফেরত দেওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট ৩গ

আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিটের নমুনা

তূর্ণা নিশীথা এক্সপ্রেস ক

চট্টগ্রাম—ঢাকা প্রথম শ্রেণী
৩৪৬ কিঃ মিঃ

ইস্যুর তারিখ..............
যাত্রার তারিখ..............
ছাড়ার সময়..............
কোচ নং..............
আসন নং..............

ভাড়া (সারচার্জসহ) টাঃ
যমুনা সেতু সারচার্জ টাঃ
আদায়যোগ্য মোট ভাড়া টাঃ

ইস্যুকারীর স্বাক্ষর..

তিস্তা এক্সপ্রেস ক

গাইবান্ধা—ঢাকা সুলভ শ্রেণী
৩৪৬ কিঃ মিঃ

ইস্যুর তারিখ..............
যাত্রার তারিখ..............
ছাড়ার সময়..............
কোচ নং..............
আসন নং..............

ভাড়া (সারচার্জসহ) টাঃ
যমুনা সেতু সারচার্জ টাঃ
আদায়যোগ্য মোট ভাড়া টাঃ

ইস্যুকারীর স্বাক্ষর..

পরিশিষ্ট ৩ঘ

যে সকল ট্রেনে ফিরতি বুকিং চালু করা হইবে তাহার তালিকা

ট্রেন নং	নাম	গন্তব্য স্টেশন (উভয়দিকে প্রযোজ্য)
৭১১/৭১২	উপকূল	ঢাকা-নোয়াখালী
৭১৭/৭১৮	জয়ন্তীকা	ঢাকা-সিলেট ঢাকা-শ্রীমঙ্গল
৭১৯/৭২০	পাহাড়িকা	চট্টগ্রাম-সিলেট চট্টগ্রাম-শ্রীমঙ্গল
৭২৩/৭২৪	উর্মি (গোধূলি)	ঢাকা-চট্টগ্রাম ঢাকা-ফেণী
৭২১/৭২২	উর্মি (অরুণা)	ঢাকা-চট্টগ্রাম ঢাকা-ফেণী
৭২৯/৭৩০	মেঘনা	চট্টগ্রাম-চাঁদপুর
৭৩৭/৭৩৮	এগার সিন্ধুর	ঢাকা-কিশোরগঞ্জ
৭৪৯/৭৫০	উপসাগর	চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
৭০৭/৭০৮	তিস্তা/করতোয়া	ঢাকা-বগুড়া ঢাকা-রংপুর ঢাকা-দিনাজপুর
৭২৭/৭২৮	রূপসা	খুলনা-পার্বতীপুর
৭৩১/৭৩২	বরেন্দ্র	রাজশাহী-পার্বতীপুর
৭৪৭/৭৪৮	সীমান্ত	খুলনা-পার্বতীপুর
৭২৫/৭২৬	তিতুমীর	চুয়াডাঙ্গা-গোয়ালন্দ
৭৩৩/৭৩৪	মণিহার	রংপুর-লালমণিরহাট

রুট নং	নাম	গন্তব্য স্টেশন (উভয়দিকে প্রযোজ্য)
৭৩৫/৭৩৬	লালন শাহ	খুলনা-গোয়ালন্দ
৭০৫/৭০৬	পদ্মা	ঢাকা-রাজশাহী
৭৪৫/৭৪৬	যমুনা	ঢাকা-রাজশাহী
		ঢাকা-ঈশ্বরদী
৭৪৩/৭৪৪	একতা	ঢাকা-গাইবান্ধা
		ঢাকা-রংপুর
		ঢাকা-দিনাজপুর
৭১৫/৭১৬	প্রাচী প্রতীচী	চট্টগ্রাম—ময়মনসিংহ
		চট্টগ্রাম-রাজশাহী
		চট্টগ্রাম-খুলনা

পরিশিষ্ট ৪ক

প্রথম প্রকার ডিউটি পাশের নমুনা

নিয়মাবলী

১। এই পাশ হস্তান্তরযোগ্য নহে।

২। এই পাশধারী কর্মচারী শুধুমাত্র ইহাতে উল্লিখিত ট্রেনের উপর নির্ধারিত কর্তব্যরত অবস্থায় উক্ত ট্রেনে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

৩। এই পাশের বিপরীতে কোন আসন বরাদ্দ করা হইবে না।

৪। প্রয়োজনবোধে এই পাশ বৈধতার সময় সীমার মধ্যে ৩ মাস করিয়া সর্বাধিক ৪ বার নবায়ন করা যাইবে।

৫। . . . .

৬। . . . .

১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড →

বাংলাদেশ রেলওয়ে



আন্তঃনগর ডিউটি পাশ

সংশ্লিষ্ট ট্রেন কর্তব্যরত কর্মচারীর জন্য

কভার পৃষ্ঠা

← ৭.৫ সেঃ মিঃ → ← ৭.৫ সেঃ মিঃ →

সত্যায়িত ফটো

নং. . . . . তারিখ. . . . .

(শুধুমাত্র নিম্নবর্ণিত ট্রেনের জন্য বৈধ)

নাম . . . .

পদনাম. . . . .

কর্মস্থল. . . . .

মূল দপ্তর . . . .

ডিপার্টমেন্ট . . . .

ট্রেন নং ও নাম. . . . .

বৈধতার মেয়াদ . . . . পর্যন্ত

ব্যবহারকারীর স্বাক্ষর | তারিখ | সীলসহ ইস্যুকারীর স্বাক্ষর

ভিতরের পৃষ্ঠা

(প্রতি পৃষ্ঠায় কোণাকুণিভাবে ১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড থাকিবে।)

পরিশিষ্ট ৪খ

দ্বিতীয় প্রকার ডিউটি পাশের নমুনা

নিয়মাবলী

১। এই পাশ হস্তান্তরযোগ্য নহে।

২। প্রয়োজনবোধে এই পাশ বৈধতার সময় সীমার মধ্যে ৬ মাস করিয়া সর্বাধিক ৪ বার নবায়ন করা যাইবে।

৩। যাত্রা শুরুর ষ্টেশনে এই পাশ দেখাইয়া পূর্বাহ্ণে আসন সংরক্ষণ করিয়া সংরক্ষণ স্লিপ সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। . . . .

৫। . . . .

১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড →

বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর ডিউটি পাশ

. . . . শ্রেণী

প্রায়শঃ ভ্রমণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য

কভার পৃষ্ঠা

← ৭.৫ সেঃ মিঃ → | ← ৭.৫ সেঃ মিঃ →

↕ ১০ সেঃ মিঃ

সত্যায়িত ফটো

ব্যবহারকারীর নমুনা স্বাক্ষর

নং . . . . তারিখ . . . . .

নাম . . . .

পদনাম . . . .

কর্মস্থল . . . .

মূল দপ্তর . . . .

ডিপার্টমেন্ট . . . .

আওতা . . . .

বৈধতার মেয়াদ . . . . পর্যন্ত

তারিখ | সীলসহ ইস্যুকারীর স্বাক্ষর

ভিতরের পৃষ্ঠা

(প্রতি পৃষ্ঠায় কোণাকুণিভাবে ১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড থাকিবে।)

পরিশিষ্ট ৪গ

তৃতীয় প্রকার ডিউটি ট্রিপ পাশের নমুনা

নিয়মাবলী

১। এই পাশ হস্তান্তরযোগ্য নহে।

২। ইহা কেবলমাত্র এক পূর্ণ ট্রিপ অর্থাৎ যাত্রাশুরুর ষ্টেশন হইতে গন্তব্য ষ্টেশনে একবার যাওয়া ও ফেরত আসার জন্য বৈধ।

৩। ভ্রমণের তারিখ ও ট্রেন মাত্র একবার ইস্যুকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবর্তন করা যাইবে।

৪। যাত্রা শুরুর ষ্টেশনে এই পাশ দেখাইয়া পূর্বাহ্ণে আসন সংরক্ষণ করিয়া সংরক্ষণ স্লিপ সংগ্রহ করিতে হইবে।

৫। . . . .

১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড →

বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর ডিউটি ট্রিপ পাশ

. . . . শ্রেণী

কভার পৃষ্ঠা

← ৭.৫ সেঃ মিঃ → | ← ৭.৫ সেঃ মিঃ →

ব্যবহারকারীর নমুনা স্বাক্ষর

ব্যবহারকারীর স্বাক্ষর

বহির্যাত্রা—————

ফেরত যাত্রা—————

নং . . . . তারিখ . . . . .

নাম . . . .

পদনাম . . . .

কর্মস্থল . . . .

মূল দপ্তর . . . .

ডিপার্টমেন্ট . . . .

ষ্টেশন . . . . হইতে

. . . . পর্যন্ত ও ফেরত

	ভ্রমণ তারিখ	ট্রেন নং/নাম
বহির্যাত্রা	. . . . .	. . . . .
ফেরত যাত্রা	. . . . .	. . . . .

তারিখ | সীলসহ ইস্যুকারীর স্বাক্ষর

ভিতরের পৃষ্ঠা

(প্রতি পৃষ্ঠায় কোণাকুণিভাবে ১ সেঃ মিঃ চওড়া ব্যাণ্ড থাকিবে।)

পরিশিষ্ট ৪ঘ

সাধারণ সুবিধা পাশের বিনিময়ে আন্তঃনগর সুবিধা পাশের আবেদন পত্রের নমুনা

বি আর-জি. . . . . .

বাংলাদেশ রেলওয়ে

সাধারণ সুবিধা পাশের বিনিময়ে আন্তঃনগর সুবিধা পাশের আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম. . . . .

২। পদনাম. . . . . ৩। ডিপার্টমেন্ট. . . . . ৪। বেতন. . .

৫। (ক) চাকুরীতে নিযুক্তির তারিখ. . . . . . . (খ) চাকুরী অবিচ্ছিন্ন কিনা. . .

৬। চলতি বছরে গৃহীত পাশের সংখ্যা অবশিষ্ট পাশের সংখ্যা

সাধারণ সুবিধা পাশ . . . . .সেট . . . .

আন্তঃনগর সুবিধা পাশ . . . . .সেট . . . .

৭। অন্যান্য তথ্য :

বহির্যাত্রা ফেরত যাত্রা

(ক) ষ্টেশন. . . . . .হইতে . . . . .হই

. . . . .পর্যন্ত . . . . .প

(খ) মেয়াদ. . . . . .পর্যন্ত . . . . .প

(গ) যাহাদের জন্য পাশ প্রয়োজন (আবেদনকারী সহ) :

নাম বয়স সম্পর্ক নাম বয়স সম

. . . . স্বয়ং . . . . স্ব

(আবেদনকারী) (আবেদনকারী)

. . . .

. . . .

স্থান. . . . . . .

তারিখ. . . . . . আবেদনকারীর স্বাক্ষ

প্রতি———————————————

৮। অনুমোদন করা হইল। প্রার্থিত পাশ ইস্যু করা যাইতে পারে।

স্থান. . . . .

তারিখ. . . . . অনুমোদনকারী কর্মক

(নাম ও সীলসহ স্বাক্ষ

৯। আবেদনকারী প্রদত্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাওয়া গিয়াছে। তাহার অনু

. . . . .সেট সাধারণ সুবিধা পাশের বিনিময়ে. . . . . .সেট . . . . . .

আন্তঃনগর সুবিধা পাশ নং. . . . . তারিখ. . . . . . . .ইস্যু করিয়া দি

এন্ট্রি করা হইল :

সাধারণ সুবিধা পাশ আন্তঃনগর সুবিধা পাশ

রেজিষ্টার নং. . . . .

পৃষ্ঠা নং . . . .

ইস্যুকারী কর্মক

স্থান. . . . . (নাম ও সীলসহ স্বা

তারিখ. . . . .

১০। উপরের বর্ণনামতে পাশ বুঝিয়া পাইলাম।

স্থান. . . . .

তারিখ. . . . . আবেদনকারীর স্বাক্ষ

পরিশিষ্ট ৪ঙ

আন্তঃনগর সুবিধা পাশের নমুনা

অফিস ফয়েল

বি আর নং. . . . .

বাংলাদেশ রেলওয়ে

. . . . . .শ্রেণীর আন্তঃনগর সুবিধা পাশ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম. . . . .

পদনাম . . . .

কর্মস্থল . . . .

মূল দপ্তর . . . .

ডিপার্টমেন্ট. . . . .

বেতন . . . . গ্রেড . . . .

সহভ্রমণকারীগণের বিবরণ :

নাম বয়স সম্পর্ক

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

ষ্টেশন. . . . . .হইতে

. . . . পর্যন্ত এবং ফেরত

মেয়াদ. . . . . .পর্যন্ত

রেজিষ্টার নং পৃষ্ঠা নং

আন্তঃনগর সুবিধা পাশ . . . .

বিনিময়কৃত সুবিধা পাশ . . . .

স্থান . . . .

তারিখ. . . . .

ইস্যুকারী কর্মকর্তা

(নাম ও পদবীসহ সীলমোহর)

বুঝিয়া পাইলাম

কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষর

বি আর নং

বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর সুবিধা পাশ

. . . . . শ্রেণী

নাম. . . . . পদনাম . .

কর্মস্থল. . . . . মূল দপ্তর. . . . .

কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সহভ্রমণকারীগণের বিবরণ :

নাম

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

ষ্টেশন . . . . হইতে

মেয়াদ . . . . পর্যন্ত

স্থান. . . . .

তারিখ. . . . .

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নমুনা স্বাক্ষর

(যাত্রা শুরুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার পূরণ

বহির্যাত্রা

ভ্রমণের তারিখ . . . .

ট্রেন নং . . . .

কোচ নং . . . .

আসন নং . . . .

ষ্টেশন মাষ্টার

(স্বাক্ষর ও সীলমোহর)

কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষর

বহির্যাত্রা

এইচ. ও. আর. ফর্ম

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর রেল ভ্রমণের অধিযাচন ফরম

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে বিভাগের ২১শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ তারিখের টি/আরএস-৫৫/এইচ. ও. আর/১ সংখ্যক বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ সনের সরকারী গেজেটে প্রকাশিত।

(এই অংশ প্রান্তিক ষ্টেশনে জমা দিতে হইবে)

অধিযাচন নং . . . . তারিখ . . . .

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সরকারী কাজে সরকারী খরচে রেল ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত।

জনাব . . . .

পদবী . . . . মন্ত্রণালয়/বিভাগ/

পরিদপ্তর . . . . এর জন্য

বিশেষ টিকিট। তিনি . . . . ষ্টেশন হইতে

. . . . ষ্টেশনে যাত্রা বিরতিসহ

. . . . ষ্টেশন পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন/

সংরক্ষিত কামরা/ক্যারেজ বার্থ-এ ভ্রমণ করিবেন।

১। প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, অত্র অধিযাচনের চাহিদা মোতাবেক গাড়ী সরবরাহ করা হইয়াছে এবং অতিরিক্ত . . . . . জন তাপানুকূল প্রথম/প্রথম শ্রেণীর যাত্রী . . . . নং টিকেট লইয়া একই কামরায় ভ্রমণ করিতেছেন।

২। প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, একই গাড়ীতে . . . . জন ব্যক্তিগত সহকারী/সাটলিপিকার/কেরাণী ১ম/২য়/শোভন/সুলভ শ্রেণীতে . . . . নং টিকেট লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

(১৯৬৪ সালের সরকারী টেরিফ বিধির ১ম খণ্ডের ৭ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ষ্টেশন মাষ্টার
সীলমোহরসহ স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ৪জ

আন্তঃনগর বিশেষ ট্রিপ পারমিটের নমুনা

বি আর-জি . . .

অফিস ফায়েল

বি আর-জি . . . .

বাংলাদেশ রেলওয়ে

বিশেষ ট্রিপ পারমিট

. . . . . . শ্রেণী

ভ্রমণকারীগণের বিবরণ

নাম পদনাম

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

কমাণ্ড সার্টিফিকেট/ভ্রমণ ক্ষমতা-পত্রের নং. . . . .

তারিখ. . . . .

ইস্যুকারী কর্মকর্তা. . . . .

. . . .

ষ্টেশন . . . . . . হইতে

. . . . পর্যন্ত

বহির্যাত্রার তারিখ . . . .

ট্রেন নং . . . .

কোচ নং . . . .

আসন নং . . . .

বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর বিশেষ ট্রিপ পারমিট

. . . . শ্রেণী

ভ্রমণকারী(গণ)-এর বিবরণ

নাম পদনাম

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

কমাণ্ড সার্টিফিকেট/ভ্রমণ ক্ষমতাপত্রের নং . . . . তারিখ. . . . . . .

ষ্টেশন. . . . . হইতে. . . . . . . পর্যন্ত ও ফেরত।

	বহির্যাত্রা	ফেরত যাত্রা
ভ্রমণ তারিখ.	. . . .	. . . .
ট্রেন নং	. . . .	. . . .
কোচ নং	. . . .	. . . .
আসন নং	. . . .	. . . .

ইস্যুকারী ষ্টেশন মাষ্টার (সীলসহ স্বাক্ষর)	ইস্যুকারী ষ্টেশন মাষ্টার (সীলসহ স্বাক্ষর)	সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার (সীলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট ৪ঝ

বি আর-জি. . . . .

আন্তঃনগর সৌজন্য পাশের আবেদন পত্রের নমুনা

বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর সৌজন্য পাশের আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম. . . . .

২। সংক্ষিপ্ত পরিচয়. . . . .

৩। অন্যান্য তথ্য

	বহির্যাত্রা	ফেরত যাত্রা
(ক) ষ্টেশন	. . . . হইতে	. . . . হইতে
	. . . . পর্যন্ত	. . . . পর্যন্ত
(খ) মেয়াদ	. . . . পর্যন্ত	. . . . পর্যন্ত

(গ) যাহাদের জন্য পাশ প্রয়োজন (আবেদনকারীসহ) :

নাম	বয়স	সম্পর্ক	নাম	বয়স	সম্পর্ক
. . . . (আবেদনকারী)	. . . .	স্বয়ং	. . . . (আবেদনকারী)	. . . .	স্বয়ং
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

স্থান. . . . .

তারিখ. . . . .

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

প্রতি,

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।

৪। অনুমোদন করা হইল। . . . . . শ্রেণীর জন্য প্রার্থিত পাশ ইস্যু করা যাইতে পারে।

স্থান. . . . .

তারিখ. . . . .

মহাপরিচালক
(নাম ও সীলসহ স্বাক্ষর)

৫। আবেদনকারীর অনুকূলে একটি. . . . . শ্রেণীর আন্তঃনগর সৌজন্য পাশ নং. . . . . তারিখ. . . . . ইস্যু করিয়া . . . . নং রেজিষ্টারের . . . . নং পৃষ্ঠায় এন্ট্রি করা হইল।

স্থান . . . .

তারিখ . . . .

ইস্যুকারী কর্মকর্তা
(নাম ও সীলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট ৪ঞ

আন্তঃনগর সৌজন্য পাশের নমুনা

বাংলাদেশ রেলওয়ে
আন্তঃনগর সৌজন্য পাশ
. . . . . শ্রেণী

অফিস ফয়েল

নাম . . . .
পরিচয় . . . .
সহভ্রমণকারীগণের বিবরণ
(যদি থাকে)

নাম	বয়স	সম্পর্ক
. . . .	. . .	. . .
. . . .	. . .	. . .
. . . .	. . .	. . .

ষ্টেশন. . . . . হইতে
. . . . পর্যন্ত

মেয়াদ. . . . . পর্যন্ত

স্থান. . . . ইস্যুকারী
তারিখ. . . . .কর্মকর্তা
(সীলসহ স্বাক্ষর)

বাংলাদেশ রেলওয়ে
আন্তঃনগর সৌজন্য পাশ
. . . . শ্রেণী

নাম. . . . . পরিচয়. . . . .
সহভ্রমণকারীগণের বিবরণ (যদি থাকে)

নাম	বয়স	সম্পর্ক
. . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . . . .

ষ্টেশন . . . . হইতে. . . . . পর্যন্ত ও ফেরত
মেয়াদ. . . . . পর্যন্ত

ইস্যুকারী কর্মকর্তা (সীলসহ স্বাক্ষর)

(যাত্রা শুরুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার পূরণ করিবেন)

	বহির্যাত্রা	ফেরত যাত্রা
ভ্রমণ তারিখ	. . . .	. . . .
ট্রেন নং	. . . .	. . . .
কোচ নং	. . . .	. . . .
আসন নং	. . . .	. . . .

ষ্টেশন মাষ্টার (সীলসহ স্বাক্ষর)   ষ্টেশন মাষ্টার (সীলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট ৪ট

আন্তঃনগর পাশের বিপরীতে আসন সংরক্ষণ স্লিপের নমুনা

বাংলাদেশ রেলওয়ে

আন্তঃনগর পাশের বিপরীতে আসন সংরক্ষণ স্লিপ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম. . . . . পদনাম . . . .
সহভ্রমণকারীগণের বিবরণ :

নাম	বয়স	সম্পর্ক
. . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . . . .

পাশের ধরণ. . . . . নং . . . . তারিখ . . . .
ভ্রমণ তারিখ. . . . . ট্রেন নং/নাম. . . . .
শ্রেণী. . . . . কোচ নং. . . . . . আসন নং. . . . . . .
ষ্টেশন. . . . . হইতে. . . . . পর্যন্ত
ইস্যুর তারিখ. . . . .

ষ্টেশন মাষ্টার (সীলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট ৪ঠ

মূল দপ্তরের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংক্ষিপ্তাকার
১।	রেলপথ বিভাগ	রেল বিভাগ
২।	ডি আর এম/ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এর দপ্তর বাদে মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব-এর অধীন অন্যান্য সমুদয় দপ্তর	জি এম/পূর্ব
৩।	ডি আর এম/পাকশী ও লালমণিরহাট-এর দপ্তর বাদে মহাব্যবস্থাপক/পশ্চিম-এর অধীন অন্যান্য সমুদয় দপ্তর	জি এম/পশ্চিম
৪।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংস্থার অধীন সমুদয় দপ্তর	পি এম ও
৫।	রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো	রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো
৬।	রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী	প্রশিক্ষণ একাডেমী
৭।	সরকারী রেলপথ পরিদর্শকের দপ্তর	রেল পরিদর্শক
৮।	প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তার দপ্তর	পরিকল্পনা কোষ
৯।	প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের অধীন সমুদয় দপ্তর	সি সি এস
১০।	বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার/ঢাকা-এর অধীন সমুদয় দপ্তর	ডি আর এম/ঢাকা
১১।	বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার/চট্টগ্রাম-এর অধীন সমুদয় দপ্তর	ডি আর এম/চট্টগ্রাম
১২।	বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার/পাকশী-এর অধীন সমুদয় দপ্তর	ডি আর এম/পাকশী
১৩।	বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার/লালমণিরহাট-এর অধীন সমুদয় দপ্তর	ডি আর এম/লালমণিরহাট

পরিশিষ্ট ৫ক

বাংলাদেশ রেলওয়ে

ফরম নং আন/লোকো/০১

ট্রিপ ইন্সপেকশন ফরম ('এ' শিডিউল)

লোকো নং . . . . তারিখ . . . .

আগত ট্রেন নং. . . . . বহির্গামী ট্রেন নং. . . . .

ইন্সপেকশনের সময় : শুরু . . . . শেষ . . . .

পরীক্ষণীয় বিষয়	ফলাফল	পরীক্ষাকারীর টিকেট নং ও স্বাক্ষর	মন্তব্য
মেকানিকেল			
ক. ফুয়েল সিস্টেম			
১. ফুয়েল রিটার্ণ পাইপের ক্ল্যাম্প	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. ফুয়েল প্রেসার	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. লিকেজ	নাই ঠিক করা হলো		
খ. লুব অয়েল সিস্টেম			
১. ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্ক কেস অয়েলের পরিমাণ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. কম্প্রেসার অয়েলের পরিমাণ	. . . . .		
৩. ইঞ্জিন লুব অয়েল প্রেসার : আইডেল ৮ নচ	. . . . পি এস আই . . . . পি এস আই		
৪. লিকেজ	নাই ঠিক করা হলো		

পরীক্ষণীয় বিষয়	ফলাফল	পরীক্ষাকারীর টিকেট নং ও স্বাক্ষর	মন্তব্য
গ. কুলিং সিস্টেম			
১. টার্বোচার্জার কুলিং পাইপ ও হোস্	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. পানির উচ্চতা	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. রেডিয়েটরের পরিচ্ছন্নতা	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৪. রেডিয়েটর ফ্যান	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৫. লিকেজ	নাই ঠিক করা হলো		
ঘ. টার্বোচার্জার বুস্টার প্রেসার	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
ঙ. এয়ার ও ভ্যাকুয়াম সিস্টেম			
১. ডিস্ক প্লেটে ভ্যাকুয়াম	. . . . ইঞ্চি		
২. কন্ট্রোল এয়ার প্রেসার(২৫ পাঃ)	. . . . পি এস আই		
৩. ব্রেক সিলিণ্ডার প্রেসার(৫০ পাঃ)	. . . . পি এস আই		
৪. ইকুয়ালাইজিং প্রেসার(৭০ পাঃ)	. . . . পি এস আই		
৫. ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এপ্লিকেশন ও রিলিজ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৬. এয়ার রিজার্ভার ড্রেইনিং	করা হইল		
চ. কম্প্রেসার ও একজস্টার			
১. লোডিং আনলোডিং অপারেশন	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. কম্প্রেসার লুব অয়েল পাম্প	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. একজস্টার হোস্ ক্ল্যাম্প	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		

পরীক্ষণীয় বিষয়	ফলাফল	পরীক্ষাকারীর টিকেট নং ও স্বাক্ষর	মন্তব্য
ছ. ট্রাক			
১. সাপোর্ট বিয়ারিং : অয়েল	ঠিক আছে দেওয়া হলো		
: বোল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. গিয়ার কেস্ : ফেল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
: কম্পাউণ্ড	ঠিক আছে দেওয়া হলো		
: বোল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. সাসপেনশন সিষ্টেম	ঠিক আছে		
৪. ব্রেক গিয়ার সিষ্টেম	ঠিক আছে		
৫. ব্রেক শু	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৬. ব্রেক সিলিণ্ডার পিষ্টন ট্র্যাভেল	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৭. ইকুয়ালাইজিং বীম বোল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৮. বাফার হাইট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৯. স্ক্রু কাপলিং	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
জ. **ওভার স্পীড ট্রিপ ডিভাইস**	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
ইলেকট্রিকেল			
ক. ফিউজ			
১. ১৫ অ্যাম্প ফিউজ ও হোল্ডার (এম এল ইউ/এম এল ডাব্লিউ এবং জি ই ইউ)	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. ৩০,১৫০ ও ৪০০ অ্যাম্প ফিউজ ও হোল্ডার (জিএমইউ)	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		

পরীক্ষণীয় বিষয়	ফলাফল	পরীক্ষাকারীর টিকেট নং ও স্বাক্ষর	মন্তব্য
খ. এম ভি আর			
১. ইনডিকেশন লাইট (টি ইউ, টি ভি, টি ডাব্লিউ, টি-২১, টি-২২ এবং এল ডি ওয়াই)	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
গ. মেইন জেনারেটর			
১. কার্বন ব্রাশ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. বাস্ বার সংযোগ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৪. সাবিক পরিচ্ছন্নতা	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
ঘ. অক্সিলিয়ারী জেনারেটর			
১. কার্বন ব্রাশ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. বেল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. ফাউণ্ডেশন বোল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
ঙ. এক্সাইটার			
১. কার্বন ব্রাশ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. বেল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. ফাউণ্ডেশন বোল্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
চ. ট্র্যাকশান মোটর			
১. কার্বন ব্রাশ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. পাওয়ার লিড্ ও ক্ল্যাম্প	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. ইন্সপেকশন কভার	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৪. সাবিক পরিচ্ছন্নতা	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
ছ. লো-ভোল্টেজ সিস্টেম			
১. ব্যাটারী চার্জিং	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		

পরীক্ষণীয় বিষয়	ফলাফল	পরীক্ষাকারীর টিকেট নং ও স্বাক্ষর	মন্তব্য
২. ব্যাটারী টার্মিনাল সংযোগ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. ব্যাটারী ইলেক্ট্রোলাইট লেভেল	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৪. কণ্টাক্ট ও রীলে-র সংযোগ (ডব্লিউ এস আর, জি আর, পি সি এস, এফ সি, জি কে এস. জি এফ, ই এফ, এস এফ, বি এফ)	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৫. রিভার্সার	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৬. হেড লাইট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
জ. ফুয়েল পাম্প মোটর			
১. কার্বন ব্রাশ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. কানেকটিং তার	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. সাবিক পরিচ্ছন্নতা	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
ঝ. সিকোয়েন্স টেস্ট			
১. জি আর	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. ডাব্লিউ এস আর	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. এস এফ এবং বি এফ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৪. জি এফ এবং ই এফ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৫. পি সি এবং আর পি এম	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৬. সিরিজ টু প্যারালাল (এম এল ইউ, জি ই ইউ)	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৭. ট্রানজিশান (জি এম ইউ)	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
ঞ. ইঞ্জিন গভর্নর			
১. জাম্পার কেবল্	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		

পরীক্ষণীয় বিষয়	ফলাফল	পরীক্ষাকারীর টিকেট নং ও স্বাক্ষর	মন্তব্য
২. তেলের লেভেল	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. লিকেজ	নাই ঠিক করা হলো		
ট. লোড রেগুলেটর			
১. পোটেন্সিওমিটার মুভমেন্ট	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
২. ক্লিপ স্প্রিং	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৩. কার্বন ব্রাশ	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		
৪. কমিউটেটর	ঠিক আছে ঠিক করা হলো		

প্রতি স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
নাম - - - - - -	নাম - - - - - - - - -
এস এস এ ই (এম)	শিফ্‌ট ইনচার্জ এস এ ই (ই)

পরিশিষ্ট ৫খ

বাংলাদেশ রেলওয়ে

যাত্রীবাহী ক্যারেজের রক্ষণাবেক্ষণ

ফরম নং আর/কোচ/০১

'বি' শিডিউল

তারিখ. . . . .

ক. সাধারণ তথ্যাবলী:

১. রেক নং

২. ক্যারেজ নং

৩. শ্রেণী

৪. পিওএইচ তারিখ

৫. পরবর্তী 'বি' শিডিউলের তারিখ

৬. বহন ক্ষমতা (আসন সংখ্যা)

৭. গাড়ী তৈয়ারীর বৎসর

৮. প্রস্তুতকারী সংস্থা ও দেশের নাম

খ. যে সকল আইটেম পরীক্ষা ও মেরামত করিতে হইবে:

পরীক্ষণীয় বিষয়	পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১. বগি : নং.		
২. চাকা : নং.		
৩. টায়ার থিকনেস		

পরীক্ষণীয় বিষয়	পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
৪. ফ্লেঞ্জ থিকনেস		
৫. হলো টায়ার পরীক্ষা		
৬. বাফার উচ্চতা (১'-১০$\frac{৬৩''}{৬৪}$)		
৭. সাইড বিয়ারার এডজাষ্ট করা (০.০০৪'')		
৮. স্প্রীং ক্যামবার (২$\frac{৯''}{১৬}$ হইতে ২¼'')		
৯. বগি ফ্রেমের উপর হইতে কার বডির নীচ পর্যন্ত ক্লিয়ারেন্স (৩$\frac{১৫''}{৩২}$)		
১০. এক্সেল বক্স ও হর্নচেক এর মধ্যে লেটারেল ক্লিয়ারেন্স (৩/১৬'')		
১১. এক্সেলবক্স ও হর্নচেক এর মধ্যে লংগিচুডিন্যাল ক্লিয়ারেন্স (৭/৬৪'')		
১২. এলার্ম চেইন পরীক্ষা		
১৩. ইন্টেরিয়ার সিকিউরিটি ফিটিংস, ওয়াটার ট্যাংক, ওয়াটার কক, রুফ ভেন্টিলেশন পরীক্ষা ও মেরামত		
১৪. রোলিং রিং পরীক্ষা ও পরিবর্তন		
১৫. নেক রিং পরীক্ষা ও পরিবর্তন		
১৬. ডায়াফ্রাম পরীক্ষা ও পরিবর্তন		
১৭. ব্রেক ব্লক পরিবর্তন বা এডজাষ্টমেন্ট		
১৮. ড্রবার, হুক, হুক বোল্ট, এবং কাপলিং এসেমব্লি পরীক্ষা ও পরিবর্তন		
১৯. ষ্টিল মেম্বার এবং জয়েন্ট সমূহ পরীক্ষা		
২০. প্রবেশদ্বারের তালা পরীক্ষা ও মেরামত		
২১. প্রয়োজন মোতাবেক রং করা (টাচ আপ)		
২২. সেফটি ষ্ট্র্যাপ, চেইন ও ব্র্যাকেট পরীক্ষা		

পরিশিষ্ট ৫গ

বাংলাদেশ রেলওয়ে

যাত্রীবাহী ক্যারেজের রক্ষণাবেক্ষণ

ফরম নং আন/কোচ/০২

বিশেষ শিডিউল তারিখ. . . . .

ক. সাধারণ তথ্য ('বি' শিডিউল মোতাবেক)

খ. যে সকল আইটেম পরীক্ষা ও মেরামত করিতে হইবেঃ

পরীক্ষণীয় বিষয়	পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১. শিডিউল "বি" তে উল্লিখিত সকল পরীক্ষা ও মেরামত		
২. এক্সেল গার্ড ও এক্সেল বক্স ক্রাউন এর মধ্যে ক্লিয়ারেন্স (১$\frac{১}{৮}$'')		
৩. স্প্রীং প্ল্যাংক ও সেফটি ষ্ট্র্যাপ এর মধ্যে ক্লিয়ারেন্স (১$\frac{১১}{৬৪}$'')		
৪. পুশ রড এবং স্প্রীং প্ল্যাংক এর মধ্যে ক্লিয়ারেন্স(১$\frac{৩১}{৩২}$'')		
৫. বগি সেণ্টার লংগিচুডিনাল ও এক্সেল এর মধ্যে ক্লিয়ারেন্স (২$\frac{৩}{৬৪}$'')		
৬. পিষ্টন রড ডায়ামিটার		
৭. জয়েণ্ট রিং পরীক্ষা ও পরিবর্তন		
৮. হ্যাংগার আই বোল্ট পরীক্ষা ও পরিবর্তন		

পরিশিষ্ট ৫ঘ

ফরম নং আন/কোচ/০৩

ওয়াশপিটে আন্তঃনগর ট্রেন রেকের সাপ্তাহিক পরীক্ষা

তারিখ. . . . .

ট্রেন নংঃ. . . . . . ক্যারেজ নং ও টাইপ. . . . .

পরীক্ষণীয় বিষয়	পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
ক. জেনারেল		
১. পানির ট্যাংক পরিষ্কার করণ ও ঢাকনা পরীক্ষা		
২. ট্যাংকে পানি ভর্তি করণ		
৩. ক্যারেজের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করণ		
৪. ক্যারেজের বহির্ভাগ পরিষ্কার ও ধৌত করণ		
৫. ঝাড়ু দেওয়া		
৬. কমোড পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত করণ		
৭. ভ্যাকুয়াম পরীক্ষা		
খ. আপার গিয়ার		
১. দরজার তালা ও ছিটকিনি পরীক্ষা ও ত্রুটি মুক্ত করণ		
২. জানালা ও দরজার শাটার ও সেফটি ক্যাচ পরীক্ষা ও ত্রুটিমুক্ত করণ		
৩. এলার্ম চেইন সিষ্টেম পরীক্ষা ও ত্রুটি মুক্ত করণ		
৪. স্লিপিং কোচের কেবিনের দরজার ছিটকিনি ও রোলার পরীক্ষা		

পরীক্ষণীয় বিষয়	পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
৫. পানির কল ও পাইপ পরীক্ষা ও ত্রুটিমুক্ত করণ		
৬. ভেষ্টিবিউলের ব্রিজ প্লেট পরীক্ষা ও ত্রুটি মুক্ত করণ		
৭. সিট ও সিট কুশন পরীক্ষা ও ত্রুটি মুক্ত করণ		
গ. আন্ডার গিয়ার		
১. ব্রেক ব্লক বদলানো		
২. ব্রেক গিয়ার এডজাষ্ট		
৩. পিষ্টন রড উঠানামা পরীক্ষা		
৪. সমস্ত সেফটি ব্রেকেট ও চেইন পরীক্ষা		
৫. সমস্ত ঢিলা বোল্ট নাট টাইট করন		
৬. চাকা পরীক্ষা		
৭. বাফিং গিয়ার পরীক্ষা		

পরিশিষ্ট ৫৬

ফরম নং : আন/কোচ/০৪

সিকলাইনে আন্তঃনগর ট্রেন রেকের সাপ্তাহিক পরীক্ষা

ট্রেন নং. . . . . ক্যারেজ নং ও টাইপ. . . . . তারিখ . . . .

পরীক্ষণীয় বিষয়	পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
ক. ব্রেক গিয়ার		
১. ব্রেক ব্লক এবং সিকিউরিটি ফিটিংস		
২. ভ্যাকুয়াম সিলিণ্ডার ও রাবার ফিটিংস		
৩. পুলরড ও পুশরড		
৪. রাবার হোস পাইপ		
৫. এলার্ম চেইন এপারেটাস		
৬. কানেক্টিং লিভার সমূহ		
খ. ট্রলি		
১. চাকা		
২. এক্সেল বক্স		
৩. এক্সেল বক্স লাইনার		
৪. স্প্রীং সমূহ		
৫. হ্যাংগার আই বোল্ট		
৬. ক্লিয়ারেন্স সমূহ		
৭. সেফটি ব্রেকেট ও চেইন সমূহ		

পরীক্ষণীয় বিষয়	পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
৮. ট্রলি ফ্রেম		
৯. বোল্ট ও নাট সমূহ		
গ. বাফিং গিয়ার		
১. স্প্রীং		
২. শ্যাংক		
৩. হুক ও কাপলিং সেট		
ঘ. কারবডি		
১. ভেষ্টিবিউল		
২. ভেষ্টিবিউল ব্রীজ প্লেট		
৩. ভেষ্টিবিউল দরজা		
৪. জানালার সেফটি ক্যাচ ও স্টপার সমূহ		
৫. স্লাইডিং দরজার রোলার ও চ্যানেল		
৬. আসন ও গদি		
৭. ডেষ্টিনেশন বোর্ড		
ঙ. টয়লেট		
১. দরজা ও কব্জা		
২. তালা ও থ্রোওভার ক্যাচ		
৩. পানির কল ও পাইপ		
৪. বেসিন		
৫. আয়না		
৬. সাবান দানী ও টাওয়েল ষ্ট্যাণ্ড		
৭. কমোড শুট		

পরিশিষ্ট ৬ক

এম ও জি পাওয়ার কারের রক্ষণাবেক্ষণ

ক. দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ

১. পাওয়ার কারে স্থাপিত সকল প্লান্ট ও মেশিন যথাযথভাবে ও যথোপযুক্ত স্থানে অবস্থিত আছে কি না তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

২. সার্ভিস ও রিজার্ভ ট্যাঙ্কে পরিমিত পরিমাণ জ্বালানী তেল আছে কি না দেখিয়া ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। ট্যাঙ্কে তেল ঢালিবার সময় সঠিক ছাঁকনি (ফিল্টার) ব্যবহার করিতে হইবে।

৩. নির্দিষ্ট মাপ কাঠির সাহায্যে ইঞ্জিনের লুব অয়েলের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া প্রয়োজনে যথাযথ মানের ছাঁকনির সাহায্যে ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে।

৪. লুব অয়েলের রং বিচ্যুতি ঘটিয়াছে কি না চাক্ষুস যাচাই করিয়া ইহার পিচ্ছিলতা (ভিসকোসিটি) হাত দিয়া অনুভব করিতে হইবে। সঠিক মানের না পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বদল করিতে হইবে।

৫. প্রত্যেকটি জেনারেটিং সেট চালাইয়া চালুকৃত যন্ত্রাদির শব্দ শুনিতে এবং হাত দিয়া কম্পন অনুভব করিতে হইবে। অস্বাভাবিকতার কারণ অনুসন্ধান পূর্বক ত্রুটিমুক্ত করিতে হইবে।

৬. ইঞ্জিন হইতে নির্গত ধোঁয়া প্রত্যক্ষ করিয়া উহা ভারী বা অস্বাভাবিক মনে হইলে কারণ অনুসন্ধান পূর্বক সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭. চালু অবস্থায় কোন যন্ত্রাদির অংশ, বিশেষ করিয়া ইঞ্জিন-হেড এবং জেনারেটর অস্বাভাবিক গরম হইতেছে কি না তাহা হাত দিয়া অনুভব করিলে অস্বাভাবিকতা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮. ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করিবার জন্য এয়ার ব্লোয়ার হইতে পরিমিত বাতাস প্রবাহিত হইতেছে কি না পরীক্ষা করিয়া বাতাসের বেগ কম হইলে ভি-বেল্টের টান এবং বহিঃস্থ লুভারের পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করিতে হইবে।

৯. সকল পরিমাপক যন্ত্র এবং নির্দেশক বাতি (মিটার, গেইজ, ইণ্ডিকেটিং ল্যাম্প, হুঁশিয়ারী/বিপদ সংকেত ইত্যাদি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া সংশ্লিষ্ট প্লান্ট, মেশিন ও সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইবে। কোন অবস্থাতেই বিসদৃশ লক্ষণ অবহেলা করিয়া সংশ্লিষ্ট যন্ত্র চালু রাখা যাইবে না।

১০. 'ভী' বেল্ট এর মধ্যবর্তী স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা চাপ প্রয়োগ করিয়া ইহার টানের সঠিকতা নিশ্চিত করিতে হইবে। ইহার ঝুল ১৫ মিঃ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

১১. স্টার্টিং এবং ইমার্জেন্সী ব্যাটারীদ্বয়ের প্রত্যেক সেলের ইলেকট্রোলাইট লেভেল দেখিয়া প্রয়োজনে পরিশুদ্ধ পানি সংযোজন করিতে হইবে। সেল আধারের উপরিভাগে পানি বা অন্য কোন ময়লা থাকিলে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই লেড্-এসিডে ব্যবহৃত মাপকাঠি, হাইড্রোমিটার, পানি সংযোজনের টিউব, পরিষ্কার করার কাপড় ইত্যাদি এ্যালকালাইন ব্যাটারীতে ব্যবহার করা যাইবে না।

১২. প্যানেল বোর্ডের নির্দেশক বাতি অকেজো হইলে পরীক্ষান্তে সংশোধন/প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

১৩. জ্বালানী তৈল এবং লুব-অয়েল কোন স্থান হইতে চোঁয়াইয়া পড়িতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া এইরূপ চোঁয়ানো বন্ধ করিতে হইবে।

১৪. গ্রীজিং এবং তৈলাক্ত করণের সকল স্থান ও ছিদ্র সমূহে পরিমিত গ্রীজ ও তৈল দিতে হইবে। গ্রীজ-ক্যাপ থাকিলে তাহা কিছুটা ঘুরাইয়া দিতে হইবে।

১৫. সকল সুইচ, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদির কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনে মেরামত/প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

১৬. ইনসুলেশন-মনিটরের রীডিং নির্দিষ্ট মাপের নীচে গেলে ট্রেন বায়ুবার পরীক্ষা করিয়া ত্রুটিমুক্ত করিতে হইবে।

১৭. শুষ্ক এয়ার ফিলটার ব্রাশ এবং ব্লোয়ার দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

১৮. গ্লাইড্ লক্ এবং অন্যান্য ধরণের ফিউজ পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনে মেরামত/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা লইতে হইবে। কোন ফিউজ যদি বার বার জ্বলিয়া যায় তবে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯. ইঞ্জিন কুলিং এয়ারডাক্ট, ইনলেট ও এক্জষ্ট মেনিফোল্ড, সাইলেন্সার বক্স ইত্যাদি বাহ্যিক পরীক্ষা করিয়া কোথাও কোন ছিদ্র থাকিলে বন্ধ করিতে হইবে।

২০. ইঞ্জিন বন্ধ করিবার পর আনুষঙ্গিক সকল সুইচ ও সার্কিট ব্রেকার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। বিশেষতঃ স্টার্টিং ব্যাটারীর সুইচ বন্ধ করা নিশ্চিত করিয়া পাওয়ার কার ত্যাগের পূর্বে ইমার্জেন্সী লাইট অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে।

২১. ইমার্জেন্সী লাইট ও এক্জষ্ট ফ্যানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে মেরামত/প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

২২. পাওয়ার কারের বাতি, পাখা, কেবল্, কাপ্লার ইত্যাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ অন্যান্য যাত্রীবাহী কোচে স্থাপিত সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর অনুরূপ হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১. জেনারেটর, কন্ট্রোল, প্যানেল বোর্ড, ব্যাটারী-চার্জার, অল্টারনেটর এবং ইলেক্ট্রোনিক ব্যবস্থাধীন কোন যন্ত্র অথবা বর্তনীর ইনসুলেশন রেজিষ্টেন্স কখনও মেগার দিয়া পরীক্ষা করা যাইবে না। একান্ত প্রয়োজনে বর্তনী হইতে এ, ভি, আর বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল মাত্র জেনারেটরের স্টেটরের ইন্সুলেশন পরিমাপ করা যাইতে পারে।

২. প্রত্যেকটি পাওয়ার কারের জন্য একটি পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে পাওয়ার কারে স্থাপিত সমস্ত সরঞ্জামাদির বিবরণ, ত্রুটি বিচ্যুতি ও তাহার মেরামত, ঘাটতি ও তাহার পূরণ, পরিচালনের সমস্যাবলী, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত চলনকাল, জ্বালানী তৈল ও লুব-অয়েলের খরচ, ইঞ্জিনের তাপমাত্রা ও লুব-অয়েল প্রেশার, জেনারেটরের ভোল্টেজ, কারেণ্ট, ফ্রিকোয়েন্সী ইত্যাদি রেকর্ড করিবার জন্য লগ বই রাখিতে হইবে। বড় রকমের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে সংশ্লিষ্ট পাওয়ার কার ড্রাইভার অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ককে অবিলম্বে জ্ঞাত করাইবেন।

৩. ইঞ্জিন চালু করিতে ইঞ্জিন স্টার্টিং বোতাম/চাবি ১০ সেকেণ্ডের বেশী সময়কাল চাপিয়া রাখা যাইবে না। ইঞ্জিন একবারে চালু করা সম্ভব না হইলে কমপক্ষে এক মিনিট পর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন ইঞ্জিন যদি ২/৩ বার চেষ্টা করিবার পরেও চালু না হয় তবে আর চেষ্টা না করিয়া অনুসন্ধান পূর্বক ত্রুটি দূর করিতে হইবে। ইঞ্জিন চালু হইবার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ বোতাম/চাবি ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা স্টার্টিং মোটর বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৪. পাওয়ার কারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার এবং কিছু পরিমাণ মুছিবার কাপড়, ফিউজ তার, টেপ, কেবল্, বাতি ও অন্যান্য জরুরী মালামালের সার্বক্ষণিক মজুত রাখিতে হইবে।

খ. বিরতি দিবসের রক্ষণাবেক্ষণ

বিরতির দিনে দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিতে হইবে :

১. লুব অয়েল ফিল্টার খুলিয়া ডিজেল/কেরোসিন দিয়া উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া পরিষ্কার করিয়া পুনরায় লুব অয়েল দিয়া ধৌত ও পূর্ণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে।

২. এক ফোঁটা ইঞ্জিন লুব অয়েল ব্লটিং কাগজের উপর রাখিয়া কোন বাহ্যবস্তু, কার্বন, তলানি, ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রয়োজনে ইঞ্জিন হইতে তেল বাহির করিয়া পরিবর্তন করিতে হইবে।

৩. অয়েল-বাথ এয়ার ফিল্টার উপরোক্ত ১.-এ বর্ণিত নিয়মে পরিষ্কার করিয়া অয়েল বাথ-এর তেল বদল করিতে হইবে এবং ফিল্টারটি শুকাইয়া পুনঃ স্থাপন করিতে হইবে।

৪. জ্বালানী তেলের ফিল্টার খুলিয়া ডিজেল/কেরোসিন দিয়া উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া পরিষ্কার করিয়া পুনরায় জ্বালানী তেল দিয়া ধৌত ও পূর্ণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে।

৫. ফুয়েল-ফিড পাম্পের সংগে সংযোজিত জ্বালানী লাইনের ছাঁকনিটি পরিষ্কার করিয়া পুনঃ স্থাপন করিতে হইবে।

৬. ইঞ্জিনের সংগে সকল যন্ত্রাংশের নাট বোল্ট পুরাপুরিভাবে কষানো আছে কি না দেখিতে হইবে। বিশেষতঃ গাড়ীর নীচে অবস্থিত তৈলাধার (ফুয়েল ট্যাংক), ফাউণ্ডেশন এবং ইঞ্জিন হেড ও ইনজেকটারের নাট বোল্টগুলি পরীক্ষা করিয়া ঢিলা থাকিলে কষিয়া দিতে হইবে।

৭. ইঞ্জিন এবং জেনারেটরের সংযোগস্থলের ঢাকুনি খুলিয়া জোড়নের নাট, বোল্ট, প্যাকিং ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া যথাযথ না থাকিলে সংশোধন করিতে হইবে।

৮. ব্যাটারীর মূল সংযোগ ও সকল সেলের আন্তঃসংযোগ সমূহ খুলিয়া ময়লা, সাল্‌ফেশান ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া আধারের উপরিভাগে পেট্রোলিয়াম জেলী বা ভেসিলিনের প্রলেপ দিতে হইবে।

৯. ব্যাটারী প্রত্যেক সেলে ইলেকট্রোলাইট লেভেল ঠিক আছে কি না দেখিয়া আপক্ষিক গুরুত্ব মাপিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে পরিশুদ্ধ পানি সংযোজন করিয়া প্রতি সেলের ভোল্টেজ এবং ব্যাটারীর সমষ্টিগত ভোল্টেজ মাপিতে হইবে। এই সমস্ত পরীক্ষার পর যদি ব্যাটারী খারাপ বলিয়া মনে হয় তবে কারখানায় মেরামতের জন্য পাঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যাটারী দ্বারা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

১০. ইঞ্জিনের পরিদর্শন ঢাকনি খুলিয়া হেডের কুলিং ফিন্‌স্, বায়ু পথ, ফ্যান ব্লেড, লুব অয়েল কুলার ইত্যাদি ভিতরকার যন্ত্রাংশ ব্রাশ অথবা বেগবান বাতাস দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

১১. পাওয়ার কারের সমস্ত প্যানেল বোর্ডের ঢাকনি খুলিয়া ভিতরের ধুলাবালি ও ময়লা পরিষ্কার এবং সেটিংগুলি পরীক্ষা করিতে হইবে। রিলেগুলির যথাস্থানে প্লাগ-ইন অবস্থান নিশ্চিত করিয়া নাট, বোল্ট, স্ক্রু, কেবল্ টার্মিনাল, ইত্যাদি ঢিলা হইলে কষিয়া দিতে হইবে।

১২. কেবল্-এর ইনস্যুলেশন বাহ্যতঃ পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে পুনঃ আস্তরণ দিতে হইবে।

১৩. জ্বালানী তেলের লাইনে পানি অথবা গাদ ধারকগুলি খুলিয়া পানি ও গাদ মুক্ত করিতে হইবে।

১৪. জ্বালানী তেলের সংরক্ষণ আধার এবং ব্যবহার আধার (ষ্টোরেজ এণ্ড সার্ভিস ট্যাংক)-এর তলদেশের নিষ্কাশন নলের স্ক্রু খুলিয়া নিম্নভাগের তলানি, গাদ, ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে হইবে।

১৫. প্রয়োজনে জেনারেটর এবং ফিডার কন্ট্রোল প্যানেলের ঢাকনি খুলিয়া কণ্টাক্টগুলি কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে ভিজানো কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

১৬. ইঞ্জিন ভি-বেল্টের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক সুইচের সাহায্যে আইডলার পুলি কাজ করে কি না তাহা নিশ্চিত হইতে হইবে।

১৭. আর্থ-ফল্ট মনিটারের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্য পরীক্ষণ বোতাম টিপিয়া ম্যাগনেটিক সুইচ ট্রিপ করে কি না দেখিতে হইবে এবং না করিলে, ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রয়োজনীয় মেরামত করিতে হইবে।

১৮. জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহা কোনক্রমেই ২% এর উপর যাইতে পারিবে না। যদি যায়, তবে এ ভি আর-এর সংযোগগুলি পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে মেরামতের জন্য তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

১৯. ইঞ্জিনের "স্পীড ভেরিয়েশন" নির্দ্ধারিত মান ৪½%-এর নীচে যেন না যায় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি বেশী হয় তবে ইঞ্জিনের ফুয়েল পাম্প গভর্ণরের লিভার সমূহ, টাইমিং, টেপেট ক্লীয়ারেন্স, ইত্যাদি দেখিয়া তত্ত্বাবধায়ক-এর উপস্থিতিতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা লইতে হইবে।

২০. 'লুভার' এর উপর অবস্থিত ফিল্টার ব্রাশ কিংবা এয়ার ব্লোয়ার দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

২১. পরিদর্শনের হাত বাতি সব সময় ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় কাছে রাখিতে হইবে।

২২. গাড়ীর ফ্রেমের নীচে ঝুলানো জ্বালানী তেলের আধার হইতে তেল চুয়াইয়া নষ্ট হইতেছে কি না দেখিতে হইবে এবং প্রয়োজনবোধে মেরামত করিয়া চোয়ানো রোধ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট ৬খ

এম ও জি যাত্রীবাহী গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ

ক. দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ

১. সমস্ত গ্লোব গ্লাস ও টিউব লাইট কভার পরিষ্কার করিয়া ভালভাবে আটকাইয়া দিতে হইবে এবং ঘাটতি থাকিলে প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

২. সকল বাতি জ্বালাইয়া দেখিয়া খারাপ বা হারানো বাতি, হোল্ডার, সুইচ, এম সি বি ইত্যাদি মেরামত/প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। টিউব লাইট না জ্বলিলে পরীক্ষা করিয়া ফিটিংয়ের খারাপ অংশ প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

৩. পাখাগুলি পরিষ্কার করিয়া চালাইয়া দেখিতে হইবে। ইউনিভার্সাল টাইপ পাখার বেলায় কার্বন ব্রাশ কমুটেটরের উপর ঠিকভাবে বসিয়াছে কি না দেখিতে হইবে এবং উহা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয় হইয়া থাকিলে প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। চলিবার সময় মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন কম্পন অথবা অস্বাভাবিক শব্দ আছে কি না। থাকিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্বক সংশোধন করিতে হইবে।

৪. রেগুলেটর নানা অবস্থানে চালাইয়া দেখিয়া উহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইবে। খারাপ বা হারানো সুইচ, এম সি বি, রেগুলেটর ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

৫. সংশ্লিষ্ট সকলকে মনে রাখিতে হইবে যে, সমস্ত গাড়ীতে নিরাপদ ও অব্যাহত বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য ইণ্টারভেহিকুলার কাপলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহার প্লাগ সকেটের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত এবং লক্‌ড আছে কি না দেখিয়া ঢিলা থাকিলে ঠিক করিয়া বসাইতে হইবে এবং হাতল নীচের দিকে টানিয়া লক করিয়া দিতে হইবে। দুই প্রান্তের অব্যবহৃত সকেটদ্বয় বন্ধ এবং লক করা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬. ইণ্টারভেহিকুলার জাম্পার কেবল্ গাড়ীর সংগে ঘর্ষণে কোথাও ক্ষয় হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে উক্ত স্থান ভালভাবে টেপ দিয়া মুড়িয়া এবং রাবারের প্যাডিং লাগাইয়া ভবিষ্যৎ ক্ষয় রোধ করিতে হইবে।

৭. ট্রেন বাস্ বার ও সকল সুইচ গিয়ার পরীক্ষা করিয়া যোজন কোথাও ঢিলা থাকিলে ঠিক করিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে।

৮. গাড়ীর নীচে অবস্থিত ট্রান্সফরমার বাক্সের নাট বোল্ট পরীক্ষা করিয়া সঠিকভাবে স্থাপিত আছে কি না তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৯. প্যানেল বোর্ড, সুইচ গিয়ার অথবা কোন ফিটিংয়ের সান্নিধ্যে উন্মুক্ত কেবল্ আছে কি না পরীক্ষা করিয়া ভালভাবে টেপ দিয়া মুড়িতে অথবা বদলাইয়া দিতে হইবে।

খ. বিরতি দিবসের রক্ষণাবেক্ষণ

বিরতির দিনে দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হইবে :

১. সমস্ত লাইট ফিটিং ব্রাশ অথবা সাবানের পানিতে ভিজা কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। ফিটিংয়ের অভ্যন্তরে যদি কোন ধূলা বালি অথবা পোকা-মাকড়ের দেহাবশেষ থাকে তবে তাহা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

২. সকল বাতির ফিটিংয়ের ফিটিং স্ক্রুগুলি পরীক্ষা করিয়া ঢিলা থাকিলে দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দিতে হইবে।

৩. এমবারকেশন লাইট এবং ফুটলাইট ফিটিংয়ের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করিয়াছে কি না দেখিয়া যদি করে তবে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং পানিরোধক সীল সঠিকভাবে বসাইয়া দিতে বা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

৪. সমস্ত পাখার বডি, গার্ডার ইত্যাদি ব্রাশ দিয়া পরিষ্কার করিয়া প্রয়োজনে ব্লেড এবং গার্ডার খুলিয়া সাবানের পানি দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

৫. পাখার ব্রাকেট, গার্ড ও ব্লেড সঠিকভাবে আটকানো আছে কি না নিশ্চিত করিয়া রোটেটিং ফ্যানগুলির কাঙ্ক্ষিত ঘূর্ণন প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং অস্বাভাবিক মনে হইলে গিয়ার বক্স ও লিভারের প্রয়োজনীয় মেরামত করিয়া পুনঃ স্থাপন করিতে হইবে।

৬. ইণ্টার ভেহিকুলার কাপলার সকেটের ফিক্সিং বোল্ট, নাট এবং স্ক্রু পরীক্ষান্তে সঠিকভাবে আঁটিয়া দিতে হইবে। ঢাকনির স্প্রিং ও পানিরোধক গাসকেট পরীক্ষা করতঃ প্রয়োজনবোধে মেরামত/প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। ঢাকনির কব্জাতে এবং লকিং ব্যবস্থার লিভারে গ্রিজ দিয়া ব্রাশ অথবা ব্লোয়ারের সাহায্যে ধূলা বালি পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রয়োজনে সকেটের ফিমেল কন্ট্যাক্টগুলি কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে ভেজানো কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

৭. ইন্টার ভেহিকুলার কাপ্লার প্লাগের অভ্যন্তরস্থ কেবল্ সংযোগস্থল সমূহ দৃঢ়ভাবে আটকানো আছে কি না ক্রিম্পিং নাট ও বোল্ট সঠিকভাবে আঁটসাট করিয়া লাগানো আছে কি না দেখিতে হইবে। ধূলা বালি ব্রাশ অথবা ব্লোয়ার দ্বারা এবং প্রয়োজনে প্লাগের ফিংগারগুলি কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে ভেজানো কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। ইনস্পেকশন কভারের গাস্কেট প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

৮. ডিস্ট্রিবিউশন বক্স ও ট্রান্সফর্মার প্রয়োজনে ব্রাশ অথবা ব্লোয়ার দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

৯. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের সুইচ/সার্কিট ব্রেকার পরীক্ষা করিয়া অকেজো পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় মেরামত/প্রতিস্থাপন করিতে হইবে এবং কেবলের যোজন ঢিলা থাকিলে আঁটিয়া দিতে হইবে।

১০. পরিদর্শন-ঢাকনি খুলিয়া ওয়্যারিং-এর সংযোগস্থল ব্লোয়ার দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। যোজনগুলি প্রয়োজনে সঠিকভাবে আঁটিয়া টেপ দিয়া মুড়িতে হইবে।

১১. পাওয়ার কারের ফিডার কন্ট্রোল বোর্ড এবং অন্যান্য কোচের প্যানেল বোর্ডের সকল সার্কিট ব্রেকার বন্ধ করিয়া ৫০০ ভোল্ট মেগারের সাহায্যে ট্রেন বাস্ বারের 'কেবল্ হইতে কেবল্' ও 'কেবল্ হইতে গাড়ীর' ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করিয়া উহা নির্দিষ্ট মানের কম হইলে অনুসন্ধান পূর্বক ত্রুটি মুক্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া পটেনশিয়াল ইকুয়ালাইজিং লাইন গাড়ীর বডির সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কি না বিভিন্ন স্থানে পরিমাপ করিয়া সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হইতে হইবে।

১২. পাওয়ার কারের ফিডার সুইচদ্বয় বন্ধ রাখিয়া এবং অন্যান্য কোচের ট্রান্সফর্মারের ইনপুট সুইচ সমূহ অন্ করিয়া ৫০০ ভোল্ট মেগারের সাহায্যে ট্রেন বাস্ বারের 'কেবল্ হইতে গাড়ীর' ইনসুলেশন পরিমাপ করিতে হইবে। যদি ইনসুলেশন নির্দিষ্ট মাপের কম হয় তবে গাড়ীগুলিকে বৈদ্যুতিকভাবে বিভাজন করত: ত্রুটিযুক্ত স্থান চিহ্নিত করিয়া সংশোধন করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট ৬গ

এক্সেল জেনারেশন যাত্রীবাহী গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ

ক্রঃ নং	সরঞ্জাম	দৈনন্দিন কাজ	বিরতি দিনের কাজ (দৈনন্দিন কাজের অতিরিক্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	এক্সেল পুলি	ঠিকমত আটকানো আছে কিনা তাহা হাতুড়ী দিয়া দেখা। নাট এবং বোল্ট ঢিলা থাকিলে দৃঢ়ভাবে আটকাইতে হইবে।	ক. দুই অংশের মধ্যে আবশ্যকীয় ১/৮″ ফাঁক আছে কিনা দেখা। খ. বোল্টের খালি জায়গার তেল বা গ্রীজ দেওয়া। গ. সৃপ্লিট পিন ও লক নাট পরীক্ষা করা। ঘ. এক্সেল ও জেনারেটর পুলিদ্বয়ের এলাইনমেন্ট ঠিক আছে কি না নিশ্চিত করা।	পুলি প্যাকিং দিয়া বাঁধা নিষেধ।
২।	বেল্ট	বেল্টের টান সঠিক আছে কি না দেখা (প্রয়োজনে কাটিয়া ফেলিতে হইবে)।	ক. বেল্টের ছিদ্র ও ফাস্নার পরীক্ষা করা। খ. বেল্টের পৃষ্ঠদেশ ও কিনার অস্বাভাবিক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা দেখা।	ক. প্রয়োজনে বেল্ট প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। খ. বেল্ট ফাস্নার লাগাইতে বেল্ট গেজ ও পাঞ্চ ব্যবহার করিতে হইবে।
৩।	ডায়নামো/অল্টারনেটরের সাসপেনসান লিংক	পিন এবং সৃপ্লিট পিন পরীক্ষা করা।	ক. ডায়নামো দুলিতেছে কি না দেখা। খ. পৃষ্ঠদেশ ও ছিদ্রতে তেল দেওয়া। গ. ঝুলাইবার বন্ধনী দৃঢ় কি না এবং ইহাতে কোন ফাটল আছে কিনা দেখা। ঘ. ডায়নামো পিন ঢিলা কি না এবং সেট স্ক্রু ও লক নাট সঠিকভাবে আটকানো আছে কিনা দেখা। ঙ. ডায়নামো/অল্টারনেটর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা।	ক. ডায়নামো/অল্টারনেটর লাগাইবার সময় দেখিতে হইবে কোথাও কোন অস্বাভাবিক ক্ষয় আছে কিনা। খ. সেফটি চেইন অবশ্যই ঠিকভাবে লাগাইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫
৪।	ডায়নামো	ক. পৃষ্ঠদেশ অতিরিক্ত গরম কি না দেখা। খ. ফিউজ সঠিক মাপের আছে কি না ও ইহার রং বিচ্যুতি হইয়াছে কি না দেখা। যোজন (জয়েন্ট) ঢিলা থাকিলে ঠিক করা। গ. ধূলাবালি পরিষ্কার করা। ঘ. বেল্ট টেনসন ঠিক আছে কি না দেখা।	ক. ডাস্ট কভার খুলিয়া ধূলাবালি পরিষ্কার করা। খ. রকার আর্ম (ব্রাশ, স্প্রিং ইত্যাদিসহ), কমুটেটর ও ফিল্ড কয়েল পরীক্ষা করা। গ. কোন খারাপ আওয়াজ হইতেছে কি না মোটরিং করিয়া তাহা দেখা। ঘ. পুলি সঠিকভাবে আটকানো আছে কি না পরীক্ষা করা। ঙ. মোটরিং করিয়া কমুটেটর পরিষ্কার করা। চ. ঠিকভাবে ঝুলানো আছে কি না দেখা। জ. প্রত্যেক অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা।	সেফটি চেইন অবশ্যই থাকিতে হইবে।
৫।	অল্টারনেটর	ক. পৃষ্ঠদেশ অতিরিক্ত গরম কি না দেখা। খ. ধূলাবালি পরিষ্কার করা। গ. বেল্ট টেনসন ঠিক আছে কিনা দেখা।	ক. বেল্ট টেনসন স্প্রিং সঠিকভাবে আছে কি না পরীক্ষা করা। খ. পুলি ঠিকভাবে আটকানো আছে কি না দেখা। গ. সঠিকভাবে ঝুলানো আছে কি না দেখা। ঘ. থার্মোষ্টাটের যোজন ঠিক আছে কি না দেখা।	ক. টেনসন স্প্রিং ৫৯৭ মিঃ মিঃ (বিজি)/৫৮৪ মিঃ মিঃ (এম জি) লম্বা থাকিবে। খ. সেফটি চেইন অবশ্যই থাকিতে হইবে।
৬।	ব্যাটারী	ক. সুইচ ও ফিউজ প্যানেলের মাধ্যমে লোড দিয়া ব্যাটারী ঠিক আছে কি না দেখা। খ. ব্যাটারী বক্স ভিজা কি না দেখা।	ক. বাক্স হইতে ব্যাটারী নামাইয়া পরিষ্কার করা এবং শুকানোর পর পুনঃস্থাপন করা। খ. প্রত্যেকটা সেলে ইলেকট্রোলাইট লেভেল ঠিক আছে কি না মাপা ও প্রয়োজনে পরিশুদ্ধ পানি সংযোজন করা। গ. প্রত্যেক সেল ও ব্যাটারীর ভোল্টেজ দেখা।	ক. প্রত্যেক যাত্রাশেষে পানি দিতে হইলে বুঝিতে হইবে সেল ছিদ্র হইয়া গিয়াছে এবং তাহা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

১	২	৩	৪	৫
		গ. ব্যাটারী ভোল্টেজ কত আছে দেখা এবং প্রয়োজনে চার্জ করা।	ঘ. ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপ করা। ঙ. প্রত্যেক যোজন পরিষ্কার ও সঠিকভাবে আটকানো আছে কি না দেখা। চ. সেল আধারের উপরিভাগে ভেসেলিন দেওয়া। ছ. ব্যাটারী ফিউজ সঠিক মাপের আছে কি না নিশ্চিত করা।	খ. ইলেকট্রোলাইটের রং দুধের মত সাদা বা চকলেটের মত হইলে সেল বদলাইতে হইবে। গ. প্লেটের উপরে সব সময় কমপক্ষে ১৩ মিঃ মিঃ পানি থাকিতে হইবে।
৭।	ব্লকিং ডায়োড	পরিষ্কার করা।	ক. যোজন পরীক্ষা করা। খ. খারাপ ডায়োড বদলাইয়া দেওয়া।	
৮।	রেকটিফায়ার	পরিষ্কার করা।	ক. যোজন পরীক্ষা করা। খ. অকার্যকর হইলে অপসারণ করিয়া মেরামত করা।	
৯।	আর ও বি	ওভার ভোল্টেজ রিলে ট্রিপ করিয়াছে কি না দেখা। করিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্বক মেরামত করতঃ ইহার নব্ পুনঃ সেট করা।	ক. কণ্টাক্টগুলি পরিষ্কার করা। খ. যোজন পরীক্ষা করা। গ. খারাপ কণ্টাক্ট বদলানো।	যদি বারবার ট্রিপ করে তাহা হইলে পুনঃ ক্যালিব্রেশন করিতে হইবে।
১০।	ল্যাম্প রেজিস্ট্যান্স	পরিষ্কার করা।	ক. যোজন পরীক্ষা করা। খ. কোন রেজিস্ট্যান্স পড়িয়া গিয়াছে কি না দেখা। গ. লিঙ্কগুলি ঠিক আছে কি না দেখা। ঘ. লোড হিসাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কয়েল বর্তনীতে আছে কি না নিশ্চিত করা।	

১	২	৩	৪	৫
১১।	ল্যাম্প রেজিষ্টান্স রিলে	পরিষ্কার করা।	ক. কণ্টাক্ট পরিষ্কার করা। খ. যোজন পরীক্ষা করা। গ. খারাপ কণ্টাক্ট বদলানো।	
১২।	সুইচ ও ফিউজ প্যানেল	ক. প্রত্যেক অবস্থানে কাজ করে কিনা দেখা।	ক. সব ফিউজ সঠিক মাপের কি না নিশ্চিত করা।	
		খ. ফিউজ তার পরীক্ষা করা।	খ. সকল টার্মিনালের যোজন পরীক্ষা করা।	
১৩।	কেবল্স	ক. কেবলের ঘাটতি পূরণ করা।	ক. সকল কেবলের ইনসুলেশন সঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা।	
		খ. যোজনের স্থান এবং নগ্ন স্থান সমূহে সঠিকভাবে টেপ লাগানো।	খ. সকল টার্মিনালের যোজন পরীক্ষা করা।	
১৪।	কাপলার	ক. প্লাগ ও সকেট পরিষ্কার করা।	ক. এক কোচ হইতে অন্য কোচে লোড দিয়া দেখা।	
		খ. সকেটের সংগে প্লাগ সঠিক-ভাবে বসানো আছে কি না দেখা।	খ. কেবল্ কোথাও নষ্ট হইয়াছে কি না দেখা।	
১৫।	বাতির ফিটিং	ক. গ্লোব গ্লাস পরিষ্কার/প্রতি-স্থাপন করা।	ক. খারাপ কাট আউট প্রতিস্থাপন করা। খ. ফিউজ তার সঠিক মাপের আছে কি না দেখা।	
		খ. খারাপ বা হারানো বাতি, ফিটিং, হোল্ডার এবং সুইচ প্রতিস্থাপন করা।	গ. প্রয়োজনে সুইচ বদলি করা।	

১	২	৩	৪	৫
		গ. এমবারকেশন ল্যাম্পের পানি-নিরোধক সীল সঠিক ভাবে বসানো/প্রতিস্থাপন করা।		
১৬।	পাখা	ক. পরিষ্কার করা।	ক. রেগুলেটর বা রেজিস্ট্যান্স প্রয়োজনে বদলাইয়া দেওয়া।	
		খ. রেগুলেটরের বিভিন্ন অবস্থানে চালাইয়া দেখা।	খ. কার্বন ব্রাশের স্প্রিং ঠিকভাবে কাজ করে কি না দেখা।	
		গ. কার্বন ব্রাশ সঠিকভাবে কমুটেটরের উপর বসিয়াছে কি না দেখা। কার্বন ব্রাশ মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয় হইলে প্রতিস্থাপন করা।	গ. প্রয়োজনে কমুটেটর গ্লাস পেপার দিয়া পরিষ্কার করা। ঘ. ব্রাকেট, গার্ড ও ব্লেইড ঠিকভাবে আটকানো আছে কি না নিশ্চিত করা। ঙ. ফিউজ তার সঠিক মাপের আছে কি না দেখা। চ. প্রয়োজনে সুইচ বদলাইয়া দেওয়া।	

পরিশিষ্ট ৬ঘ

তাপানুকূল গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সরঞ্জাম	দৈনন্দিন কাজ	বিরতি দিনের কাজ (দৈনন্দিন কাজের অতিরিক্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	এক্সেল পুলি	ঠিকমত আটকানো আছে কিনা তাহা হাতুড়ী দিয়া দেখা। নাট এবং বোল্ট ঢিলা থাকিলে দৃঢ়ভাবে আটকাইতে হইবে।	ক. দুই অংশের মধ্যে আবশ্যকীয় ১/৮″ ফাঁক আছে কিনা দেখিয়া নিশ্চিত করা। খ. বোল্টের খালি জায়গায় তেল বা গ্রিজ দেওয়া। গ. স্প্লিট পিন ও লক নাট পরীক্ষা করা। ঘ. এক্সেল ও জেনারেটর পুলিদ্বয়ের এলাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত করা।	পুলি প্যাকিং দিয়া বাঁধা নিষেধ।
২।	বেল্ট	বেল্টের টান সঠিক আছে কিনা দেখা। প্রয়োজনে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।	ক. বেল্টের ছিদ্র ও ফাস্নার পরীক্ষা করা। খ. বেল্টের পৃষ্ঠদেশ ও কিনারা অস্বাভাবিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা দেখা।	ক. প্রয়োজনে বেল্ট প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। খ. বেল্ট ফাস্নার লাগাইতে বেল্ট গেজ ও পাঞ্চ ব্যবহার করিতে হইবে।
৩।	ডায়নামো সাসপেনশন লিংক	পিন এবং স্প্লিট পিন পরীক্ষা করা।	ক. ডায়নামো দুলিতেছে কিনা দেখা। খ. পৃষ্ঠদেশ ও ছিদ্রতে তেল দেওয়া। গ. ঝুলাইবার বন্ধনী দৃঢ় কিনা এবং ইহাতে কোন ফাটল আছে কিনা দেখা। ঘ. ডায়নামো পিন ঢিলা কিনা এবং সেট স্ক্রু ও লক নাট সঠিক ভাবে আটকানো আছে কিনা দেখা ঙ. ডায়নামো/অলটারনেটর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা।	ক. ডায়নামো/অলটারনেটর লাগাইবার সময় দেখিতে হইবে কোথাও কোন অস্বাভাবিক ক্ষয় আছে কিনা। খ. সেফটি চেইন অবশ্যই ঠিকভাবে লাগাইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫
৪।	ডায়নামো	ক. পৃষ্ঠদেশ অতিরিক্ত গরম কিনা দেখা। খ. ফিউজ সঠিক মাপের আছে কিনা ও ইহার রং বিচ্যুতি হইয়াছে কিনা দেখা। যোজন ঢিলা থাকিলে ঠিক করা। গ. ধুলাবালি পরিষ্কার করা। ঘ. বেল্ট টেনসন ঠিক আছে কিনা দেখা।	ক. ডাষ্ট কভার খুলিয়া ধূলা বালি পরিষ্কার করা। খ. রকার আর্ম (ব্রাশ, স্প্রিং ইত্যাদিসহ), কমুটেটর ও ফিল্ড কয়েল পরীক্ষা করা। গ. কোন খারাপ আওয়াজ হইতেছে কিনা তাহা মোটরিং করিয়া দেখা ঘ. পুলি সঠিকভাবে আটকানো আছে কিনা পরীক্ষা করা। ঙ. মোটরিং করিয়া কমুটেটর পরিষ্কার করা। চ. ঠিকভাবে ঝুলানো আছে কিনা দেখা। ছ. প্রত্যেক অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা।	সেফটি চেইন অবশ্যই থাকিতে হইবে।
৫।	আউট সাইড এয়ার ফিল্টার/রিটার্ন এয়ার ফিল্টার	–	ফিল্টার পরিষ্কার করা।	প্রয়োজন বোধে অনুমোদিত লুব্রিকেন্ট "শেল টেলপা ৪০" ব্যবহার করিতে হইবে।
৬।	এয়ার কন্ডিশানিং ইউনিট	ব্লোয়ার ফ্যানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।	ক. উপরের ঢাদ খুলিয়া এয়ার ব্লোয়ার দ্বারা ধূলাবালি পরিষ্কার করা। খ. ব্লোয়ার ফ্যান মোটরের কমিউটেটর, কার্বন ব্রাশ, স্প্রিং, ফিল্ড কয়েল ইত্যাদি পরীক্ষা করা। প্রয়োজনে মেরামত/বদল করিতে হইবে। গ. সকল যোজন ঠিকভাবে আছে কিনা দেখা।	

১	২	৩	৪	৫
৭।	কণ্ট্রোল প্যানেল	ক. পরিষ্কার করা। খ. ডুয়েল রেগুলেটর কার্বন ঠিকভাবে বসানো আছে কিনা পরীক্ষা করা। গ. কম্প্রেসর চালাইয়া কণ্টাক্ট সমূহ সঠিকভাবে স্থাপিত হয় কিনা দেখা।	ক. সব কণ্টাক্টগুলি পেট্রোল ভিজানো কাপড় দিয়া পরিষ্কার করা এবং পরে ওইগুলির উপর হালকাভাবে পেট্রোলিয়াম জেলীর প্রলেপ দেওয়া। খ. ফিউজ হোল্ডার, যোজন সমূহ, ইত্যাদি সঠিকভাবে আটকানো আছে কিনা দেখা।	
৮।	হীটার	—	চালাইয়া কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।	
৯।	কম্প্রেসর ইউনিট	মিনিট পাঁচেক চালাইবার পর কম্প্রেসর ডেলিভারী পাইপ উষ্ণ এবং সাকশন পাইপ শীতল হয় কিনা দেখা।	ক. ২০ মিনিটকাল সময় কম্প্রেসর চালানোর পর তেলের লেভেল সাইট গ্লাসের অর্ধেক আছে কিনা দেখা। খ. সাকশন প্রেশার এবং উহার তাপমাত্রা রেকর্ড করা। গ. সিলিণ্ডার হেড এবং বিয়ারিং গরম হইতেছে কিনা তাহা হাত দিয়া অনুভব করা। ঘ. সকল ফিটিংস, কম্প্রেসর পুলি এবং 'ভী' বেল্ট যথাযথ ভাবে আটকানো আছে কিনা পরীক্ষা করা। ঙ. ৪ খ.-এর অনুরূপভাবে কম্প্রেসর মোটর পরীক্ষা করা।	

১	২	৩	৪	৫
১০।	কনডেন্সার ইউনিট	এয়ার ব্লোয়ার দিয়া পরিষ্কার করা।	ক. ২০ মিনিটকাল চালানোর পর লিকুইড রিসিভারের নীচে রিফ্রিজারেন্ট লেভেল সাইট গ্লাসের অর্ধেক আছে কিনা দেখা। খ. কণ্ডেন্সার টিউব ও ফিন্‌স বেগবান পানির ধারা দ্বারা পরিষ্কার করা। গ. কণ্ডেন্সার ফ্যান এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা ঘ. ৪ খ. এর অনুরূপভাবে কণ্ডেন্সার ফ্যান মোটর পরীক্ষা করা।	
১১।	মোটর জেনারেটর এবং প্রি-কুলিং মোটর	ক. কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। খ. 'ভী' বেল্টসমূহের টান যথাযথ আছে কিনা পরীক্ষা করা।	৪ খ. ও গ. এর অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া।	
১২।	প্রোপেলার শ্যাফ্‌ট	কোন ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করা।	ক. পরিষ্কার করা। খ. সকল সংযোগ সমূহে গ্রীজ-গান দ্বারা গ্রীজ প্রয়োগ করা। গ. ফিক্সিং বোল্ট ও নাট আঁট সাট আছে কিনা পরীক্ষা করা।	
১৩।	গীয়ার বক্স	ক. এ্যাক্সেলের উপর রাবার প্যাড যথাযথ ভাবে বসানো আছে কিনা দেখা।	ক. জ্যাকিং স্ক্রু আঁটসাট আছে কিনা পরীক্ষা করা। খ. ফ্লেঞ্জ-এর নাট বোল্ট সমূহ আঁটসাট আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা।	

১	২	৩	৪	৫
		খ. সংযোগস্থলে তৈল লিক করে কিনা পরীক্ষা করা। গ. সাসপেনশন পিন-লিংক, বোল্ট এবং নাট সমূহ পরীক্ষা করা।	গ. টর্ক আর্ম ও সেফ্‌টি আর্মের রাবার বুশ পরীক্ষা করা।	
১৪।	অটোমেটিক ক্লাচ্‌	ক. বাহ্যিক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করা। খ. নাট সমূহ আঁটসাট আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা।	ইহার কার্যকারিতায় গোলযোগ দেখা দিলে ট্রায়েল রানের মাধ্যমে যথাযথভাবে স্থাপন করা।	
১৫।	কাউন্টার শ্যাফ্‌ট	শ্যাফ্‌টের পুলি ও ক্লাচ আঁটসাট আছে কিনা পরীক্ষা করা।	ক. সাসপেনশন পিনে তেল দেওয়া। খ. এডজাষ্টমেণ্ট পরীক্ষান্তে ঠিক করিয়া লক করা।	
১৬।	প্রি-কুলিং মোটর স্টার্টার	কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।	ক. ফিউজ, কণ্টাক্ট, সংযোগ সমূহ এবং টার্মিনাল পরীক্ষা করা। খ. ইনসুলেশন এবং টাইম সেটিং পরীক্ষা করা।	
১৭।	এ সি প্রি-কুলিং প্লাগ, সকেট এবং কেবল্‌	ক. পরীক্ষা করিয়া ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে কিনা দেখা। খ. কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।	ক. পিন সমূহ পরিষ্কার করা। খ. ইনসুলেশন পরীক্ষা করা। গ. সংযোগ সমূহ আঁটসাট আছে কিনা দেখা।	

১	২	৩	৪	৫
১৮।	সিষ্টেম অপারেশন	আধঘণ্টা প্লাণ্ট চালাইবার পর নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া : ক. সাকশন ও ডেলিভারী প্রেসার দেখা। খ. কক্ষের তাপমাত্রা এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা পরিমাপ করা। গ. রেফ্রিজারেণ্ট প্রবাহ এবং লিকুইড রিসিভারে ইহার লেভেল দেখা। ঘ. সাকশান লাইন ঠাণ্ডা, ডিসচার্জ লাইন গরম ও লিকুইড লাইন উষ্ণ কিনা হাত দিয়া অনুভব করা।		
১৯।	বাতির ফিটিং	ক. গ্লোব গ্লাস/টিউব লাইট কভার পরিষ্কার/ প্রতিস্থাপন করা। খ. খারাপ বা হারানো বাতি, ফিটিং, হোল্ডার এবং সুইচ প্রতিস্থাপন করা।	ক. খারাপ কাট আউট প্রতিস্থাপন করা। খ. ফিউজ তার সঠিক মাপের আছে কিনা দেখা। গ. প্রয়োজনে সুইচ বদলি করা।	

১	২	৩	৪	৫
		গ. টিউব লাইট না জলিলে খারাপ অংশ প্রতিস্থাপন করা। ঘ. এমবারকেশন ল্যাম্পের পানি নিরোধক সীল সঠিকভাবে বসানো/প্রতিস্থাপন করা।		
২০।	পাখা	ক. পরিষ্কার করা। খ. রেগুলেটরের বিভিন্ন অবস্থানে চালাইয়া দেখা। গ. কার্বন ব্রাশ ঠিকভাবে কমুটেটরের উপর বসিয়াছে কিনা দেখা। কার্বন ব্রাশ মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয় হইলে প্রতিস্থাপন করা।	ক. রেগুলেটর বা রেজিস্ট্যান্স প্রয়োজনে বদলাইয়া দেওয়া। খ. কার্বন ব্রাশের স্প্রিং ঠিকভাবে কাজ করে কিনা দেখা। গ. প্রয়োজনে কমুটেটর গ্লাস পেপার দিয়া পরিষ্কার করা। ঘ. ব্রাকেট, গার্ড ও ব্লেইড ঠিকভাবে আটকানো আছে কিনা নিশ্চিত করা। ঙ. ফিউজ তার ঠিক মাপের আছে কিনা দেখা। চ. প্রয়োজনে সুইচ বদলাইয়া দেওয়া।	
২১।	কাপলার	ক. প্লাগ ও সকেট পরিষ্কার করা। খ. সকেটের সংগে প্লাগ সঠিকভাবে বসানো আছে কিনা দেখা।	ক. এক কোচ হইতে অন্য কোচে লোড দিয়া দেখা। খ. কেবল্ কোথাও নষ্ট হইয়াছে কিনা দেখা।	
২২।	কেবল্স	ক. কেবলের ঘাটতি পূরণ করা। খ. যোজনের স্থান এবং নগ্ন স্থান সমূহে সঠিকভাবে টেপ লাগানো।	ক. সকল কেবলে্র ইনসুলেশন সঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা। খ. সকল টার্মিনাল যোজন পরীক্ষা করা।	

১	২	৩	৪	৫
২৩।	ব্যাটারী	ক. সুইচ ও ফিউজ সংযোগের মাধ্যমে লোড দিয়া ব্যাটারী ঠিক আছে কিনা দেখা। খ. ব্যাটারী বক্স ভিজা কিনা দেখা। গ. ব্যাটারী ভোল্টেজ কত আছে দেখা এবং প্রয়োজনে চার্জ করা।	ক. বাক্স হইতে ব্যাটারী নামাইয়া পরিষ্কার করা এবং শুকানোর পর পুনঃস্থাপন করা। খ. প্রত্যেকটি সেলে ইলেকট্রোলাইট লেভেল ঠিক আছে কিনা মাপা/প্রয়োজনে বিশুদ্ধ পানি সংযোজন করা। গ. প্রত্যেক সেল ও ব্যাটারীর ভোল্টেজ দেখা। ঘ. ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপ করা। ঙ. প্রত্যেক যোজন পরিষ্কার ও সঠিকভাবে আটকানো আছে কিনা দেখা। চ. সেল আধারের উপরিভাগে ভেসেলিন দেওয়া। ছ. ব্যাটারী ফিউজ সঠিক মাপের আছে কিনা দেখা।	ক. প্রত্যেক ভ্রমন শেষে পানি দিতে হইলে বুঝিতে হইবে সেল স্থির হইয়া গিয়াছে এবং তাহা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। খ. ইলেকট্রোলাইটের রং দুধের মত সাদা বা চকলেটের মত হইলে সেল বদলাইতে হইবে। গ. প্লেটের উপরে সব সময় কমপক্ষে ১৩ মিঃ মিঃ পানি থাকিতে হইবে।
২৪।	এয়ার কুলার	ক. ব্রাশ/কাপড় দিয়া পরিষ্কার করা। খ. যথাযথভাবে স্থাপিত আছে কিনা পরীক্ষা করা। গ. কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। ঘ. সার্কিট ব্রেকারের বৈদ্যুতিক যোজন ঠিক আছে কিনা দেখা। ঙ. খারাপ আওয়াজ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় মেরামত করা।	ক. এয়ার ব্লোয়ার দিয়া পরিষ্কার করা। খ. চালাইয়া যথাযথ ঠাণ্ডা হয় কিনা এবং থার্মোষ্ট্যাট ট্রিপ করে কিনা দেখা। গ. এয়ার ফিল্টার পানি দিয়া পরিষ্কার করা। ঘ. বিভিন্ন অবস্থানে ফ্যান সুইচ রাখিয়া বাতাসের পরিমাণ লক্ষ্য করা। ঙ. ভেন্ট শাটার ঠিকমত কাজ করে কিনা পরীক্ষা করা। পানি ঠিকমত বাহিরে যাইতেছে কিনা দেখা। চ. বিদ্যুৎ খরচ রেটিং অনুসারে আছে কিনা দেখিয়া উহা নিশ্চিত করা।	মেরামত কাজ সময় সাপেক্ষ হইলে ইহা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।